Mangalbarer Sandhya Baithak

A Short Story Collection by Agatha Christi

Translated by : Parthapratim Das.

পৌষ ১৩৬৫

প্রকাশক—রেণুকা সাহা ২০, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণে—নিউ মহামায়া প্রেস৮৮ ৭ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ—মদন সরকার

মঙ্গলবারের সান্ধ্য বৈঠক

'অনুদ্ঘাটিত রহস্যাবলী', একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আত্মমগ্নভাবে কথাটা উচ্চারণ করল রেমণ্ড ওয়েসট্। বেশ একটা আত্মতৃপ্ত ভাব রেমণ্ডের চোখে মুখে। 'অনুদ্ঘাটিত রহস্যাবলী', দ্বিতীয়বার শব্দদুটির পুনরুক্তি করে রেমণ্ড ঘরের চারদিকে একটা তৃপ্ত চাহনি নিক্ষেপ করল। ঘরটি বেশ প্রাচীন। ছাদের নীচে কালো রঙের বিশালকায় সব কড়িবরগা পুরনো ঐতিহ্যের সাক্ষী। চমৎকার কারুকার্য্যকরা আবলুশ কাঠের ভারী আসবাবপত্রগুলোও ঘরের প্রাচীনতার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো। বাইরে ঝির ঝির করে তুষার ঝরছে, ঘরের ভিতর বিরাট ফায়ার প্লেসে পাইন কাঠের গনগনে আগুনে আরামদায়ক উষ্ণ আমেজ। ব্যক্তিগত জীবনে রেমণ্ড একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং এই ধরনের ত্রুটিহীন ব্যাপারগুলো তার খুব পছন্দসই। তার পিসীমা জেন-এর এই প্রাচীন ঐতিহ্যঘেষা বাড়ী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ চারিত্রিক দৃঢ়তা, উভয়ের মধ্যে একটা সাযুজ্যের ভাব, তার লেখকমনকে সন্তুষ্ট করে। পিসীমা মিস জেন মারপল বসে আছেন চুল্লীর পাশে, ঠাকুরদা-আমলের এক বিশাল আরাম-কেদারায়। তাঁর পরিধানে কালো ব্রোকেডের পোষাক, উর্দ্ধাঙ্গ মেকলিন লেসে অলঙ্কৃত, তুষারশুভ্র একরাশ চুল ঢাকা পড়েছে সূক্ষ্ম কাজ করা কালো লেসের টুপিতে। তিনি বুনছিলেন নরম সাদা পশমের পরিচ্ছদ। তাঁর আবছা নীল চোখে প্রসন্ন ও স্নেহভরা দৃষ্টি, মুখে মৃদু হাসি। তিনি প্রশান্তির সঙ্গে তাঁর ভাইপো এবং তার অতিথিদের দিকে একে একে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। প্রথমে দেখলেন রেমণ্ডকে। রেমণ্ড একজন স্ফূর্তিবাজ, নিজের সম্পর্কে সচেতন যুবক। রেমণ্ডের পাশে জয়েস লেমপ্রিয়ের। জয়েস মেয়েটি একজন চিত্র-শিল্পী। তার মরাল গ্রীবা ঘিরে ছোট করে ছাটা একরাশ রেশম কালো চুল, হালকা বাদামী-সবুজ চোখ, ধারালো নাক মুখ, সব মিলিয়ে বেশ আকর্ষণীয়। তারপর তার দৃষ্টি পড়ল স্যার হেনরী ক্লিদারিং-এর দিকে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন নিখুঁত ভদ্রলোক। এছাড়াও ঘরে

আছেন আরও দুজন ব্যক্তি। সৌম্য বৃদ্ধ ডাঃ পেনডার, গীর্জার যাজক তিনি এবং মিঃ পেথেরিক, কাঠখোট্টা ধরনের ছোটখাটো মানুষ। পেশায় আইনজীবি।

'তুমি যেন কী বললে রেমণ্ড ? অ্যাঁ! অনুদ্ঘাটিত রহস্য না যেন কী ? তা ওই ব্যাপারটা কী ?' -মিঃ পেথেরিক একটু কেশে নিয়ে কথাগুলি বললেন। কোন কিছু বলার আগে কেশে গলা পরিষ্কার করে নেওয়া তার অভ্যাস।

'আমার মনে হয়,—ওসব কিছু নয়। ওইসব গম্ভীর গম্ভীর শব্দ রেমণ্ড খুব ভালবাসে। রাশভারী শব্দ ওর বেশ পছন্দ। আসলে ও কথাটার কোনো মানেই হয়ত নেই।'—জয়েস লেমপ্রিয়ের রেমণ্ডের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল।

ভ্রূ-কুঁচকে কপট ভঙ্গীতে রেমণ্ড জয়েসের দিকে তাকাল। জয়েস ওর চাউনি দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে হো হো করে হেসে উঠে বলল—'আচ্ছা মারপল পিসী, রেমণ্ডের কথাটার কী কোন মাথামুণ্ডু আছে ? আপনি তো ওর ব্যাপার জানেনই!' মিস জেন মারপল জয়েসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

যাজক মহাশয় এমন সময় শূন্য দৃষ্টিতে ওপরের দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বলে উঠলেন,—'মানব জীবনটাই তো একটা অজানা,······ অনুদ্ঘাটিত রহস্য।'

রেমণ্ড চেয়ারে সোজা হয়ে বসে অধৈর্য্য ভঙ্গীতে, একটু বিরক্ত হয়েই যেন সিগারেটটা ছাইদানীতে রেখে বলল,—'আমি যা বলতে চাইছি, সেটা অন্য ব্যাপার। ওইসব দার্শনিক কথাবার্তা নয়। আমি যা বলতে চাইছি, সেটা হল কিছু ঘটনা, যা সত্য, প্রকৃতই ঘটেছে এবং যার কোন ব্যাখ্যা বা নিষ্পত্তি এখনও কেউ করতে পারেনি।'

মিস মারপল বললেন,—'তুমি যা বোঝাতে চাইছ সে রকম কিছু ঘটনার কথাতো আমিও জানি। যেমন ধর, মিসেস ক্যারুদার্স

গতকাল সকালে তাঁর একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি এলিয়টের দোকান থেকে দুটো গলদা চিংড়ি কিনলেন। তারপর আরো দুটো দোকান ঘুরে জিনিসপত্র কিনে যখন বাড়ী ফিরলেন তখন দেখেন মাছ দুটো উধাও। খুঁজে পেতে দেখেন, কোথাও নেই। তিনি আবার দোকানে ফিরে গেলেন। না, ওখানেও তিনি ফেলে আসেননি। তবে গেল কোথায়? আমার কাছে ত বাপু, এটা বেশ্ আশ্চর্য ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে।'

স্যার হেনরী ক্লিদারিং গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করলেন,—'ঘটনাটা খুবই জোলো, একেবারেই সাধারণ ঘটনা।'

'অবশ্য এ ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কয়েক রকমের ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়--' মিস মারপলের গাল উত্তেজনায় একটু লাল হয়ে উঠল। 'যেমন ধরা যাক, কেউ···

রেমণ্ড একটু মজা পেয়েছে এমন ভঙ্গীতে বলল,—'পিসীমণি, আমি কিন্তু এইসব গ্রাম্য ঘটনার কথা বোঝাতে চাইছি না। আমি বলতে চাইছি, সত্যিকারের কোন খুনের ঘটনা, কোন নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা যেগুলোর কোনো কিনারা হয় নি। স্যার হেনরি এ রকম ঘটনা নিশ্চয়ই কিছু জানেন। যদি তাঁর সময় থাকে তবে আমি ওঁকে অনুরোধ করব আমাদের কয়েকটা অনুদ্ঘাটিত ঘটনার কথা বলতে।' উল্লেখ্য, স্যার হেনরি ক্লিদারিং কিছুদিন আগেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কমিশনার ছিলেন।

স্যার হেনরি বিনীত ভাবে বললেন,—'আমি কিন্তু নিছক গালগল্প খুব ভাল বলতে পারি না।'

জয়েস বলল,—'আমার মনে হয় এমন অনেক খুনের বা রহস্যের ঘটনা আছে, পুলিস এখনও পর্যন্ত যার কোনো কিনারা করতে পারেনি।'

পেশাগত গাম্ভীর্য নিয়ে মিঃ পেথেরিক বললেন—'এটা একটি স্বীকৃত সত্য

'আমার মাঝে মাঝে ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে ধরনের বুদ্ধি থাকলে একটা রহস্যের জট ছাড়ানো যায়, সকলেরই ধারণা, বেশীরভাগ পুলিসের মধ্যেই ওই ধরনের কল্পনাপ্রবণ বুদ্ধি বা পেশাদারী চাতুর্য্যের খুবই অভাব।'— রেমণ্ড মন্তব্য করল।

স্যার হেনরী একটু তিক্তকণ্ঠে বললেন,—'এটা আমি মানতে প্রস্তুত নই, এগুলো সবই একান্তভাবে অজ্ঞ মানুষদের ধারণা।'

জয়েস হাসতে হাসতে বলে ওঠে,—'তাহলে তো এসব বিচারের জন্য একটা কমিটি বসাতে হয়। আর দর্শন, কল্পনা এগুলো তো লেখকদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি বলে সবাই জানে।' রেমণ্ডের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধা জানাবার কপট ভঙ্গী করলো জয়েস।

রেমণ্ড গম্ভীর হয়ে গেল। ফায়ার প্লেস থেকে এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বলল—'একজন লেখককে লিখতে হলে মানুষের প্রকৃতির ভিতরের ব্যাপারটা জানতে হয়। তাদের একরকম সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি জন্মায়। সাধারণ লোকে যা লক্ষ্য করতে পারে না, একজন লেখক তা পারে। যেমন কোন ব্যক্তির কোন অভিসন্ধি ·····।'

মিস মারপল স্নেহের দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,—'হ্যাঁ সোনা, আমি জানি তোমার বইগুলো খুবই বিদগ্ধ। আচ্ছা, তোমার লেখা চরিত্রগুলোর মত মানুষ কি সত্যিই অতটা খারাপ ?

রেমণ্ড শান্তভাবে বলে ওঠে—'পিসীমনি, জগৎ ও মানুষের প্রতি তোমার এই বিশ্বাস তোমারই থাক। আমি তা ভাঙতে চাই না।'

মিস মারপল ভুরুদুটো একটু কোঁচকালেন, পশম বোনার ঘরগুলো মিলিয়ে নিলেন, তারপর বললেন,—'আমার কিন্তু মনে হয়, এত লোক—সবাই খুব খারাপ বা খুব ভাল নয়, মোটামুটি সকলেই খুব সাধারণ,—ভাল ও মন্দ মিশিয়ে।'

মিঃ পেথেরিক এই সময় খুক খুক করে একটু কাশলেন। তারপর রেমণ্ডকে বললেন,—'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না তুমি এই কল্পনা

ব্যাপারটার উপর একটু বেশী জোর দিচ্ছ? আমরা আইনজীবীরা ভালভাবেই বুঝতে পারি কল্পনা কতটা সাংঘাতিক জিনিস। সত্যি কথা বলতে কী--এটা জানতে হলে তোমাকে নিরপেক্ষভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করতে হবে। সেগুলি থেকে বিচার বিবেচনা করে আসল সত্যটা বের করতে হবে। এটাই আমার কাছে সত্য বিচারের যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি। আমার জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আরও বলতে পারি—একমাত্র এই পথেই আসল সত্য জানা যায়।'

জয়েস তার একরাশ রেশম কালো চুল ঝাঁকিয়ে হাত তুলে বলে উঠল—'বাঃ! আমি কিন্তু এই ব্যাপারে আপনাদের হারাতে পারি। আমি একজন মেয়ে। মেয়েদের কিন্তু একটা ঈশ্বরপ্রদত্ত ষষ্ঠেন্দ্রিয় বা অনুভূতি আছে, যা পুরুষদের থাকে না, তাছাড়া আমি একজন শিল্পীও, সেইজন্য আমি চর্মচক্ষে যা দেখতে পাই না—সেটা কল্পনায় দেখি। আর বহু রকমের মানুষ ও দেশ আমি দেখেছি এবং জীবনটাকে যেভাবে জেনেছি, মারপল পিসীও সম্ভবত তা জানেন না।'

'আমি ওইসব ব্যাপারগুলো সত্যিই ঠিক জানি না, সোনা। কিন্তু এই শান্ত সুন্দর ছায়াঘেরা মেরি মীড গ্রামেও মাঝে মাঝে খুব বেদনাদায়ক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে থাকে।'—মিস মারপল উল বোনার থেকে মুখ তুলে বললেন।

শান্তভাবে মৃদু হেসে ডঃ পেনডার বললেন--'আমি কি কিছু বলতে পারি? আমি জানি, আজকাল পাদ্রী পুরোহিতদের অবজ্ঞা করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমরা এমন অনেক ঘটনার কথা শুনি ও মানুষের চরিত্রের নানা দিকের কথা জানতে পারি, যা বাইরের পৃথিবীতে কোনদিনই পৌঁছবে না।'

জয়েস খুব উৎসাহ নিয়ে বলল,—'ঠিক আছে। আমার তো মনে হয় এখানে সব ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক মানুষ হাজির আছেন। কেমন হয় যদি আমরা একটা সংঘ তৈরী করি? আজ কী বার—

মঙ্গলবার। বেশ, তাহলে আমাদের সংঘের নাম দেওয়া যাক "মঙ্গলবারের সান্ধ্য বৈঠক"। প্রত্যেক সপ্তাহের মঙ্গলবারের সন্ধ্যায় আমরা মিলিত হব এবং প্রত্যেক সভ্য পরপর একটা করে অনুদ্ঘাটিত রহস্যের ঘটনা বলবেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, বা যে রহস্য সম্পর্কে নিজে জানেন ও তার সমাধানও জানেন সেই সব ঘটনাই বলবেন। আমরা কতজন আছি এখানে ? এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ··· আঃ, ছজন হলে খুব ভাল হত।'

মিস মারপল হাসতে হাসতে বললেন,—'তুমি কিন্তু সোনা, আমাকে ভুলে গেছ।'

জয়েস একটু হকচকিয়ে গেল, অবশ্য তৎক্ষণাৎ সে সামলে নিয়ে বলে উঠল—'বাঃ! তাহলে তো খুবই ভাল হয়। আমি ভেবেছিলাম আপনি এই ধরনের খেলা ঠিক পছন্দ করবেন না।'

মিস মারপল বললেন,—'আমার ধারণা, ব্যাপারটা খুব আকর্ষণীয় হবে। বিশেষ করে যেখানে এতজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সমাবেশ। যদিও আমি খুব বুদ্ধিমতী নই, তবু এত বছর এই সেণ্ট মেরিমীডে থেকে আমার মানুষের চরিত্র সম্পর্কে একটা অন্তর্দৃষ্টি জন্মে গেছে।'

স্যার হেনরী বিনীতভাবে বললেন,—'আমার মনে হয় আপনার সহযোগিতা খুবই মূল্যবান হবে।'

'কে তাহলে শুরু করবেন ?'—জয়েস বলল।

ডঃ পেনডার বললেন,—'আমরা খুব ভাগ্যবান যে স্যার হেনরীর মত একজন সম্মানীয় ব্যক্তি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, সেখানে তো কোন দ্বিধা থাকতে পারে না, কে···।' তিনি কথাটা শেষ না করেই স্যার হেনরির দিকে সম্মানের ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালেন।

—স্যার হেনরী মিনিট দুয়েক চুপ করে থাকলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসলেন, তারপর আরম্ভ করলেন তাঁর কাহিনী—

একটি দুঃখজনক ঘটনা

আপনারা ঠিক যে ধরনের কাহিনী শুনতে চান তা বাছাই করা সত্যিই অসুবিধাজনক। তবে আমি এমন একটা ঘটনা জানি যা আপনাদের অনুসন্ধিৎসা মেটাতে পারবে বলে আশা করি। যে ঘটনাটার কথা আমি বলছি তা বছর খানেক আগে খবরকাগজে উল্লেখিত হয়েছে। রহস্যের কিনারা না হওয়ায় ওটা সেখানেই ধামাচাপা পড়ে যায়, কিন্তু দিনকয়েক আগেই আমার হাতে ওই রহস্যের সমাধান এসে গেছে।

ঘটনাটা খুবই সহজ সরল। তিন জন রাতের খাবার খেতে বসেছিলেন। অন্য খাবারের সঙ্গে টিনে-ভর্তি রান্না করা গলদা-চিংড়ি ছিল। খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত্রে তিনজনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডাকা হল। দুজন সেরে উঠলেন, তৃতীয় জন মারা গেলেন। আমি আগেই বলেছি, ঘটনাটা খুবই সরল। টোমেন জাতীয় বিষই মৃত্যুর কারণ বলে জানা গেল। সেই মর্মেই ডাক্তারবাবু ডেথ সারটিফিকেট দিলেন এবং যথাবিহিতভাবে মৃতকেও সমাধিস্থ করা হল। কিন্তু ঘটনাটা ওইখানেই থেমে থাকল না।'

মিস মারপল এই সময় বুঝদারের মত মাথা নেড়ে বললেন, —'আমার মনে হয় এ নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক গুজব ছড়িয়েছিল। সাধারণত যে ভাবে গুজব ছড়ায়।'

স্যার হেনরী বলে চললেন—'এখন আমি এই নাটকের কুশীলবদের একটু পরিচয় দেই। তিনজনের মধ্যে এক দম্পতি। ধরুন ওদের নাম মিঃ ও মিসেস জোনস, অন্যজন মিস ক্লারক, শ্রীমতি জোনসের সাহচর্য-সঙ্গিনী। জোনস একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি। বয়স বছর পঞ্চাশ, সুদর্শন ও সৌখীন। জোনসের স্ত্রী কিন্তু সাদামাটা ধরনের, বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। মিস ক্লারকের বয়স ষাটের কোঠায়। শক্তসামর্থ্য, লালচে মুখের মহিলা। এই তিনজনের

কেউই খুব আকর্ষণীয় নয় বলেই বলতে পারেন। এখন গোলমালের সূত্রপাতটা হয়েছিল একটু আশ্চর্যরকম ভাবেই। জোনস ঘটনার আগের দিন রাত্রে বারমিংহামের একটি হোটেলে রাত কাটিয়েছিল। তিনি রাত্রে একটা চিঠি লিখে যে ব্লটিং পেপার ব্যবহার করেছিলেন, সেটি পরদিন সকালে হোটেলের পরিচারিকার হাতে পড়ে। সে একটু মজা পাবার জন্যই ব্লটিং পেপারটি আয়নার সামনে ধরলে কয়েকটি শব্দ তাতে ফুটে ওঠে, কয়েকদিন পরে যখন খবর কাগজে চিংড়ি মাছ খেয়ে মিসেস জোনসের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়, তখন সেই পরিচারিকাটির চিঠির ফুটে ওঠা শব্দগুলি স্মরণ হয়। হোটেলের অন্যান্য কর্মীর কাছে সে বলে—চিঠির কি কি কথা সে ব্লটিং পেপার থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিল। সেগুলো ছিল "........ সম্পূর্ণভাবে আমার স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল.........যখন সে মারা যাবে তখন আমি.........
.........শয়ে শয়ে হাজার হাজার..... ...... ।"

আপনাদের হয়ত স্মরণ থাকতে পারে, কিছুদিন আগে কাগজে প্রকাশিত সেই স্বামী কর্তৃক বিষ প্রয়োগে স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনাটি। হোটেলের সেই পরিচারিকার ঐ ঘটনার কথা মনে পড়ে এবং তার কল্পনা স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যাপারে একেবারে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। ওর এক আত্মীয় আবার জোনসের বাড়ীর কাছাকাছিই থাকে। উভয়ের মধ্যে পত্র বিনিময় হয় এবং ওই আত্মীয়ের চিঠিতে জানা যায়, জোনস স্থানীয় এক ডাক্তার কন্যার প্রতি আসক্ত, মেয়েটি সুন্দরী, বয়স বছর তেত্রিশ। লোকমুখে গুণ গুণ করে গুজব রটতে লাগল।

শেষপর্যন্ত স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে দরখাস্ত গেল। জোনসকে স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করে অসংখ্য বেনামা চিঠি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসতে লাগল। এখানে বলে রাখি, আমরা কিন্তু এ ব্যাপারটিকে নেহাতই একটা গ্রাম্য গুজব বলেই ভেবেছিলাম, অন্য কোন সন্দেহই আমাদের মধ্যে ছিল না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কবর খুঁড়ে আবার মৃতদেহ

তোলার আদেশ হল। যে গুজবের সুদৃঢ় কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হচ্ছিল না, সেই গুজবের কথাই আশ্চর্যরকমভাবে সত্যি বলে প্রমাণিত হল। ময়নাতদন্তে মৃতদেহের পাকস্থলীতে প্রচুর আর্সেনিক বিষ পাওয়া গেল এবং সেটাই ছিল মৃত্যুর কারণ এবং এটা একটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন বলে প্রমাণিত হল। তখন স্থানীয় প্রশাসন ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের উপর ভার পড়ল, কে কী করে ওই বিষপ্রয়োগ করেছে অর্থাৎ হত্যাকারী বা হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার।'

জয়েস উল্লসিত কণ্ঠে বলে ওঠে—'বাঃ, আমি এইরকমটাই চেয়েছিলাম, এটা একটা সত্যিকারের রহস্যময় ঘটনা।'

স্যার হেনরী আবার সুরু করলেন,—'স্বভাবতই স্বামীর ওপর সব সন্দেহ গিয়ে পড়ল। তিনি স্ত্রীর মৃত্যুতে আর্থিকভাবে উপকৃত। যদিও যতটা রটেছিল হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা—ততটা নয়, কিন্তু প্রায় আট হাজার পাউণ্ডের উনি মালিক হলেন। তাঁর নিজের, চাকরির টাকা ছাড়া অন্য কোন সঞ্চিত অর্থ ই ছিল না। তিনি একটু মুক্ত হস্তেই খরচখরচা করতেন, বিশেষ করে মহিলা সংসর্গে। স্থানীয় ডাক্তারবাবুর মেয়ের সঙ্গে তার ব্যাপারটিও আমরা খুব সন্তর্পণে খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, একসময় উভয়ের মধ্যে সত্যিই একটা গভীর সম্পর্ক ছিল, কিন্তু মাস দুয়েক আগে হঠাৎই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং এরপর ওদের দুজনকে একসঙ্গে আর দেখা যায়নি। ডাক্তারবাবু স্বয়ং অতি খোলামেলা মনের সরল মানুষ, কোনরকম সন্দেহ করার মত মানুষই তিনি নন। তিনি ময়না তদন্তের ফলাফলে একেবারে হতবাক হয়ে যান। ঘটনার দিন মাঝরাত্তিরে যখন তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন তিনি দেখতে পান তিনজনই অসুস্থ। মিসেস জোনসের অবস্থা যে খুবই খারাপ তা তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ একজনকে ডাক্তারখানায়

পাঠান কিছু আফিংয়ের বড়ি আনার জন্য। ওতে ব্যথার কিছুটা উপশম হবে। কিন্তু সবরকমের চেষ্টা সত্ত্বেও মিসেস জোনস মারা যান। কিন্তু ডাক্তারবাবু এক মুহূর্তের জন্যও খারাপ কোন সন্দেহ করেননি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন ওই টিনজাত চিংড়ি মাছের বিষক্রিয়াই মৃত্যুর কারন। সেদিন রাত্রের খাবারের মধ্যে ছিল টিনে ভর্ত্তি গলদা চিংড়ি, স্যালাড, রুটি, চিজ এবং প্রচুর পরিমানে দুধের সরে তৈরী ছোট ছোট মিষ্টি।

দুর্ভাগ্যবশত চিংড়ি মাছের এককণাও অবশিষ্ট ছিল না। সবটাই খাওয়া হয়েছিল, এমনকি টিনটাও ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ডাক্তারবাবু নিজে বাড়ীর রাঁধুনি গ্ল্যাডিস লিনচকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। গ্ল্যাডিস যুবতী মেয়ে। সে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল, সবসময় কাঁদছিল, আর বেশ একটু উত্তেজিতও ছিল। গ্ল্যাডিস-এর কাছ থেকে সঠিক তথ্য উনি বের করতে পারেননি। কিন্তু গ্ল্যাডিস বলেছিল চিংড়ি মাছে ও হাতই দেয়নি আর মাছটাও সম্পূর্ণ ভাল অবস্থাতেই ছিল।

এই হচ্ছে মোটামুটি সব তথ্য যার ওপর নির্ভর করে আমাদের এগোতে হয়েছিল। যদি ধরেও নিই জোনস তার স্ত্রীকে বিষপ্রয়োগ করেছিল, তবু এটা ঠিক যে রাত্রের খাবারের মধ্যে জোনস কোনো বিষ দেয়নি কারণ তিনজনেই ওই খাবারগুলি খেয়েছিল। এছাড়া আরও একটা সূত্র আছে। জোনস বারমিংহাম থেকে ফিরে সোজা খাবার টেবিলে আসে। সুতরাং খাবারের মধ্যে আগে ভাগে বিষ মেশানো জোনসের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না।'

জয়েস এই সময় বলে ওঠে,—'আচ্ছা, ওই সঙ্গিনী মহিলাটি? ওই হাসিমুখ ভদ্রমহিলাটির কী কোন ব্যাপার···

স্যার হেনরী সম্মতিসূচকভাবে মাথা নেড়ে বললেন,—'হ্যাঁ, আমরা মিস ক্লারককেও অবজ্ঞা করিনি। এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার। কিন্তু ওর এই ব্যাপারে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? মিসেস জোনস তাকে

কোন কিছুর উত্তরাধিকার দিয়ে যান নি। বরঞ্চ তার মনিবানীর মৃত্যুতে তাকে আবার একটা চাকরি খুঁজতে হয়েছিল।'

জয়েস বেশ চিন্তা করেই বলে,—'তাহলে তো তাকে বাদই দিতে হয়।'

স্যার হেনরী বলে চললেন,—'এর মধ্যে আমাদের এক ইনস্‌পেকটর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করে ফেলে। সেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর জোনস স্বয়ং রান্নাঘরে গিয়ে এক বাটি কর্ণ-ফ্লাওয়ার চেয়েছিল। তার স্ত্রী ঠিক ভাল বোধ করছেন না তাই ওই খাবার তার স্ত্রীকে দিতে চেয়েছিলেন। যতক্ষণ গ্ল্যাডিস কর্ণ-ফ্লাওয়ার বানাচ্ছিল ততক্ষণ জোনস রান্নাঘরেই ছিলেন। তারপর তিনি নিজেই ওই খাবার নিয়ে স্ত্রীর ঘরে যান। স্বীকার করতেই হবে, এই তথ্যটা কেসটাকে এক নতুন মোড় দিল।'

আইনজীবী মিঃ পেথেরিক মাথা নাড়লেন। তিনি আঙুলের কর গুনে গুনে বললেন,—'এক নম্বর উদ্দেশ্য, এবং দুই—সুযোগ। ওষুধ তৈরী সংস্থার কর্মী হিসাবে বিষ পাওয়াটা জোনসের পক্ষে খুবই সহজ ছিল।'

যাজক মহাশয় মিঃ পেনডার মন্তব্য করলেন,—'আর ভদ্রলোক যখন খুবই দুর্বল নীতি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন।'

রেমণ্ড ওয়েস্টের দৃষ্টি এতক্ষণ স্যার হেনরীর দিকে নিবদ্ধ ছিল। সে বলল,—'এইখানেই কোথাও জটটা আছে। আপনারা জোনসকে গ্রেফতার করলেন না কেন?'

স্যার হেনরী একটু হতাশভাবে হেসে বললেন,—'সবচেয়ে দুর্ভাগ্য-জনক ব্যাপারটা এইখানেই। এতক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু তরতর করেই এগোচ্ছিল, কিন্তু এখানে এসেই আমরা হোঁচট খেলাম। জোনসকে গ্রেফতার করা গেল না। কারণ মিস ক্লারককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল—বাটি ভর্তি পুরো কর্ণ-ফ্লাওয়ারটি মিস ক্লারক স্বয়ং খেয়েছিলেন, মিসেস জোনস নয়।

মিস ক্লারক যা বলেছিলেন তা হল, তিনি রোজকার মত মিসেস জোনসের ঘরে গেলেন। তাকে দেখে মিসেস জোনস বললেন,—'মিলি (মিস ক্লারকের ডাকনাম) আমি ঠিক ভাল বোধ করছি না। আমার উচিত সাজাই হয়েছে। ওই চিংড়ি মাছটা আমার ছোয়াই উচিত হয় নি। আমি অ্যালবার্টকে (মিঃ জোনসের ডাক নাম) এক বাটি কর্ণফ্লাওয়ার দিতে বলেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, ওটা আমার একদম খেতে ইচ্ছে করছে না।'

মিস ক্লারক এই সময় বলেন,—'হায়! এত সুন্দর করে কর্ণ ফ্লাওয়ারটা তৈরী করেছে। সত্যিই গ্ল্যাডিস একজন পাকা রাঁধুনি। আজকালকার মেয়েরা এত সুন্দরভাবে কর্ণ ফ্লাওয়ার বানাতেই পারবে না। আমার তো ওটা দেখেই খিদে পেয়ে যাচ্ছে। আপনি এটা আস্তে আস্তে খেয়ে নিন। আর আমার এটা খাওয়া উচিতও হবে না।'

স্যার হেনরী এই সময় বলে ওঠেন,—'আমি একটা কথা এর মধ্যে বলে রাখি। মিস ক্লারক তার ওজন কমানোর জন্য এই সময় নিয়ন্ত্রিত আহার করছিলেন। ওই ডায়েটিং আর কী!'

মিসেস জোনস মিস ক্লারককে বলেন,—'তোমার কিন্তু ওইসব ডায়েটিং ফায়েটিং করা উচিত নয়। ভগবান যদি তোমাকে মোটাসোটাই দেখতে চান, তবে তোমার তা হওয়াই উচিত। তুমি কর্ণফ্লাওয়ারটা খেয়েই নাও। এতে তোমার ভালই হবে।'

—'মিস ক্লারক উপায়ন্তর না দেখে সঙ্গে সঙ্গে এক চুমুকেই বাটি নিঃশেষ করে ফেলেন। তাহলেই দেখুন, জোনসের বিরুদ্ধে সব অভিযোগই এক কথায় নস্যাৎ হয়ে গেল। জোনসকে যখন হোটেলের সেই চিঠির কথা জিগ্যেস করা হল তখন সে সঙ্গে সঙ্গেই তার সদুত্তর দিল। জোনস বলল, অষ্ট্রেলিয়া থেকে তার এক ভাই অর্থ সাহায্যের জন্য তাকে লিখেছিল, তারই উত্তর ওই চিঠিটা। চিঠিতে জোনস

লিখেছিল, সে সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। তার স্ত্রী মারা গেলে সে কিছু অর্থের মালিক হবে। যদি সম্ভব হয় তখন কিছু সাহায্য করা যেতে পারে। জোনস আরও লিখেছিল—পৃথিবীতে শয়ে শয়ে হাজার হাজার লোক আছে যারা এই ধরনের দুর্ভাগ্যে পীড়িত।'

ডাঃ পেনডার বললেন,—'তাহলে কেসটা তো একেবারেই নস্যাৎ হয়ে গেল।'

স্যার হেনরী বলেন,—'হ্যাঁ, একেবারেই নস্যাৎ হয়ে গেল। সাক্ষ্য প্রমাণ যা পাওয়া গেছিল তার ওপর নির্ভর করে জোনসকে গ্রেফতারের ঝুঁকি নেওয়া গেল না।'

কিছুক্ষণের জন্য সব চুপচাপ হয়ে গেল। একটা নিথর নৈঃশব্দ। একটু পরেই জয়েস বলে উঠল,—'তাহলে এখানেই সব শেষ? না কি!'

স্যার হেনরী বললেন,—'গত বছর পর্য্যন্ত এর বেশী কিছু জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাতে এখন সমাধান পৌঁছে গেছে। খুব সম্ভবত দু-তিন দিনের মধ্যে আপনারা খবরের কাগজে সবটা পড়তে পারবেন।'

জয়েস বলে,—'আসল রহস্যটা কী? আচ্ছা, আমরা মিনিট পাঁচেক ভাবি, তারপর একেএকে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো বলব।'

রেমণ্ড মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, ঘাড়তে সময় দেখে নিল। পাঁচ মিনিট পার হতেই রেমণ্ড চোখ তুলে ডঃ পেনডারের দিকে তাকিয়ে বলল, —'আপনিই কী প্রথমে বলবেন?'

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হতাশভাবে মাথা নাড়লেন,—'আমি স্বীকার করছি সত্যিই আমি একদম বিভ্রান্ত। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে পতিপ্রবরটি কোন না কোন ভাবে দোষী। কিন্তু কী উপায়ে তিনি কার্যটি সমাধা করেছিলেন তা বলতে পারব না। হয়ত এমন একটি উপায়ে তিনি বিষপ্রয়োগ করেছিলেন যেটা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আবার এতদিন পরে কী করে রহস্যের সমাধান হল তাও

আমার বুদ্ধির অগোচরে।'

জয়েস ? এবার জয়েসের বলার পালা।

জয়েস একদম নিশ্চিতভাবেই বলল,—'ওই সঙ্গিনী ভদ্রমহিলাটি, মিস ক্লারক। সবসময় এরাই অপরাধী হয়ে যাকে। ওর কী উদ্দেশ্য ছিল কে বলতে পারে ? উনি বৃদ্ধা, মোটাসোটা, কুৎসিত ছিলেন বটে, তাহলেও জোনসের প্রেমে পড়তে তার বাধা কোথায় ? কোন না কোন কারণে তিনি হয়ত মিসেস জোনসকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। ওইরকম এক মহিলার কথা কল্পনা করুন তো ! সবসময় মুখে হাসিটি লেগে আছে, যা বলছেন তাতেই রাজী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনের ভাবটা কি কষ্টেই না চেপে রেখেছেন। একদিন আর পারলেন না, খুন করে ফেললেন। খুব সম্ভবত কর্ণ ক্লাওয়ারের বাটিতে উনিই আর্সেনিক মিশিয়েছিলেন এবং নিজে সেটা খেয়েছেন বলে মিথ্যে রটিয়েছেন।'

মিঃ পেথেরিক ?

যেন কোর্টে সওয়াল করছেন এমন ভঙ্গীতে তিনি হাতদুটি জড় করলেন, তারপর বললেন,—'আমি কিছু বলব না। যা তথ্য জেনেছি, তার উপর নির্ভর করে কিছুই বলা ঠিক নয়।'

জয়েস বলে উঠল,—'কিন্তু আপনাকে তো বলতেই হবে, মিঃ পেথেরিক। আপনি সবসময় আইন মেনে চলতে পারেন না। বা আপনার মতামত চেপে রাখতে পারেন না। এটা তো একটা খেলার মত। আপনাকে খেলতেই হবে।'

'বর্তমান তথ্যের উপর নির্ভর করে কিছুই বলার নেই।'—মিঃ পেথেরিক বললেন। 'তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, এই ধরনের অন্যান্য কেসে যেমন দেখেছি, স্বামীই প্রকৃত দোষী। তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে একটা ব্যাখ্যাই দেওয়া যেতে পারে,—তা হল মিস ক্লারক ভদ্রমহিলা কোন কারনে বা ইচ্ছাকৃতভাবে জোনসকে আড়াল করছেন। হয়ত বা তাদের মধ্যে গোপনে একটা আর্থিক চুক্তি হয়েছিল। জোনস

বুঝেছিল তাকে সন্দেহ করা হবেই, আর ভদ্রমহিলাও তার সামনে আবার কষ্টের জীবন আসছে দেখে—উভয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিছু টাকার বিনিময়ে কর্ণ ফ্লাওয়ার খাওয়ার ব্যাপারে নিজেকে জড়ায়। যদি এইই হয়, তবে বলতে হবে ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। সত্যিকারের গোলমেলে ব্যাপার।'

রেমণ্ড এই সময় বলে উঠল,—'আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে একমত নই। এই কেসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্যটাই আপনারা ভুলে গেছেন। ডাক্তারবাবুর সেই মেয়েটি। আমি আমার মতামতটা আপনাদের সামনে রাখছি। সেই টিনেভর্তি গলদা চিংড়ি সত্যিই খারাপ ছিল। ওটাই বিষক্রিয়ার কারণ। ডাক্তারকে ডাকা হল। ডাক্তারবাবু এসে দেখলেন, মিসেস জোনস ব্যথায় প্রচণ্ড কাতর। তৎক্ষণাৎ তিনি কিছু আফিমের বড়ি আনতে পাঠালেন। তিনি কিন্তু নিজে যাননি। কাউকে আনতে পাঠিয়েছিলেন। কে ওই আফিমের বড়িগুলি দিয়েছিল? নিশ্চয়ই ডাক্তারবাবুর সেই মেয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই ওষুধপত্তর ওই মেয়েই দিয়ে থাকে। মেয়েটি জোনসের প্রেমাসক্তা। এবং সেই মুহূর্তে তার আদিম প্রবৃত্তিটা জেগে ওঠে। মেয়েটি বুঝেছিল, এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। তার হাতেই তার ভবিষ্যৎ জীবনের চাবিকাঠি। যে বড়িগুলি সে পাঠিয়েছিল সেগুলি ছিল আর্সেনিকের বড়ি, আফিমের নয়। এটাই আমার সিদ্ধান্ত।'

জয়েস আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না। সে বলে উঠল,—'মিঃ হেনরী, আপনিই বলে দিন না!'

স্যার হেনরী বললেন,—'এক মিনিট, মিস মারপল কিন্তু একটা কথাও বলেন নি।'

মিস মারপল তখন হতাশভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছিলেন, তারপর স্যার হেনরীর কথায় চোখ তুলে বললেন,—'হায়! হায়! আমি আবার গোনায় ভুল করলাম। গল্পটায় এত মজে গিয়েছিলাম।

খুবই দুঃখজনক ঘটনা। খুবই দুঃখের। গল্পটা আমাকে মিঃ হারগ্রেভসের কথা মনে পড়িয়ে দিল। ওর স্ত্রীও বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেননি। হারগ্রেভস মারা গেলে তার সমস্ত টাকাটা পেল অন্য একটি মেয়েছেলে যার সঙ্গে হারগ্রেভস গোপনে থাকত এবং তাদের পাঁচটি সন্তানও ছিল। একসময় ওই মেয়েটি হারগ্রেভসদের পরিচারিকা ছিল। ভাবুন তো, বছরের পর বছর হারগ্রেভস গোপনে ওই মেয়েটির সঙ্গে নিষিদ্ধ জীবন যাপন করে গেছে। কেউ টের পায়নি।'

একটু অধৈর্য ভঙ্গীতেই রেমণ্ড বলে উঠল,—'কিন্তু জেন পিসী, মৃত হারগ্রেভসের সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক কোথায়?'

মিস মারপল বললেন—'স্যার হেনরীর গল্পটা শুনে ওর কথাই আমার মনে পড়ে গেল। ঘটনার মিলগুলি খুব আশ্চর্য, তাই না! আমার তো মনে হয়, বেচারা মেয়েটি সব স্বীকার করেছে, তাই আপনারা সব জানতে পেরেছেন। তাই না মিঃ হেনরী!"

'কোন্ মেয়েটি?'—রেমণ্ড বলল। 'পিসী, তুমি কার কথা বলছ?'

'হায়! সেই বেচারা গ্ল্যাডিস লিনচ, আবার কে? সেই মেয়েটি, যাকে ডাক্তারবাবু যখন জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তখন খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, বার বার কেঁদে ফেলছিল। খুবই স্বাভাবিক। বেচারা! আমার তো মনে হয় জোনসের ফাঁসি হবে। অসহায় মেয়েটিকে দিয়ে ওই তো খুনটা করাল। আমার তো ধারণা, মেয়েটিকেও ওরা ফাঁসি দেবে।'

মিঃ পেথেরিক হতাশভাবে বলে উঠলেন,—'আপনি বোধ হয় একটু ভুল বুঝেছেন, মিস মারপল।'

কিন্তু মিস মারপল জোরের সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগলেন, এবং আশান্বিত চোখে স্যার হেনরীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—'আমিই ঠিক, তাই না? হাজার হাজার···মিষ্টি খাবার···,আমি বলতে চাইছি ঐগুলো তো চোখ এড়ানোর কথা নয়।'

রেমণ্ড প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—'হাজার হাজার···মিষ্টি খাবার···কী বলছ তুমি ?'

মিস মারপল রেমণ্ডের দিকে ঘুরে বললেন,—'রাঁধুনিরা স্বাভাবিক ভাবেই প্রচুর পরিমাণে ওই মিষ্টি খাবার তৈরী করে। ওই ছোট ছোট লালচে-সাদা পিঠের মত মিষ্টি। আমি তখনই বুঝেছিলাম, যখন শুনলাম চিঠিতে ছিল শয়ে শয়ে হাজার হাজার···কথাটি, আর ওদের খাদ্য তালিকায় ছিল ওই মিষ্টান্নটি। কারণ ঐ ছোট ছোট মিষ্টিগুলোর নামই তো "শয়ে শয়ে···হাজার হাজার"। স্বাভাবিকভাবেই দুটো জিনিসকে একসঙ্গে করতেই বোঝা গেল আর্সেনিকের প্রয়োগটা কীভাবে হয়েছিল। ওই রাঁধুনিটার ওপর ভার ছিল আর্সেনিক মেশানোর।'

জয়েস তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—'কিন্তু এটা কী করে সম্ভব, ওই মিষ্টি তো তিনজনেই খেয়েছিল।'

'না! না! মিস মারপল বললেন,—'মিস ক্লারক নিয়ন্ত্রিত আহার করছিলেন। তুমি যখন মেদ কমাতে চাইবে তখন কিছুতেই মিষ্টি ছোঁবে না, ছোঁবে কি ? আর আমার ধারণা, জোনস তার ভাগের মিষ্টিটা প্লেটের একদিকে সরিয়ে রেখেছিল। খুবই চতুর মস্তিষ্কের কাজ। কিন্তু খুবই খারাপ, নিকৃষ্টতম অপরাধ।'

ঘরের প্রত্যেকটি মানুষের দৃষ্টি তখন স্যার হেনরীর দিকে নিবদ্ধ।

স্যার হেনরী ধীরে ধীরে বলে উঠলেন,—'খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মিস মারপল প্রকৃত সত্যটা বের করে ফেলেছেন, জোনস গ্ল্যাডিসকে খুব লজ্জাকর পরিস্থিতিতে ফেলেছিল। সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ায় মেয়েটি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। জোনস গ্ল্যাডিসকে বলেছিল স্ত্রীকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়ে নিই, তারপর তোমাকে বিয়ে করবো। সে নিজেই আর্সেনিকের বড়ি তৈরী করে গ্ল্যাডিসকে শিখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে ওগুলি মিষ্টির সঙ্গে মেশাবে। গ্ল্যাডিস সপ্তাহ খানেক আগে মারা গেছে। তার বাচ্চাটিও জন্মেই মারা যায়। ইতিমধ্যে জোনসও

ওকে ছেড়ে অন্য একটা মেয়ে জুটিয়ে নিয়েছিল। মৃত্যুশয্যায় গ্ল্যাডিস সবকিছু স্বীকার করে। সত্যি বেচারা মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়।'

স্যার হেনরী থামলেন। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির এই ভয়াবহ প্রকাশে উপস্থিত সকলেরই যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। কিছু পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রেমণ্ড বলে ওঠে,—'সাবাস জেন পিসী! তুমি এক পয়েন্টে এগিয়ে রইলে। আমি কিন্তু ভাবতেই পারছি না, কী করে তুমি আসল রহস্যটা ধরলে! আমি তো রান্নাঘরের ভিতর ওই ছোট্ট রাঁধুনিটার সঙ্গে এই ঘটনার মিলটা ধরতেই পারছিলাম না।'

মিস মারপল বললেন,—'তুমি পারোনি, কারণ আমি মানুষ সম্পর্কে যতটা জানি, তুমি তা জান না সোনা। জোনসের মত একজন আলগা প্রকৃতির মানুষ, যখনই আমি শুনলাম ওর বাড়ীতে গ্ল্যাডিসের মত একজন সুন্দরী যুবতী মেয়ে আছে,—তখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম জোনস গ্ল্যাডিসকে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। জোনসের মতো একটা শয়তান লোকের প্রলোভনে পড়ে একটি অপরিণত সংসার অনভিজ্ঞ মেয়েকে মৃত্যুবরণ করতে হল। খুবই বেদনাদায়ক এবং সত্যিকারের দুঃখজনক ঘটনা। এসব আলোচনা করতে সত্যি কষ্ট হয় আর রুচিতেও বাধে। তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না মিসেস হারগ্রেভস কীরকম দুঃখ পেয়েছিলেন, আর গ্রামের লোকেদের কদিন তো একেবারে কথা বন্ধ হয়ে গেছিল।'

সবাই চুপচাপ বসে, রেমণ্ড উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—'আজকের মতো আমাদের বৈঠক ভঙ্গ, রাতও অনেক হয়ে গেছে। পরের মঙ্গলবার আবার আমরা বৈঠকে বসবো। সেদিন কে বলবেন? সবার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে রেমণ্ড বলল,—'ডক্টর পেনডার'। জয়েসও তাকে সমর্থন জানাল। ডক্টর পেনডার বললেন,—'আমার জীবনে যদিও রহস্যময় ঘটনা নেই, তবুও আপনারা যখন বলছেন তখন তো কিছু শোনাতেই হবে, আচ্ছা না হয় বলব।'

অ্যাসটার্টের অভিশাপ

দ্বিতীয় মঙ্গলবার। শীতের কুয়াশাঘেরা সন্ধ্যা। সবাই একে একে এসে আসন গ্রহণ করছেন। ডঃ পেনডার এলেন সবার শেষে। সবাই এসেছেন কিনা দেখে নিয়ে স্যার হেনরী কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন,—'ডাঃ পেনডার, আজ তো আপনার বলার পালা। বলুন, আমাদের আজ কী শোনাবেন?'

বৃদ্ধ যাজকমহাশয় মৃদু হেসে বললেন,—আমি আপনাদের রহস্যময় ঘটনার কথা কিইবা শোনাব। সত্যি কথা বলতে কি, ঈশ্বরের অপার করুণায় আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে বড় শান্ত সব জায়গায়। উল্লেখযোগ্য উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা খুব কমই ঘটেছে আমার জীবনে। তবে বহু বছর আগে যখন আমি তরুণ ছিলাম,—একবার আমার খুব আশ্চর্য একটা বিষাদময় অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

ডাঃ পেনডার বলে চললেন,—আমি ওই ঘটনার কথা এখনও ভুলতে পারিনি। সেই সময় ওই ঘটনাটা আমার জীবনের ওপর একটা গভীর দাগ কেটেছিল যা আজও মুছে যায় নি। স্মৃতির গহনে ডুব দিলেই আমি ওই ভয়ংকর সময়ের ভীতি ও বিভীষিকা এখনও স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। আমি জানিনা আপনারা সেই ঘটনাকে অনুদ্ঘাটিত রহস্য বলবেন কিনা। বাহ্যিক কোন অস্ত্রাঘাত ছাড়াই আমি একজন মানুষকে চোখের সামনে খুন হতে দেখেছিলাম। তখন বহু চিন্তা-ভাবনা করেও আমরা যারা ঐ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম, এর কোনো যুক্তিপূর্ণ কার্যকারণ খুঁজে পাইনি। অনেকে অবিশ্বাস করলেও এখনও এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে—বুদ্ধি দিয়ে যার কোনো ব্যাখ্যাকরা যায় না।

স্যার হেনরী যেন একটু অভিযোগের সুরেই বলে উঠলেন,—'আপনি তো দেখছি মশাই বেশ ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।'

ডাঃ পেনডার বললেন,—হ্যাঁ, আমারও তাই হয়েছিল। ওই ঘটনার পর থেকে কেউ 'পরিবেশ' কথাটা উল্লেখ করলে আমি হেসে আর উড়িয়ে দিতে পারি না। ওই ব্যাপারটার একটা আশ্চর্যজনক প্রভাব আমার জীবনে পড়েছে। সত্যিই এমন কিছু কিছু জায়গা আছে, যেখানে ভাল ও মন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, একটা অশরীরি দৈবী শক্তির বিস্ময়কর ক্ষমতা অনুভূত হয়।

'হ্যাঁ, এরকম কিছু কিছু বাড়ী বা জায়গা থাকে বটে। আমাদের এই গ্রামে লারচেসদের বাড়ীটাও খুব খারাপ ধরনের।'—মিস মারপল মন্তব্য করলেন। 'মিঃ স্মিদারস ওই বাড়ীতেই সর্বস্বান্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ী ছেড়ে চলে যান। তারপর ওখানে এলেন কারস্লেকরা। জনি কারস্লেক সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা ভাঙলেন, তারপর মিসেস কারস্লেককে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে স্বাস্থ্যোদ্ধারে চলে গেলেন। আর এখন বারডেনরা ওই বাড়ীর মালিক। আমি শুনেছি, ওখানে আসার পরই বেচারা বারডেনের একটা শক্ত অপারেশন করাতে হয়েছে।'

'আমার মনে হয় এইসব ঘটনার সঙ্গে বেশ কিছু কুসংস্কার জড়িয়ে থাকে।'—বললেন মিঃ পেথেরিক। 'ভিত্তিহীন কিছু গুজব অযথা ছড়ানোর ফলে অনেক সময় বড় বড় ক্ষতি হয়ে যায়।'

স্যার হেনরী হেসে উঠে বললেন,—'দু-একটি বেশ কড়া ধাঁচের ভূতের বা ভূতুরে বাড়ীর গল্পকথা কিন্তু আমারও জানা আছে।'

'আমার মনে হয়, ডঃ পেনডারকে গল্পটা বলতে দিলেই ভাল হয়'—রেমণ্ড অধৈর্য হয়ে মন্তব্য করল।

এই সময় জয়েস হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, তারপর সুইচ টিপে ঘরের আলো দুটি নিভিয়ে দিল। প্রায়ান্ধকার সেই ঘরে তখন শুধু ধিকিধিকি চুল্লীর আগুনের আভা। আধো-আলো অন্ধকারে ঘরটা তখন বেশ একটা মায়াময় রূপ নিল। চুল্লীর আগুনের কাঁপা কাঁপা শিখায়

দেয়ালে পড়ছিল কিম্ভূত সব ছায়া। জয়েস বলল,—'পরিবেশ' এখন আমরা এই গল্প শোনার উপযুক্ত পরিবেশ পেলাম।'

ডঃ পেনডার জয়েসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চশমাটা খুললেন ; তারপর প্রায় আত্মগত ভাবেই বলে চললেন তার কাহিনী—আপনারা কেউ ডার্টমুর জায়গাটার নাম শুনেছেন কি ? আমি যে অঞ্চলের কথা বলছি সেটা প্রায় ডার্টমুরের সীমান্তেই অবস্থিত। ঘটনাস্থল জমিদারিটা খুবই মনোমুগ্ধকর। যদিও বহুবছর ধরে সম্পত্তিটা অজ্ঞাত কারণে অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে ছিল। শীতকালে ঠাণ্ডাটা একটু বেশী রকমের পড়লেও কিন্তু ওখানকার নিসর্গ দৃশ্য সত্যিই চমৎকার। আর কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও ওই অঞ্চলের ছিল। সম্প্রতি জমিদারিটা কিনেছিলেন আমার বন্ধু হেডন। স্যার রিচার্ড হেডন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ না থাকলেও আমাদের বন্ধুত্ব কিন্তু অটুট ছিল। তাই 'সাইলেনট গ্রোভ-'এ (ওই জমিদারির নাম) যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে যখন রিচার্ড চিঠি পাঠাল তখন আমি সেটা সাগ্রহে গ্রহণ করলাম।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি খুব বেশী ছিলেন না। এসেছিলেন রিচার্ড হেডনের খুড়তুতো ভাই এলিয়ট হেডন, পেশায় ব্যবহারজীবি। আর্ল অফ প্যাড়িংটনের স্ত্রী লেডি ম্যানারিং এবং তার কন্যা ভায়োলেট। মেয়েটি দেখতে বেশ সুশ্রী, কিন্তু কেমন যেন একটু ফ্যাকাসে আর খুবই সাধারণ ব্যক্তিত্বের। আর উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক ক্যাপটেন রজার্স। রজার্স জীবনযুদ্ধে পোড় খাওয়া মানুষ। বয়েস হয়ে গেলেও অশ্বারোহণ ও শিকার এখনও তাঁর জীবনের বড় ব্যসন। এসেছিলেন ডক্টর সাইমণ্ডস্, বয়সে তরুণ হলেও এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করেছেন। আরও একজন নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, মিস ডায়ানা অ্যাশলে। এই মহিলার কথা আগেই আমি শুনেছিলাম। তিনি

ছিলেন যাকে বলে ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দরী, নানা ফ্যাশন পত্রিকায় ওর ছবি দেখা যেত। ওর চেহারা সত্যিই খুঁব আকর্ষণীয় ছিল। দীর্ঘাঙ্গী ওই মেয়েটির গাত্রবর্ণ একটু তামাটে, ত্বক মসৃণ কোমল। আর দীর্ঘ আঁখিপল্লবের জন্য তাকে দেখে মনে হত তিনি যেন কোন প্রাচ্যদেশীয় রমণী, এমনই দীঘল কালো, টানা, আধবোজা চোখ ছিল তার। কণ্ঠস্বরটিও ছিল মধুর, ভরাট, দূরাগত মৃদু কোন ঘণ্টাধ্বনির মত।

ওখানে গিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার বন্ধু রিচার্ড ডায়ানার প্রতি একটু বেশী রকমের আসক্ত। আমার এমনও মনে হয়েছিল, যেন ওর জন্যই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রিচার্ড। ডায়ানার মনোভাব সম্পর্কে আমি অবশ্য অতটা নিশ্চিত ছিলাম না।

ডায়ানা নিজের সম্বন্ধে বেশ সচেতন, কিন্তু একটু খেয়ালী ধরনের মেয়ে ছিলো। একদিন হয়ত সারাক্ষণ রিচার্ডের সঙ্গেই কথা বলে কাটিয়ে দিল, অন্যরা যে উপস্থিত আছে সে সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই যেন নেই তার! আবার অন্য একদিন হয়ত রিচার্ডের খুড়তুতো ভাই এলিয়টের সঙ্গে সঙ্গে রইল, রিচার্ড বলে যে একজন আছে সেদিকে কোনো লক্ষ্যই নেই তার। পরেরদিন হয়ত আবার দেখা গেল তার ভুবনজয়ী হাসির লক্ষ্য তরুণ ডাক্তার সাইমণ্ডস।

আমাদের যাওয়ার পরদিন সকালে রিচার্ড আমাদের পুরো বাড়ীটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। বাড়ীটা সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর। কঠিন গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরী প্রাসাদোপম সেই বাড়ী বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা, উত্থান-পতনের সাক্ষী। বাইরে থেকে দেখতে খুব মনোহারী না হলেও বাড়ীর ভেতরটা কিন্তু অপূর্ব। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে দেওয়াল গুলো ফ্রেসকোয় অলঙ্কৃত। বড়ো বড়ো আয়না, দেয়ালগিরি, পুরোনো আমলের অস্ত্রশস্ত্র, পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী ও নানা জীবজন্তুর মাথা আর ঝাড়লণ্ঠন দিয়ে অলিন্দগুলো সজ্জিত। দরজা-জানালাগুলোতে কাজ

করা গাঢ় রঙের ভারী ভারী পর্দা। আর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরগুলো সূক্ষ্ম কারুকার্য করা আসবাবপত্র দিয়ে রুচিসম্মতভাবে সাজানো, উষ্ণ ও আরামদায়ক। বাড়ীর জানালা দিয়ে দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, ঢেউখেলানো পাহাড়ের সারি। যেখানে মেষপালকেরা মেষ চরাচ্ছে, রৌদ্রোজ্জ্বল সুনির্মল আকাশে ঈগল ও চিলের আনাগোনা, দূরে নিবিড় বনানী—সব মিলিয়ে একটা ছবির মতো। এতদিন পরেও চোখ বন্ধ করলেই যেন পুরো দৃশ্যপটটা চোখের উপর ভেসে ওঠে।

রিচার্ড বলেছিল, বিশেষ করে এই অঞ্চলটা অতীত দিনের অনেক নিদর্শনে ভরপুর। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে পাহাড়গুলোর ঢালুতে আদিম প্রস্তরযুগের মানুষের ব্যবহৃত কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল। একটি পাহাড়ের খাদে সদ্য খননের ফলে ব্রোঞ্জের কিছু সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল। হেডন এইসব নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিল। অতীত দিনের এইসব স্মারক বহুমূল্যে সংগ্রহ করে সে বাড়ীতে নিপুণভাবে সাজিয়ে রাখত এবং খুব আগ্রহের সঙ্গে সে আমাদের এসম্পর্কে সবকিছু বুঝিয়ে দিল। নিওলিথিক আমলের মানুষদের বসবাসের কিছু চিহ্ন, এমনকি পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে তাদের আঁকা কিছু ছবি পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে। তারপর ফিনিশীয়দের এখানে বসবাসের প্রথম দিককার কিছু কিছু নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

এই বাড়ীটির নাম কেন 'সাইলেন্ট গ্রোভস' বা 'নিস্তব্ধ অরণ্য' রাখা হয়েছে তাও বুঝিয়ে বলল সে। অঞ্চলের বেশীর ভাগ অংশই প্রস্তরাকীর্ণ—অনুর্বর প্রান্তর হলেও, এই বাড়ী থেকে কয়েক শ' গজ দূরে এই জমিদারির সীমানাতেই একটি নিবিড় অরণ্য আছে। এই অরণ্যটি ফিনিশীয় আমল থেকে একই রকম রয়ে গেছে বলে শোনা যায়। বছরের পর বছর ধরে সেখানে গাছপালা জন্মেছে, মরেছে

আবার জন্মেছে। কিন্তু মোটামুটিভাবে প্রাচীন সেই অরণ্যের আকার এখনও একই রকম আছে। বাড়ী থেকে জানালা দিয়ে মনে হয় আমি ওই অরণ্যই দেখেছিলাম। বিরাট অঞ্চল নিয়ে অরণ্যটা থাকলেও, জায়গাটা কিন্তু অজানা কারণে বিস্ময়করভাবে শব্দবিহীন। এই জন্যই পুরো জমিদারিটার নাম হয়েছে 'নিস্তব্ধ অরণ্য'।

কয়েকদিন বেশ চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে, পাহাড়ের গুহা দেখে গল্প করে কাটানোর পর ওই অরণ্যে বেড়াতে যাবার কথা হল। আমরা সবাই একদিন রিচার্ডের সঙ্গে ওই অরণ্যে বেড়াতে গেলাম। জমিদারি কেনার পর রিচার্ডও এই প্রথম এখানে এল। ওখানে পা দিতেই একটা অদ্ভুত অপার্থিব অনুভূতিতে শরীরটা কেমন যেন শিউরে উঠল। চারিদিকে থমথমে নিস্তব্ধতা। এত গভীর বন কিন্তু একটা পাখীর ডাকও শোনা যাচ্ছিল না। নির্জনতা ও আতংক মেশানো একটা ছমছমে পরিবেশ। পায়ের নীচে বহুকালের জমা পাতা থাকার জন্য স্পঞ্জের মতো লাগছিল, পায়ের পাতা অনেকটা করে ডুবে যাচ্ছিল। গাছের ডালপালা সরিয়ে পথ করে করে আমরা এগোচ্ছিলাম।

হঠাৎ রিচার্ড আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—'জায়গাটা কী একটা বিশেষ ধরনের অনুভূতি জাগাচ্ছে না?'

হ্যাঁ, কিরকম যেন অস্বস্তিকর? আমি শান্তভাবে জবাব দিলাম,—আমার ঠিক ভাল লাগছে না।

—'তুমি ঠিকই বলেছ। আমারও যেন কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে এখানে বিচরণ করতে কেউ যেন আমাদের নিষেধ করছে। আমার মনে হচ্ছে, এটাই সেই বহুশ্রুত দেবী আসটার্টের অরণ্য।'

—'দেবী অ্যাসটার্ট? কে তিনি?'—ডাক্তার সাইমণ্ডস্ জিজ্ঞাসা করলেন।

—'অ্যাসটার্ট, ইস্থার বা অ্যাসটোরেথ—যে কোন নামেই তাঁকে

ডাকতে পার, আমি অবশ্য ফিনিশীয় নাম অ্যাসটার্টই পছন্দ করি। অ্যাসটার্ট হলেন ফিনিশীয়দের দেবী। বহুকাল আগে ফিনিশীয়রা এখানে এসে যখন উপনিবেশ স্থাপন করেছিল—সে অবশ্য অনেক শতাব্দী আগেকার কথা ; তখন তারা এখানে তাদের অনেক দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। আমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটা পুরাতত্ত্বের বইতে পড়েছি, অন্যান্য মন্দিরগুলি কালের প্রভাবে নষ্ট হলেও এক নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে দেবী অ্যাসটার্টের একটা মন্দির এখনও অক্ষত আছে বলে তাদের ধারণা। যদিও সঠিক সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে পারব না, তবু কেন জানি আমার বিশ্বাস জন্মেছে এই অরণ্যটি সেই দেবী অ্যাসটার্টেরই। হয়ত এখানে এই ঘন বৃক্ষরাজির মধ্যেই অনুষ্ঠিত হত সেইসব আদিম পবিত্র ধর্মীয় লোকাচার, পূজা অর্চ্চনা।'

'পবিত্র লোকাচার! ধর্মীয় পূজার্চ্চনা। বিড়বিড় করে শব্দগুলি উচ্চারণ করল ডায়ানা অ্যাশলে। তার স্বপ্নালু চোখের দৃষ্টি অনেক দূরে কোথাও যেন নিবদ্ধ। 'ওইসব লোকাচারের নিয়মগুলি কী?'—অস্ফুটস্বরে বলে ডায়ানা।

ক্যাপটেন রজার্স এই সময় হো হো করে হেসে উঠে বললেন,—'একটু উগ্র ধরনের আর কি—হয়ত বা নরবলিও হতো!'

রিচার্ড কিন্তু রজার্সের ঠাট্টাকে একরকম অবজ্ঞা করেই আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে,—'এই অরণ্যের ঠিক মাঝখানে সেই দেবীমন্দির থাকার কথা বইটাতে পড়েছিলাম। যদিও মন্দির-টন্দির বা মূর্তি নিয়ে খুব মাথাব্যথা ব্যক্তিগতভাবে আমার নেই, তবুও একটা দেবীমন্দির যে এখানে আছে এটা কল্পনা করতেই বা দোষ কী!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমরা ঘন জঙ্গল ছাড়িয়ে একটা খোলামেলা জায়গায় গিয়ে পড়লাম। আর তার ঠিক মাঝখানে দেখতে পেলাম সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরেরএকটা কারুকার্য্য করা খিলান ও সুউচ্চ চূড়াযুক্ত মন্দির। স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। আমরা সবাই অবাক

বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। ডায়ানা রিচার্ডের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল।

রিচার্ড যেন প্রশ্নটা বুঝতে পেরেই বলে উঠল,—'হ্যাঁ, এটাই মনে হচ্ছে সেই মন্দির। দেবী অ্যাসটার্টের নিবাস।'

রিচার্ড আমাদের নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ওই মন্দিরের দিকে। মন্দিরের ভিতরে মেহগিনি কাঠের এবড়ো খেবড়ো একটা থামের ওপর বসানো ব্রোঞ্জের উপর খোদাই করা অদ্ভুত ধরনের এক মূর্তি চোখে পড়ল। সিংহের উপর উপবিষ্টা, অর্ধচন্দ্রাকৃতি ধরনের শৃঙ্গবিশিষ্টা একটা অদ্ভুত ছোট্ট দেবীমুর্তি, অপূর্ব কারুকার্য করা নিখুঁত।

রিচার্ড বলল,—'হ্যাঁ। ঠিক এই মূর্তির ছবিই আমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বইএর পাতায় দেখেছিলাম, এইটিই সেই ফিনিশীয়দের দেবী অ্যাসটার্টের মূর্তি। ইনি হলেন ফিনিশীয়দের চাঁদের দেবী।'

'চাঁদের দেবী?'—প্রায় চেঁচিয়েই উঠল ডায়ানা। তারপর তন্ময়ভাবে বলতে লাগল—'আচ্ছা! আজ রাত্রে আমরা সবাই পুরোনো আমলে ফিরে যেয়ে, সেকালের মতো একটা ধর্মীয় উৎসব যদি পালন করি তাহলে কেমন হয়? যার যেমন খুশী পুরোনো দিনের পোষাকে সাজবো। চাঁদ উঠলে আমরা সবাই এখানে আসব। তারপর আমরাও সেই বহু শতাব্দী আগে ফিনিশীয়রা দেবীর সামনে যা যা করত, সেই সব ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করব।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার শরীরটা কেন যেন একবার কেঁপে উঠেছিল। এলিয়ট, রিচার্ডের খুড়তুতো ভাই, আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—'আপনার বোধ হয় এসব ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, তাই না?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম,—'না, আমার এসব একদম পছন্দ নয়। পুরোনো ধর্মীয় আচার নিয়ে এরকম করা ঠিক নয়।'

এলিয়ট কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে দেখল। তারপর বলল,—'কিন্তু এগুলো তো সবই মনগড়া ব্যাপার। এটা যে সত্যিই সেই প্রাচীন দেবীর পবিত্র অরণ্য তা কি কেউ সঠিক জানে? এটা রিচার্ডের একটা কল্পনা বৈ তো আর কিছু নয়, ও বরাবরই একটু কল্পনাবিলাসী।'

—'ধরুন, যদি তাই-ই হয়—সত্যিই যদি তাই-ই হয়?'

আমার প্রশ্নে এলিয়ট অস্বস্তিকরভাবে হাসল, তারপর বলল,—'অবশ্যই আপনি এসব জিনিস বিশ্বাস করেন না,—করতেই পারেন না।'

—'একজন যুক্তিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে এগুলো বিশ্বাস করা উচিত কিনা এবিষয়ে আমি অবশ্য নিশ্চিত নই।'

—'কিন্তু ওইসব প্রাচীন ধর্মীয় প্রথাটথা কবেই তো শেষ হয়ে গেছে, মুছেই গেছে বলা যায়।'

একটু চিন্তা করে আমি বললাম,—'এবিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত নই। পরিবেশগত কোন প্রভাবে অভিভূত হওয়ার মত মানুষ বলে আমি নিজেকে মনে করি না। কিন্তু এই জঙ্গলে ঢোকার পর থেকে একটা অপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব আমি অনুভব করতে পারছি। মনে হচ্ছে আমাদের চারদিকে যেন একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের ছায়া ঘনিয়ে উঠছে।'

চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে এলিয়ট একটু অস্বস্তিকরভাবে বলল,—'হ্যাঁ, সত্যিই! এটা একটু—অদ্ভুত ধরনের পরিবেশই বটে। আপনি কী বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি। তবে আমার মনে হয় অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতাই এইরকম একটা অনুভূতির জন্য দায়ী। তুমি কী বল,—সাইমণ্ডস?'

তরুণ ডাক্তারটি মিনিট দুয়েক চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল,—'আমারও কেমন যেন ভাল লাগছে না। কারণটা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে যে কোন কারণেই হোক পরিবেশটা আমার খুবই অস্বস্তিকর লাগছে।'

ঠিক সেই সময়ই ভায়োলেট আমার দিকে এগিয়ে এল। ওর চোখেমুখে আতংকের ছায়া—ফ্যাকাসে মুখ যেন আরও সাদা হয়ে গেছে। প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠল সে,—'বিষম যাচ্ছেতাই জায়গা। চলুন আমরা এখান থেকে চলে যাই। আমার যেন কেমন দমবন্ধ হয়ে আসছে। আমার একদম ভাল লাগছে না।'

এরপর আমরা আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। সকলেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলো। কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে দেখি ডায়ানা তখনও স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে খুব নিবিষ্টমনে মন্দিরের ওই মূর্তির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অবশ্য একটু পরেই সে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। আর আনমনে চুপচাপ হেঁটে বাড়ী ফিরল।

বাড়ীতে ফিরে আসার পথে সবাই মন্দির, দেবী, ঐ বিশাল নিবিড় অরণ্য ও বিশ্রী অনুভূতি নিয়ে কথা বলতে লাগল। বাড়ী ফিরে আসবার পরে অবশ্য সবার মন থেকেই আস্তে আস্তে ঐ অনুভূতির কথা মুছে গেল। দিনটা অস্বাভাবিক গরম ছিল। পুরোনো দিনের মজার মজার পোষাক পরা ও চাঁদ উঠলে ঐ মন্দিরের সামনে যাওয়ার যে প্রস্তাব ডায়ানা করেছিল, সকলেই আগ্রহের সঙ্গে তাতে রাজী হয়ে গেল। তারপর সারাদিন ধরে চলল কে কী পোষাক পরবে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, ফিসফিসানি, আড়িপাতা, হাসাহাসি, শেষে সবাই যখন নানা সাজে সজ্জিত হয়ে রাত্রের খাবার ঘরে এল তখন চারদিকে বিস্ময়মাখা আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গেল। ক্যাপটেন রজার্স ও তার স্ত্রী পরেছেন নিওলিথিক যুগের গুহামানবদের পোষাক। রিচার্ড হেডেন সেজেছে ফিনিশীয় নাবিকের পোষাকে, আর তার ভাই এলিয়ট সেজেছে দস্যুদলের সর্দার। সাইমণ্ড হয়েছে পাচক, লেডি ম্যানারিঙ নার্স আর তার কন্যা ভায়োলেট সেজেছে মূর ক্রীতদাসীর বেশে। আমি

নিজে ক্রীশ্চান সাধুর পোষাক পরেছিলাম। একদম শেষে এল ডায়ানা। মুখ ঢাকা একটা কালো আলখাল্লা তার সর্বাঙ্গে জড়ানো।

'অপরিচিতা'! একটু চপলভঙ্গীতে ডায়ানা বলে ওঠে,—'হ্যাঁ, আমি একজন অপরিচিতা। এখন চলুন, খেতে বসা যাক।'

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা বেড়াতে বেরোলাম। খুবই সুন্দর রাত। সারাদিন গুমোট গরমের পর ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ ধীরে ধীরে নির্মেঘ আকাশের বুকে উঠে আসছে। পরম রমণীয় পরিবেশ। আমরা এলোমেলোভাবে ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের মধ্যে গল্পসল্প করছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টার মত সময় কখন যেন পেরিয়ে গেল। হঠাৎই আমরা লক্ষ্য করলাম ডায়ানা আমাদের মধ্যে নেই।

'ও নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরে শুতে চলে যায়নি'—রিচার্ড বলল।

ভায়োলেট মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল,—'না, না, আমি মিনিট পনেরো আগেও ওকে ওইদিকে যেতে দেখেছি।'

এই কথা বলে হাত তুলে সে ওই জঙ্গলের দিকে দেখাল। চাঁদের আবছা আলোয় ঘন সন্নিবিষ্ট অরণ্যটি তখন ছায়া ছায়া কালো একটা জমাট অন্ধকারের রূপ নিয়েছে।

'ওইদিকে ও কী করতে গেল?' রিচার্ড বলল,—'নিশ্চয়ই কোন দুষ্টুবুদ্ধি আছে ওর, চলুন তো তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখা যাক।'

আমরা সকলেই একসঙ্গে এগিয়ে গেলাম। সকলের মনে একই ভাবনা—কী উদ্দেশ্যে ডায়ানা জঙ্গলের দিকে গেছে! আমার কেন জানি ওই জমাট অন্ধকারে ঘেরা জঙ্গলে ঢুকতে বেশ একটু অনিচ্ছাই হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আমার থেকেও শক্তিশালী কেউ যেন আমাকে টেনে রাখছে, এগোতে বাধা দিচ্ছে। একটা অমঙ্গলের ভাবনা আগের থেকেও বেশী করে আমার মনের ওপর চেপে বসল। আমার বিশ্বাস, অন্য সকলেরও এই রকম একটা অনুভূতি হয়েছিল কিন্তু স্বীকার করতে সবাই নিশ্চয়ই লজ্জা পাচ্ছিলেন। বিরাট বিরাট

সব মহীরুহ এমন ঘনভাবে তাদের ডালপালাসহ দাঁড়িয়েছিল যে চাঁদের উজ্জ্বল আলোও তা ভেদ করে ঢুকতে পারছিল না। চারদিকে খুব মৃদু সব আওয়াজ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ফিসফিস করে কেউ যেন কথা বলছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ভীতিজনক এক পরিবেশ আমাদের ঘিরে ধরেছিল যেন, আমরা সবাই নিজেদের খুব কাছাকাছি হয়ে পথ চলছিলাম।

তারপর হঠাৎই আমরা সেই খোলা জায়গাটায় এসে পড়লাম। আর চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে বিস্ময়ে আমাদের গতিরুদ্ধ হয়ে গেল। সেই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় অপূর্ব সুন্দর এক নারী মূর্তি, যার সর্বাঙ্গে জড়ানো রয়েছে স্বচ্ছ এক আবরণ। অতি স্বচ্ছ সেই পোষাকের অভ্যন্তরে প্রকাশ পাচ্ছে এক সুগঠিত নারীদেহের আভাস। তার কালো একরাশ চুল ভেদ করে দেখা যাচ্ছে দুটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শৃঙ্গ। সুন্দরের সাথে ভয়ঙ্করের এরকম মিশ্রণ আগে আমি কখনো দেখিনি।

'হা ভগবান! এ কে?'—রিচার্ডের গলা শোনা গেল। তার কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ভায়োলেট কিন্তু বুঝতে পেরেছিল। সে চেঁচিয়ে উঠল,—'আরে, এতো ডায়ানা! নিজেকে ও কীরকম সাজিয়েছে! ওকে ভীষণ অন্যরকম দেখাচ্ছে!'

আমরা তার দিকে এগিয়ে যেতেই মন্দির প্রাঙ্গণের সেই মূর্ত্তি তার হাত দুটি ওপরে তুলল, এগিয়ে এল এক পা, তারপর মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে বেজে উঠল তার জলতরঙ্গের মত কণ্ঠস্বর—'আমি দেবী অ্যাসটার্টের যাজিকা। আমার দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে সাবধান। স্বয়ং মৃত্যু আমার হস্তে ধৃত।'

প্রতিবাদ করে উঠলেন লেডি ম্যানারিং,—'না, না, ডায়ানা তুমি আমাদের ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। সত্যিই আমরা ভয় পাচ্ছি!'

রিচার্ড এক লাফে এগিয়ে গেল ডায়ানার দিকে। তারপর মৃদুস্বরে বলল,—'ডায়ানা! ও ডায়ানা—তুমি সত্যিই অপূর্ব।'

ইতিমধ্যে চাঁদের আলোয় আমার চোখ আস্তে আস্তে অনেকটা সয়ে এসেছে। আমি আগের থেকে পরিষ্কারভাবে সব দেখতে পাচ্ছিলাম। ডায়ানাকে সত্যিই একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। ওকে ঠিক গ্রীক পুরাণের চাঁদের দেবী 'ডায়নার' মতই দেখাচ্ছিল। ওর চোখের দ্যুতিতে ফুটে উঠেছিল এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। অদ্ভুত এক মোহময়ী হাসি তার অধর জুড়ে। ওরকম হাসি আমি আগে কখনও দেখিনি।

এক হাত উঁচু করে ডায়ানা পুনরায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করল—'সাবধান! দেবীর দিকে অগ্রসর হয়ো না। দেবী আসটার্টের অভিশাপের কথা স্মরণ রেখো। আমার অঙ্গ যে স্পর্শ করবে তার মৃত্যু অবধারিত।'

রিচার্ড আবার আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলল,—'চমৎকার! চমৎকার! ডায়ানা, কিন্তু আর নয়। আমার আর কেন জানি ভাল লাগছে না।' এই কথা বলতে বলতে রিচার্ড এগিয়ে গেল ডায়ানার দিকে।

তৎক্ষণাৎ নিষেধের ভঙ্গীতে হাত তুলে ডায়ানা কঠিন স্বরে বলল—'স্থিরোভব! আর এক পদক্ষেপ অগ্রসর হলেই অ্যাসটার্টের মোহিণী অস্ত্রে আমি তোমাকে আঘাত হানব।'

রিচার্ড উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে দ্রুত পা চালিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল, আর ঠিক ওই সময়েই ঘটল সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি। মনে হোল, রিচার্ড যেন একটু থমকে গেল, তারপর হোঁচট খাওয়ার মত ভঙ্গী করে সশব্দে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

সে আর উঠে দাঁড়াল না। যেখানে পড়েছিল সেখানেই নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ হাসির শব্দ। প্রাণ হিম করা হাসি। হাসি যে কখনো এরকম ভয়াবহ হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। আমি

যেন কেঁপে উঠলাম। মৃগীরোগীর মত একটানা হেসে চলেছে ডায়ানা। সেই অদ্ভুত ভয়ংকর হাসি ছড়িয়ে পড়ল নিস্তব্ধ নির্জন বনানীতে।

চাপাস্বরে একটা শপথবাক্য উচ্চারণ করে' এলিয়ট লাফ দিয়ে রিচার্ডের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর চীৎকার করে বলল—'আর এসব সহ্য হচ্ছে না। এই ডিক! উঠে পড়, আরে ওঠো না!'

তবুও রিচার্ড শুয়ে থাকল, নিশ্চল হয়ে পরেই রইল। এলিয়ট ততক্ষণে পৌঁছে গেছে রিচার্ডের কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে মনে হল এলিয়ট আস্তে আস্তে ওকে চিৎ করে শুইয়ে দিল, তারপর ঝুঁকে পড়ল ওর মুখের ওপর। পরমুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল—'ডাক্তার! ডাক্তার সাইমণ্ডস্! ভগবানের দোহাই, এদিকে আসুন। আমার মনে হচ্ছে—ও মারা গেছে।'

. সাইমণ্ডস দৌড়ে গেল সেদিকে আর এলিয়ট ধীর পায়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এল আমাদের কাছে। নিজের হাত দুটোর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছিল সে।

আর সেই মুহূর্তেই এক বিকট আর্তনাদ করে ডায়ানা চেঁচিয়ে উঠল—'হায়! আমি ওকে খুন করেছি। হা ভগবান, এ আমি চাইনি। কিন্তু আমিই ওকে খুন করলাম।' পরক্ষণেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

মিসেস রজার্স কেঁদে উঠলেন, কান্নামাখা গলায় বললেন,—'সত্যিই কি দেবী আসটার্টের অভিশাপে রিচার্ডের মৃত্যু হলো? চলুন, এখনই বাইরে যাই। এই ভয়ংকর জায়গা থেকে শিগগির বাইরে চলুন। আরও ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যেতে পারে আমাদের। ওঃ, কী বীভৎস! ভয়ংকর!'

এলিয়ট আমার কাঁধে হাত রাখল। বিড়বিড় করে বলল,—'এ হতেই পারে না, আমি আপনাকে বলছি এ হতেই পারে না। একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষ এভাবে খুন হতে পারে না—এটা একেবারে অস্বাভাবিক।'

আমি ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। আরে—'তোমার ভাই-এর অজান্তেই হয়ত তার হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারপর এই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে—'

এলিয়ট আমাকে কথা শেষ করতে দিল না। 'আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।'—এই বলে ওর হাত দুটি আমার সামনে মেলে ধরল। সবিস্ময়ে দেখলাম তার হাত দুটিতে রক্তের ছাপ।

'কোন আকস্মিক ভয়ে কিন্তু ও মারা যায়নি। ওকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। একেবারে সোজা হৃৎপিণ্ডের ওপর। অথচ কোন অস্ত্রের চিহ্নই ওখানে দেখতে পেলাম না। রক্তে চারদিক ভেসে গেছে।'—শোকে-দুঃখে এলিয়টের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল।

আমি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে সাইমণ্ডস রিচার্ডকে পরীক্ষা করে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখচোখ ফ্যাকাশে, রীতিমত কাঁপছে। কাঁপা কাঁপা স্বরে সে বলল—'আমরা কি পাগল হয়ে গেলাম? কী ভয়ানক জায়গা এটা! এই রকম ঘটনাও ঘটতে পারে? আজকের যুগেও কি কোন দেবীর অভিশাপের ব্যাপারে বিশ্বাস করতে হবে? কিন্তু এখন চোখের উপরেই যে ঘটতে দেখলাম!'

'তাহলে সত্যিই কি রিচার্ড মারা গেছে?'······আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

সাইমণ্ডস মাথা নুইয়ে সমর্থন জানাল। বলল,—'ক্ষতটা দেখে মনে হল কোন দীর্ঘ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত। কিন্তু কোন অস্ত্রই তো ওখানে দেখতে পেলাম না।'

আমরা পরস্পরের দিকে হতভম্ব চোখে তাকালাম। এলিয়ট প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—'কিন্তু অস্ত্রটা তো ওখানে থাকবেই! কোনো অস্ত্র নিশ্চয়ই কোথাও পড়ে আছে। কাছাকাছি কোথাও আছে। চলুন তো খুঁজে দেখি।'

আমরা বৃথাই খোঁজাখুজি করলাম, কিছুই পাওয়া গেল না। হঠাৎ ভায়োলেট বলে উঠল,—'ডায়ানার হাতে কিন্তু কিছু একটা ছিল। ছুরি জাতীয় কোন জিনিস বলেই মনে হয়। ও .যখন ভয় দেখাচ্ছিল ওর হাতে জ্বলজ্বল করছিল সেটা।'

এলিয়ট মাথা নেড়ে বলল,—'রিচার্ড কিন্তু ওর তিন গজের মধ্যেই যায়নি।'

লেডি ম্যানারিং মূর্ছিতা ডায়ানার দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন। বললেন,—'ওর হাতে তো এখন কিছুই নেই। আশপাশের জমিতেও তো কিছু দেখছি না। ভায়োলেট, তুমি কি ঠিক দেখেছিলে ? আমি তো কিছুই দেখিনি।'

সাইমণ্ডস ডায়ানার দিকে এগিয়ে গেলেন। ডায়ানা সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ডাক্তার সাইমণ্ডস্ নীচু হয়ে বসে ডায়ানাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ডায়ানার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল, খুব আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। রক্তের গতিও অত্যন্ত ধীর। সাইমণ্ডস্ বললেন,—'ওকে এখনই বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া দরকার। ক্যাপটেন রজার্স, আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করবেন ?'

লেডি ম্যানারিং, সাইমণ্ডস্ ও রজার্স ধরাধরি করে মূর্ছিতা ডায়ানাকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আমি, ভায়োলেট, মিসেস রজার্স ও এলিয়ট মৃতদেহের পাহারায় রইলাম। আমরা কাছাকাছি এদিক ওদিক অস্ত্রের সন্ধানে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলাম। মন্দিরের ভিতরে অ্যাস্টার্টের মূর্তির কাছেও আমি দেখে এলাম। কেউই অবশ্য বেশী দূরে যাইনি। কিন্তু পরিস্কার চাঁদের আলোতেও কোনো অস্ত্রের সন্ধান পেলাম না। তারপর রজার্স ফিরে এলে সবাই মিলে আবার রিচার্ডের দেহ তুলে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। তখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ক্ষতস্থান থেকে মাটিতে পড়ছিল। আমাদের হাতে, জামা-কাপড়ে রক্ত

লেগে গেল। মিসেস রজার্স ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভায়োলেট মনে হল যেন মুর্ছিত হয়ে পড়বে।

এই পর্যন্ত বলে ডাঃ পেনডার চুপ করে গেলেন। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বললেন,—আজকাল গোয়েন্দা গল্পটল্প পড়ার ফলে একজন রাস্তার ছেলেও জানে মৃতদেহ কখনোই অকুস্থল থেকে সরানো উচিত নয়। অতদিন আগে এ তথ্যটি আমাদের অজানাই ছিল এবং যথারীতি রিচার্ডের মৃতদেহ আমরা তার বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলাম।

বাড়ীর পরিচারক ও পরিচারিকেরা সবাই তাদের মালিকের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বেদনাহত হয়ে বাকরহিত, নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধা পরিচারিকা, যে রিচার্ডকে ছোটবেলা থেকে দেখাশোনা করেছে, কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। তাড়াতাড়ি করে এক পরিচারককে বাইসাইকেল করে পাঠান হল, বারো মাইল দূরে পুলিস চৌকিতে খবর দেওয়ার জন্য।

এলিয়ট সে সময় আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে জানাল, সে ওই জঙ্গলে আবার যাবে। যে অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেটি সে খুঁজে বার করবেই। অস্ত্র আদৌ পাওয়া যাবে কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ওকে জানালাম। আর এ ঘটনা ঘটার পর আজ রাত্রে ওখানে না যাওয়াই ভালো।

এলিয়ট আমার হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—'আপনার মাথায় দেখছি কুসংস্কারের ভূত চেপেছে। আপনি ভাবছেন বোধ হয় কোন অপ্রাকৃত শক্তি রিচার্ডের মৃত্যুর জন্য দায়ী। আমি এইসব কুসংস্কারে কিন্তু একদম বিশ্বাস করছি না। নিশ্চয় কোনো অস্ত্রাঘাতই এই মৃত্যুর কারণ। আমাকে ঐ অস্ত্রটা খুঁজে বের করতেই হবে। তাহলেই বোঝা যাবে কেমন করে এই হত্যা করা হয়েছে। যাই হোক, এখনই আমি জঙ্গলে যাব। কোনো চিন্তা করবেন না—আমি অস্ত্রটা

খুঁজে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।'

আমি এলিয়টকে নানাভাবে নিরস্ত করার চেষ্টা করলাম। ওই নিবিড় ভয়াবহ অরণ্যের কথা চিন্তা করলেই আমার শরীর কেঁপে উঠছিল। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল কোন ভয়ঙ্কর বিপদ এখনও ওখানে ওঁত পেতে আছে। কিন্তু এলিয়ট তখন একরোখা। রহস্যভেদের জন্য ও তখন ওখানে যাবেই। একটা আলো নিয়ে এলিয়ট বেরিয়ে গেল।

বড় ভয়ংকর ছিল সেই রাত্রিটা। আমরা ফিরে এসে কেউই ঘুমোতে পারিনি, আর চেষ্টাও করিনি। ডাক্তার সাইমণ্ডস্ এবং মেয়েরা মিলে ডায়ানার পরিচর্যা করছিল। আমরা নিজেদের মধ্যে ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আতঙ্কগ্রস্থ পরিচারকেরা নিজেদের মধ্যে জটলা করছিল। ঘণ্টা তিনেক পরে একজন সার্জেণ্টের নেতৃত্বে তিনজনের একটি পুলিশদল ঘোড়ায় করে উপস্থিত হল। তারা সবার মুখ থেকে একে একে পুরো ঘটনাটা শুনল, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাকেই তারা অবিশ্বাস্য বলে ধরে নিল। তারা ডায়ানাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য খুব আগ্রহান্বিত ছিল, কিন্তু ডাঃ সাইমণ্ডসের প্রচণ্ড প্রতিবাদে নিরস্ত হল। ডায়ানা এর মধ্যে মিনিট কয়েকের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল, কিন্তু ডাঃ সাইমণ্ডস্ তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। ডাক্তার সাইমণ্ডস বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওকে বিরক্ত করা একেবারেই উচিত হবে না। পুলিশরা ফিরে গেল, পরদিন তারা মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য ডাক্তার নিয়ে আসবে এবং দিনের আলোয় অকুস্থল পরিদর্শন করে ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবে।

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ চায়ের টেবিলে এলিয়টের খোঁজ পড়ল। সাইমণ্ডস ওর খবর জিগ্যেস করাতে আমি গত রাত্রিতে

এলিয়টের সঙ্গে আমার কথাবার্তা ওকে জানালাম। শুনে সাইমণ্ডসের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে বলল,—'ও না গেলেই ভাল করত। খুব বোকামি করেছে।'

—'তুমি কি ভাবছ ওর কোন ক্ষতি হতে পারে?'

—'না হোক এই আশাই করি। আমাদের বরঞ্চ একবার ওখানে গিয়ে খোঁজ করা উচিত।'

আমরা দুজনে আবার সেই দুর্ভাগা অরণ্যে প্রবেশ করলাম। এলিয়টের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে সেই খোলা জায়গাটায় পৌঁছে গেলাম। সকালের আলোতেও জায়গাটা খুবই বিবর্ণ ও ভৌতিক দেখাচ্ছিল। সাইমণ্ডস হঠাৎ আমার হাত দুটো জাপটে ধরল, আর আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল বিস্ময়কর শব্দ। গত রাত্রে ঠিক যে জায়গায় রিচার্ডের মৃতদেহ পড়ে ছিল প্রায় সেখানেই পড়ে থাকতে দেখলাম, ঠিক একইরকম ভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা একটি মানুষের দেহ।

আমরা দুজনে সেদিকে দৌড়ে গেলাম। দেখি এলিয়ট উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ওর কাঁধের জামা ভিজে গেছে, মাটিতেও সরু রক্তের রেখা দেখা যাচ্ছে। পাশেই কিছুটা দূরে রিচার্ডের রক্তে ভিজে যাওয়া মাটি শুকিয়ে কাল হয়ে রয়েছে।

ডাক্তার সাইমণ্ডস তাড়াতাড়ি যেয়ে ওর হাত তুলে নাড়ী দেখল, নাকের কাছে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বলল—'ভয় নেই, মারা যায় নি, শুধু অজ্ঞান হয়ে গেছে, নাড়ীর গতি ত ভালই।'

আমি নীচু হয়ে দেখি ওর নিঃশ্বাস পড়ছে খুব ধীরে ধীরে, আর একটি দীর্ঘ সরু ব্রোনজের অস্ত্র এলিয়টের কাঁধে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমি অস্ত্রটায় হাত দিতে যেতেই, সাইমণ্ডস্ আমাকে বাধা দিয়ে বলল,—অস্ত্রটায় হাত দেবেন না, ওটাকে খুললেই রক্তপাত শুরু হবে।' তারপর নিম্নস্বরে বলে,—'ঈশ্বরের অপার করুণায় অস্ত্রের আঘাত ওর

কাঁধে লেগেছে, হৃৎপিণ্ডে নয়। আর ওর ভাগ্য খুবই ভাল যে ও বেঁচে আছে। এখন সব ঘটনা ওর মুখ থেকেই জানা যাবে।'

এলিয়টকে আমরা দুজনে ধরাধরি করে অনেক কষ্টে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। ডাঃ সাইমণ্ডসের চিকিৎসার গুণে ও কড়া ব্রাণ্ডির প্রভাবে এলিয়ট ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই উঠে বসল। কিন্তু এলিয়ট ওর আহত হওয়ার ব্যাপারে খুব একটা আলোকপাত করতে পারল না। খুবই ভাসা ভাসা তার বিবরণ। অনেক খুঁজেও কোন অস্ত্রের সন্ধান পায়নি এলিয়ট। শ্রান্ত হয়ে ও মন্দিরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আর সেই সময়েই ওর মনে হয় কেউ যেন নিকটবর্তী কোন গাছের আড়াল থেকে ওকে লক্ষ্য করছে।

সেই সময় বেশ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া জোরে বইতে সুরু করে এবং এলিয়টের মনে হয় হাওয়াটা মন্দিরের ভেতর থেকে আসছে। ও মন্দিরের ভেতরে উঁকি মারে। সেই মুহূর্তেই কপালে প্রচণ্ড জোরে আঘাত পেয়ে ও ছিটকে পড়ে—পড়তে পড়তেই টের পায় তার বাঁ কাঁধে প্রচণ্ড এক যন্ত্রণা।

মোটামুটি এইরকমই ছিল এলিয়টের বক্তব্য। যে ছুরিকাটি এলিয়টের কাঁধে বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল সেটি, ব্রোঞ্জের তৈরী একটি প্রাচীন অস্ত্র। সম্প্রতি একটি পাহাড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় ওটা পাওয়া গিয়েছিল, রিচার্ড হেডন স্মারক হিসেবে অনেক টাকা দিয়ে ওটি কেনেন। কিন্তু অস্ত্রটি রিচার্ড বাড়ীতে রেখেছিলেন, না ওই মন্দিরে—এ বিষয়ে কেউই সঠিক কিছু বলতে পারল না।

পুলিশের ধারণা হয়েছিল—এবং হয়ত তাই-ই চিরকাল থাকবে যে ডায়ানাই রিচার্ডকে অস্ত্রাঘাত করেছিল। কিন্তু আমরা সবাই যখন বললাম ডায়ানা রিচার্ডের থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল, তখন পুলিশ বুঝল এতগুলি সম্মানীয়, প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোকের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষের বিরুদ্ধে ডায়ানাকে এই হত্যাভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই হত্যাকাণ্ডের রহস্যভেদের কোনো সূত্রই পুলিশের অনুসন্ধানে আবিষ্কার হল না। সেই থেকে সমস্ত ঘটনাটি সকলের কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

ডাঃ পেনডার তার কাহিনী শেষ করলে সকলেই কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলেন। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে জয়েস লেমপ্রিয়ের বলে ওঠে,—ওঃ! একটি চমৎকার ভৌতিক কাহিনী—কিন্তু বড় বীভৎস। আমি ত হত্যার কারণ বা হত্যাকারী কে, কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি তো নিশ্চয়ই কোন কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন, ডাঃ পেনডার ?'

হ্যাঁ,—বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মাথা নাড়লেন। ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা—মোটামুটি একটা ধারণা সে সময় আমার হয়েছিল। ব্যাখ্যাটি যদিও একটু অদ্ভুতই শোনাবে। তবুও অনেক ব্যাপারই কিন্তু আমার অজ্ঞাত থেকে গেছে শেষ পর্য্যন্ত।

'প্রেতচর্চার কিছু কিছু বৈঠকে আমি উপস্থিত থেকেছি, নানারকম ভৌতিক সব ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হয় এক্ষেত্রে গণ-সম্মোহন জাতীয় কোন কিছুকে হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। মেয়েটি সত্যিসত্যিই অ্যাসটার্টের যাজিকায় রূপান্তরিত হয়ে গেছিল বলে আমার মনে হয় এবং সম্মোহিত অবস্থায় সে রিচার্ডকে ছুরিবিদ্ধ করে। ছুরিটা হয়ত পরে অন্যমনস্কভাবে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।'—এই বলে জয়েস তার বক্তব্য শেষ করে।

রেমণ্ড মন্তব্য করল,—'ওটা বর্শা জাতীয় কোন অস্ত্রও হতে পারে। জঙ্গলের মধ্যে চাঁদের আলোয় পরিষ্কারভাবে সব তো দেখাও যায় না। দূর থেকেই ওই অস্ত্র দিয়ে কিন্তু মারাত্মক আঘাত হানা যায়। তারপর সম্মোহনের ব্যাপারটি ভুললেও তো চলবে না। ওখানে উপস্থিত সকলের মনেই একটা অপ্রাকৃত ভাবনা চেপে বসেছিল এবং মনে হয়

ঘটনাটাকে সেভাবেই তারা গ্রহণ করেছিল।'

স্যার হেনরী বললেন—'এমনও হতে পারে গাছের আড়াল থেকে লুকিয়ে কেউ অস্ত্রটা ছুঁড়েছিল। অবশ্য নিশ্চয়ই সে এব্যাপারে একজন পাকা ওস্তাদ। মনে রাখতে হবে এলিয়টের ধারণা হয়েছিল গাছের আড়াল থেকে কেউ ওকে নজরে রাখছে। আর ডায়ানার হাতে ছুরি ছিল কি ছিল না এনিয়ে ত সকলের মধ্যে মতভেদ ছিল।'

মিঃ পেথেরিক খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন,—'আমরা কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় তথ্য এড়িয়ে যাচ্ছি। অস্ত্রটার কী হয়েছিল? ডায়ানার পক্ষে বর্শা জাতীয় কোন অস্ত্র সকলের চোখের সামনে লুকিয়ে ফেলা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয়ে ছিল না। আর যদি কোন গুপ্তঘাতক অস্ত্রটা সত্যিই ছুঁড়ে থাকে তবে সেটা তো রিচার্ডের দেহেই বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া উচিত। সুতরাং আজেবাজে তথ্যগুলি বাদ দিয়ে যুক্তিপূর্ণ একটা কার্য্যকারণ খোঁজা উচিত। একটা ব্যাপার কিন্তু আমার কাছে বেশ পরিষ্কার। মিঃ রিচার্ড যখন পড়ে যান তখন তার ধারে কাছে কেউ ছিলনা। সুতরাং যুক্তিনিষ্ঠ হয়ে চিন্তা করলে মনে হয় একমাত্র উনি নিজেই নিজেকে ছুরিবিদ্ধ করতে পারেন—এবং আসলে তাই-ই হয়েছে-অর্থাৎ এটা পুরোপুরি একটা আত্মহত্যারই ঘটনা।'

'কিন্তু উনি আত্মহত্যা করতে যাবেন কোন্ দুঃখে!'—রেমণ্ডের কণ্ঠে অবিশ্বাস ধ্বনিত হয়।

আবার একটু কেশে নিয়ে মিঃ পেথেরিক বললেন—'ওটা তো অনুমানের কথা। আমি অনুমানভিত্তিক কোনো আলোচনা করছি না। অপ্রাকৃত ব্যাপারগুলোতে আমার একদম বিশ্বাস নেই, ওইগুলো বাদ দিয়ে, পাওয়া তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করলে একমাত্র ওই সিদ্ধান্তেই পৌঁছনো যায়। তিনি নিজেকে নিজে ছুরিবিদ্ধ করেন, তারপর হয়ত মাটিতে পড়ার সময় তার হাত থেকে ছুরিটা ছিটকে দূরে কোথাও

পড়ে যায়। আমার মতে এটাই সত্য ঘটনার খুব কাছাকাছি ব্যাখ্যা।'

—'আমি কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনক্রমেই একমত নই।' মিস মারপল বললেন—'পুরো ঘটনাটি বেশ বিভ্রান্তিজনকও বটে। কিন্তু আজও তো অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। এই তো সেদিন লেডী শারপ্লে-র চড়ুইভাতিতে গলফ-নম্বর প্লেট সাজাচ্ছিল যে লোকটা, একটা প্লেটে হোঁচট খেয়ে সে হঠাৎ পড়ে যায়। আর পুরো পাঁচ মিনিট সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল।'

রেমণ্ড নম্রস্বরে বলে,—'ঠিকই জেনপিসী। কিন্তু সেই মানুষটা তো আর ছুরিবিদ্ধ হয়নি।'

'তা ঠিক। সেটাই আমি বলতে চাইছি। ছুরিকাঘাত করার সুযোগ একমাত্র একজনেরই ছিল, এবং তার সামনে যখন সেই সুযোগ উপস্থিত হল, সে তৎক্ষনাত তার মানসিক ইচ্ছাকে পূরণ হবার একমাত্র উপায় ভেবে, রিচার্ডকে খুন করে। তবে কি কারণে রিচার্ড প্রথমেই পড়ে গেলেন সেটা মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি। কোন গাছের শিকড়ে অথবা কোন পাথরের টুকরোয় তিনি নিশ্চয়ই হোঁচট খেয়েছিলেন। মিঃ রিচার্ডের দৃষ্টি তখন ডায়ানার দিকে নিবদ্ধ ছিল। আর চাঁদের আলোয় তো যে কেউই হোঁচট খেতে পারে।'

ডাঃ পেনডার বিস্মিত কৌতূহলে মিস মারপলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'আপনি একটু আগেই বললেন না, ছুরিকাঘাতের সুযোগ একমাত্র একজনেরই ছিল!'

—'হ্যাঁ,—তবে খুবই দুঃখজনক। আমার ভাবতেও এত খারাপ লাগছে। আচ্ছা ডাক্তার পেনডার, এলিয়ট তো ডানহাতি মানুষ ছিলেন, তাই নয়কি? আমি বলতে চাইছি,—আমি নিশ্চিতই যে ও নিজেই নিজের বাঁ কাঁধে ছুরিবিদ্ধ করেছিল। জ্যাক বেনেসের কথাই ধরুন না কেন। ও নিজের পায়ে গুলি করেছিল 'আরাস'-এর ওই ভয়াবহ যুদ্ধের পর। যুদ্ধের ওই ভয়াবহতা ওকে এত ভয় পাইয়ে

দিয়েছিল। গোলাগুলি এড়ানোর জন্য ও নিজেই নিজের পায়ে গুলি করে আহত হয়েছিল, যাতে ওকে আর যুদ্ধে যেতে না হয়। হাসপাতালে ও আমাকে সব খুলে বলেছিল, ওর কৃতকর্মের জন্য পরে খুবই লজ্জিত হয়েছিল সে। দুর্ভাগা এলিয়ট হেডেন ওই জঘন্য অপরাধটি করে খুব লাভবান হয়েছে বলে তো আমার মনে হয় না।'

'এলিয়ট হেডেন?'—চীৎকার করে ওঠে রেমণ্ড। 'কি আশ্চর্য্য! তুমি বলছ ওই খুন করেছে?'

মিস মারপল রেমণ্ডের কথা শুনে যেন খুব অবাক হয়েছেন এমন ভঙ্গীতে বললেন,—'অন্য কেউ কীভাবে খুনটা করতে পারে এটা তো আমার চিন্তাতেই আসছে না। মিঃ পেথেরিকের সঙ্গে আমি এক বিষয়ে একমত। উনি বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন, এবং খুব বিচক্ষণতার সঙ্গেই ওইসব দেবদেবীর ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে প্রকৃত তথ্যের দিকে নজর দিয়েছেন। মিঃ রিচার্ড মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর এলিয়টই প্রথমে তার কাছে যায়। আমার মনে হয় তাকে চিৎ করে শোয়ানোর সময় সকলের দিকে পেছন ফিরে ছিল সে। আর দস্যু সর্দারের বেশে সজ্জিত এলিয়টের কাছে ছোরাছুরি থাকাই তো স্বাভাবিক।'

মিস জেন মারপল কথা শেষ করলে, সকলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ডাঃ পেনডারের দিকে। ডাঃ পেনডার ধীরে ধীরে বললেন,—হ্যাঁ, ওই মর্মান্তিক ঘটনার পাঁচ বছর পর আসল সত্যটা আমি জেনেছিলাম। এলিয়ট আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। ওর যেন কেমন করে এই ধারণা হয়েছিল, আমি নাকি প্রথম থেকেই ওকে হত্যাকারীরূপে সন্দেহ করেছিলাম। এলিয়ট লিখেছিল, ব্যাপারটা নাকি ঘটে যায় তাৎক্ষণিক প্ররোচনায়। এলিয়ট ডায়ানাকে গোপনে তীব্র ভাবে ভালবাসত। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সে ছিল একজন ব্যর্থ ব্যারিস্টার। ডায়নাকে বিবাহের প্রস্তাব করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রিচার্ড যদি মারা যায়, তবে ওর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে এলিয়ট—তখন

তার জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে উঠবে আর ডায়ানাও তারই হবে।

উপুড় হয়ে পড়ে থাকা রিচার্ডের কাছে হাঁটু গেড়ে বসতেই, এই প্রলোভন ওকে বিভ্রান্ত করে, প্ররোচনা দেয়। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই ও আচমকা ছুরিবিদ্ধ করে ফেলে রিচার্ডকে। তাবপর সম্বিত ফিরে আসতেই, ছুরি ফিরে যায় আবার তার কোমরবন্ধনীতে। কি করবে বুঝতে না পেরে জঙ্গলে ফিরে গিয়ে নিজেকে আহত করার মতলবটা আঁটে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য। ঐ রাত্রিতে সবাই যখন রিচার্ডের অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং ডায়ানাকে নিয়ে ব্যস্ত, এলিয়ট আমার সাথে কথা বলে, সবার অলক্ষে ঐ দীর্ঘ ছুরিটি কোন অলিন্দ থেকে তুলে নিয়ে যায়। আর ঐ ছুরিকাটি দিয়ে নিজেকে বিদ্ধ করে, যাতে সবার মনে ধারনা হয় অশরীরি কেউ ফিনিসীয় অস্ত্র দিয়ে ওকেও হত্যা করতে এসেছিল, রিচার্ডের মতোই এই দেবী অ্যাসটার্টের অরণ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য। আর ডায়ানাকে বিয়ের প্রস্তাব করা ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি, ঐ ঘটনার পর ডায়ানা বেশ কিছুদিন অপ্রকৃস্থিত অবস্থায় ছিল। ডায়ানার মনে হয়েছিল সেই রিচার্ডকে হত্যা করেছে।

দক্ষিণ মেরুতে এক অভিযানে যাওয়ার আগে এলিয়ট ওই চিঠিটা আমাকে লিখেছিল। ওর আশঙ্কা ছিল অভিযান থেকে ও আর ফিরতে পারবে না। আমারও কিন্তু কেন যেন মনে হয়, ও আর ফিরে আসতে চায়নি। মিস মারপল ঠিকই বলেছেন—বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি এলিয়টের। চিঠিতে লিখেছিল পাঁচ বছর ধরে ও এক দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছে। 'সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণই হবে আমার পাপের সঠিক প্রায়শ্চিত্ত—' চিঠির শেষ কথাটি ছিল এই। ডাঃ পেনডার থামলেন, কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে যায়।

চশমাটা পরে নিয়ে ডাঃ পেনডার চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার ধীরে ধীরে বলতে থাকেন—ঈশ্বরের এই রাজ্যে কোনো অপরাধই শাস্তি

এড়িয়ে যেতে পারে না। হয়ত সাধারণের চোখে কোন অপরাধ ধরা না পড়তে পারে বা অপ্রমাণিত হতে পারে, কিংবা কোনো অপরাধী মানুষের তৈরী আইন-আদালত-জেলখানার আওতায় না আসতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায়দণ্ডের বিধান থেকে সে বঞ্চিত হতে পারে না, অপরাধের জন্য শাস্তি সে পাবেই। যদিও আমি এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ওই জঙ্গলটির অশুভ পরিবেশই এলিয়টের ঐ ঘৃণ্য কাজের জন্য অধিকাংশে দায়ী। ডঃ পেনডার সবার মুখের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিস্ মারপলকে বললেন—আপনাকে ধন্যবাদ, খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় আপনি আবার রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন। আজ এতকাল পরেও অ্যাসটার্টের ওই অরণ্য ও মন্দিরটির কথা চিন্তা করলে আমার শরীর শিউরে ওঠে। ডঃ পেনডার তার বলা শেষ করলেন।

ঘরের সবাই এই রহস্যময় ঘটনার আশ্চর্য্য পরিসমাপ্তিতে কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে যান। অন্ধকার ঘরে চুল্লীর আগুনের লালচে আভা পড়েছে সবার মুখে। নিশব্দ ঘরে শুধু চুল্লীতে কাঠপোড়ার পটপট আওয়াজ। জয়েস উঠে যেয়ে ঘরের আলোগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়, তারপর বলে—ডঃ পেনডার, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি সত্যিই একটি অদ্ভুত ঘটনা আমাদের শুনিয়েছেন। আমরা আবার পরের মঙ্গলবার বসছি, সেদিন কে গল্প বলবেন, হ্যাঁ—আমি প্রস্তাব করছি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত একমাত্র গল্পকার রেমণ্ড পরের দিন তার জীবনের অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যময় ঘটনা আমাদের শোনাবে।

মিঃ পেথেরিক একটু খুক খুক করে কেসে নিয়ে বললেন—'উত্তম প্রস্তাব, আমার সমর্থন জানাচ্ছি। তাহলে আজকের মতো সভা ভঙ্গ করা যাক, রাতও অনেক হল।

রেমণ্ড দাঁড়িয়ে বলল—'ঠিক আছে, আমি বলব। জয়েসের ধারণা আমার জীবন ও পেশা সবই বোধ হয় কল্পনানির্ভর আমি পরের মঙ্গলবার কিন্তু একটা বাস্তব, সত্য ঘটনাই শোনাব।'

স্বর্ণতৃষা

মিস্ মারপলের বসবার ঘরে সবাই একে একে আসন গ্রহণ করছেন। ডঃ পেনডার ও মিঃ পেথেরিক এখনও আসেন নি। স্যার হেনরী ও মিস মারপল যথারীতি তাঁদের আসনে বসে নিম্নস্বরে গল্প করছেন। জয়েস ও রেমণ্ড চুল্লীর পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন, বাকী তুজন প্রায় একসঙ্গেই প্রবেশ করলেন। তারপর সবাই চা পান করতে শুরু করলে, স্যার হেনরী রেমণ্ডকে তার গল্প শুরু করতে অনুরোধ জানালেন। রেমণ্ড শুরু করল তার কাহিনী—

আমি যে ঘটনার বিবরণ আপনাদের শোনাব সেটা এই বৈঠকের পক্ষে উপযুক্ত হবে কিনা, ঠিক বুঝতে পারছি না। কারণ গল্পটার শেষ আমার জানা নেই। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যময় থেকে গেছে,—বেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে কথাগুলি বলল রেমণ্ড ওয়েস্ট।

তবে আমার কাছে ঘটনাটি খুবই আশ্চর্য ও কৌতুহলোদ্দীপক বোধ হয়েছিল। আমার মনে হয় পুরো কাহিনীটা শোনার পর, আপনাদের মধ্যে কেউ এর রহস্যভেদ করলেও করতে পারবেন,—কথা শেষ করে রেমণ্ড প্রত্যেকের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। উপস্থিত সকলেই বেশ আগ্রহভরে রেমণ্ডকে ওই রহস্যময় গল্পটি বলার জন্য সমস্বরে অনুরোধ জানাল।

প্রায় তু'বছর আগের ঘটনা এটি। আমি তখন কর্ণওয়ালে আমার পরিচিত জন নিউম্যানের ওখানে আতিথ্য গ্রহণ করেছি।

'কর্ণওয়াল ?'—তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করে জয়েস।

—'হ্যাঁ, কেন ?'

'না, তেমন কিছু না।' একটু ধাতস্থ হয়ে জয়েস বলে,—'আমার গল্পের পটভূমিও কর্ণওয়ালে, সমুদ্রতীরে জেলেদের একটি ছোট্ট

গ্রাম রাদোলে। তোমার গল্পটা নিশ্চয়ই ওই গ্রামের কোন ঘটনা নিয়ে নয় ?'

না। না। রেমণ্ড ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বলে,—আমি যে গ্রামটার কথা বলছি তার নাম পলপেরান। কর্ণওয়ালের পশ্চিম উপকূলে এই গ্রামটি প্রাকৃতিক দিক থেকে একেবারে রুক্ষ, পাথুরে, বন্য অঞ্চল। এর আগে বলে নিই, আমি যার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম—সেই নিউম্যান ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার আলাপ খুব বেশীদিনের নয়। কিন্তু মাত্র সপ্তাহ কয়েকের মধ্যেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। খুবই চমৎকার এবং আলাপী মানুষ নিউম্যান। প্রথম পরিচয়েই তাকে আমার মনে ধরেছিল। গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ছোঁয়া ছিল তার কথাবার্তায়। তবে সে একটু বেশী রকমের কল্পনাপ্রবণ ছিল। রোমাঞ্চকর নানা আজগুবি কল্পনা তার মাথায় ঘুরত। আরও একটা গুণ ছিল তার।

মধ্যযুগীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তার গভীর পড়াশোনা ছিল। এমন কি এলিজাবেথিয়ান আমলের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল ছিল। সেই সময় স্পেন থেকে যেসব জাহাজ ইংলণ্ড হয়ে যাতায়াত করত, বিশেষ করে স্প্যানিশ আর্মাডার যাত্রাপথ সম্পর্কে সে বহুদিন ধরে গবেষণা করেছে। স্পেনদেশীয় সেই জাহাজ বাহিনী সমুদ্রের কোন্ কোন্ অঞ্চল দিয়ে ইংলণ্ডের দিকে আসত তা ছিল তার নখদর্পণে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একনাগাড়ে বসে আমাকে সেই যাত্রাপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছিল সে। তার কথা শুনে মনে হত সে নিজেই যেন ওই জাহাজের একজন নাবিক ছিল। উত্তেজিত কণ্ঠে, হাত পা নেড়ে যখন নিউম্যান সমুদ্রযাত্রার ওইসব গল্প বলত, আমার কেন জানি মনে হত, বোধ হয় সত্যিই ও জাতিস্মর হিসেবে পৃথিবীতে এসেছে। গতজন্মে সত্যিই সে যেন একজন দুর্দ্ধর্ষ স্পেনীয় নাবিক ছিল। আচ্ছা, জাতিস্মর ব্যাপারটায় কি কোনো সত্যতা আছে ?

মিস মারপল সস্নেহ দৃষ্টিতে রেমণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'কল্পনা বড় ছোঁয়াচে সোনা। তোমারও তো দেখছি ওই ছোঁয়া বেশ ভালরকমেরই লেগেছে।'

রেমণ্ড একটু বিরক্তির সঙ্গেই প্রতিবাদ করে ওঠে,—না, না, পিশিমনি, আমি মোটেই কল্পনাপ্রবণ লোক নই। কিন্তু নিউম্যান তার কল্পজগতে একেবারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। তাকে দেখে মনে হত যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা স্প্যানিশ আর্মাডার এক নাবিক।

নিউম্যানের বক্তব্যের মোদ্দা কথা ছিল,—ওই বিখ্যাত স্প্যানিশ আর্মাডার একটি জাহাজ প্রচুর সোনা ও ধনরত্ন নিয়ে ইংলণ্ডে আসার সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর জাহাজটি ধ্বংস হয়েছিল কর্ণওয়ালের বিখ্যাত সর্পিল ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে। নিউম্যানের স্থির বিশ্বাস কর্ণওয়ালের উপকূলের ধারেকাছে কোথাও ওই জাহাজটা ডুবেছিল। কয়েকবছর আগে উপকূল ধরে সেই কয়েকশতাব্দী আগে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের ধনরত্ন উদ্ধারের জন্য প্রচুর খোঁজাখুজি চলে।

একটা কোম্পানিও তৈরী হয় ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের স্বর্ণউদ্ধারের জন্য। কিন্তু কয়েকবছর ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর কোম্পানিটি প্রায় উঠে যাবার সামিল হয়। আপনাদের আগেই বলেছি, এইসব ব্যাপারে নিউম্যানের কল্পনা একেবারে গগনচুম্বী ছিল। এই ধরনের গোপন ধনরত্নের গল্পে তিলকে কীরকম তাল করা হয় তা অবশ্য আপনাদের বোঝাতে হবে না। যাই হোক, নিউম্যান ঐ ধনরত্ন উদ্ধারের জন্য একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে প্রায় জলের দরে ওই কোম্পানীটি কিনে নেয়। ওর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল স্প্যানিশ জাহাজের অমূল্য স্বর্ণসম্পদ ওইখানেই সাগরতলে কোথাও আছে; শুধু বর্তমান যুগের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তুলে আনার অপেক্ষা। এইসব নিউম্যানই আমাকে বলেছিল।

তার এই খেয়াল মেটানোর জন্যই সেই গ্রামে 'পল হাউস' নামে

একটি বাড়ীর লীজ নিয়েছিল। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম নিউম্যানের মত ধনী ব্যক্তিরা কীভাবে শূন্য মরীচিকার পেছনে টাকা ওড়ায়। হাজার হাজার টাকা খরচ করে তারা হয়ত পায় কয়েকশ টাকা দামের খেলো কিছু সামগ্রী! কী অদ্ভুত তাদের খেয়াল! তবে এটা স্বীকার করতেই হবে তার ওই অদম্য উৎসাহ আমাকেও কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। আমিও মনশ্চক্ষে দেখতে সুরু করলাম সেই সব প্রাচীন পাল খাটানো দাঁড়টানা স্প্যানিশ জাহাজগুলিকে। ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে তারা উত্তাল সমুদ্রের বুকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। তারপর কোন চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ঘটছে তাদের সলিল সমাধি। 'লুকনো ধনসম্পদ' একটা বাচ্চা ছেলেকেও যেমন রোমাঞ্চিত করে, বয়স্ক লোককেও ঠিক সেরকমই করে। ওই সময় আমি আবার ষোড়শ শতাব্দীর পটভূমিকায় একটি উপন্যাস লিখছিলাম, তাই নিউম্যানের আমন্ত্রণ আমার কাছে এই ঢিলে দুই পাখী মারার মত লোভনীয় হয়েছিল।

এক শুক্রবার ভোরে প্যাডিংটন থেকে রওনা দিলাম কর্ণওয়ালের উদ্দেশ্যে। আমার সঙ্গে গাড়ীর একই কামরায় যাচ্ছিলেন অন্য এক ভদ্রলোক। লম্বা, সুদেহী চেহারার ওই মানুষটিকে প্রথম থেকেই আমার কেমন চেনা-চেনা লাগছিল। কোথায় যেন দেখেছি! স্মৃতি একটু হাতড়াতেই মনে পড়ে গেল। আমার যাত্রা সঙ্গীটি হলেন পুলিশ ইনস্পেক্টর ব্যাজওয়ার্থ। 'এভারসন নিরুদ্দেশ মামলা'-র সময় ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ওই মামলা সম্পর্কে আমি কয়েকটি ধারাবাহিক লেখা সে সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছিলাম। লেখার মালমশলা যোগাড়ের জন্য আমাকে মাঝে মাঝেই ব্যাজওয়ার্থের শরণাপন্ন হতে হত। লেখাগুলি চমৎকার উৎরিয়েছিল।

পরিচয় দিতেই উনিও আমাকে চিনতে পারলেন এবং সারাপথ

আমরা গল্পগুজব করতে করতে এলাম। আমি পলপেরানে যাচ্ছি শুনে উনি তো অবাক। আমাকে বললেন,—'বেশ কাকতালীয় ব্যাপার মশাই! আরে আমিও তো ওখানেই যাচ্ছি।'

অন্যের ব্যাপারে নাকগলানো আমার স্বভাব নয়, তাই আমি ওঁকে আর জিজ্ঞেসপত্র করিনি, কেনই বা তিনি ওখানে যাচ্ছেন। বরঞ্চ ওই অঞ্চলে আমার যাওয়ার উদ্দেশ্য ওকে বললাম; এমনকি অমূল্য ধনরত্ন সমেত ডুবে-যাওয়া স্প্যানিশ জাহাজ সম্পর্কে আমার বন্ধুর আগ্রহের কথাও বললাম।

আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম যখন উনি সব শোনার পর বললেন,—'হ্যাঁ, আমিও ওই জাহাজটির কথা জানি। ওর নাম "জুয়ান ফারনানডেজ"। আপনার বন্ধুই প্রথম নন, আরও অনেক ব্যক্তি এর আগে ওই ডুবন্ত জাহাজের সন্ধানে অসার অর্থব্যয় করেছে। সবাই অবশ্য একটা রোমাঞ্চকর ধারণার বশবর্তী হয়ে ধনরত্নের লোভে এটা করে।'

আমি বললাম,— হয়ত বা সবটাই একটা কাল্পনিক গল্পকথা মাত্র। আসলে কোন জাহাজই হয়ত ওখানে ডোবেনি। অথবা ডুবে থাকলেও তাতে আদৌ কোনো ধনরত্ন ছিল না।

কিন্তু আমাকে অবাক করেই ইনস্পেকটর ব্যাজওয়ার্থ দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন,—'না, না, সবটাই কিন্তু গল্পকথা নয়। সত্যি সত্যিই ওখানে জাহাজ ডুবি হয়েছিল। একটা নয়, বেশ কয়েকটি জাহাজ। কর্ণওয়ালের ওই সমুদ্রোপকূলে কতগুলো জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে! আপনি শুনলে মশাই আশ্চর্য হয়ে যাবেন! আর ওইরকম একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের ব্যাপারেই তো আমি এখন ওখানে যাচ্ছি। মাত্র ছ'মাস আগে "ওটরানটো" নামে একটা জাহাজ ওখানকার ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গিয়েছে।'

আমি বললাম,—হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে, কাগজে পড়েছি বটে খবরটা। কোন প্রাণহানি হয়নি বোধ হয়?

ব্যাজওয়ার্থ বললেন,—'না, সুখের বিষয় কোন প্রাণহানি হয়নি। তবে খবরের কাগজেত সবটা বের করা হয়নি। জনসাধারণের কাছে গোপন রাখা হয়েছে একটি খবর। ওই জাহাজে প্রচুর সোনার বাট ছিল। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের ভলটে যাচ্ছিল। জাহাজ ডুবির কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা ডুবুরি নামিয়েছিলাম ওই সোনা উদ্ধারের জন্য। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, এক কণা সোনাও ওখানে পাওয়া যায়নি। সব সোনাই বেমালুম উধাও।'

শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম,—কিন্তু অত সোনা কোথায় গেল? উবে তো আর যেতে পারে না!

'সেটাই তো রহস্য।' ব্যাজওয়ার্থ বললেন,—'জাহাজটা যখন পাথরে ধাক্কা খায় তখনই মনে হয় স্ট্রংরুমে একটা বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়। ওখানেই সব সোনার বাট মজুদ করা ছিল। আমাদের ডুবুরিরাও ওই ফাটলের ভিতর দিয়েই স্ট্রংরুমে ঢোকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এক কণা সোনাও মেলেনি! এখন প্রশ্নটা হল,—সোনার বাটগুলি অপহৃত হয় জাহাজডুবির আগে না পরে! আরও একটা ধাঁধাঁয় পড়েছি আমরা, সোনাগুলি আদৌ ওই জাহাজে তোলা হয়েছিল কিনা!'

খুব অদ্ভুত ব্যাপার তো!—আমি বলি।

'সত্যিই অদ্ভুত'। ব্যাজওয়ারথ বলে চলেন—'এটা তো একটা সোনার গয়না নয় যে পকেটে পুরে নিয়ে কেউ চলে গেল! ভারী ভারী সোনার বাট, আর সংখ্যায়ও তারা প্রচুর। পুরো ব্যাপারটিই আমাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। একটা রহস্যময় ব্যাপার। জাহাজটি যাত্রা করার আগেই হয়ত কোন প্রতারক সোনাটা সরিয়েছিল অথবা গত ছমাসের মধ্যেই কেউ বা কোন দল অদ্ভুত কায়দায় সোনার বাটগুলি অপহরণ করেছে। এই দুটো ব্যাখ্যাই আমাদের কাছে এখন সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে। আর এই রহস্যভেদের জন্যই আমার এখন পলপেরান অভিমুখে যাত্রা।'

ওই রহস্যময় চুরির ব্যাপারে এইটুকুই ব্যাজওয়ার্থের কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম। যাইহোক, গন্তব্যস্থলে ট্রেন থামতেই ব্যাজওয়ার্থ আমার কাছ থেকে বিদায় নিল।

আমার জন্য ষ্টেশনে নিউম্যানের থাকার কথা। দেখলাম সে প্ল্যাটফরমের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই হৈ হৈ করে এগিয়ে এল। ক্ষমা চেয়ে বলল—ওর গাড়ীটা মেরামতির জন্য ট্রারো-তে পাঠানো হয়েছে, তাই আমাকে নিয়ে যাবার জন্য একটা লরী নিয়ে এসেছে। আমার ওখানে খাওয়া থাকার অসুবিধার কথা বারবার বলছিল সে এবং সেই কথা ভেবে আগে ভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিল।

ড্রাইভারের কেবিনে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। আঁকাবাকা সর্পিল রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে লরী এগিয়ে চলল। পলপেরান একটা ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের ভিতর দিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর পাহাড়ের রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ী উপরে উঠতে লাগল। গ্রামটিকে নীচে ফেলে আমরা আস্তে আস্তে বেশ উঁচুতে উঠে এলাম। তারপরেই অনেকটা সমতল জায়গা। সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানাইট পাথরে তৈরী 'পল হাউস'।

গাড়ী থেকে নেমেই নিউম্যান সহাস্যে বলে ওঠে,—'পল হাউসে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই। আরও একজন আপনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ওই দেখুন।' ওর উত্তোলিত হাত অনুসরণ করে আমার চোখ গিয়ে পড়ল বাড়ীর গেটে। সেখানে পাল তোলা একটি প্রাচীন স্পেনীয় জাহাজ খোদিত রয়েছে।

সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় বাড়ীটি। প্রায় তিন চারশ বছরের পুরোনো হবে। তবে নতুন একটা অংশও সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে দেখলাম।

জায়গাটি অতি মনোরম। সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখা যায় জল আর জল, আদিগন্ত প্রসারিত মহাসমুদ্র। আর বাড়ীর পেছন দিকে সাত আট একর ব্যাপী বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র, তারপর পাহাড়, নিবিড় জঙ্গল, একেবারে সবুজের সমারোহ। প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ আমার চিত্তকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিল। বেশ কিছুদিন এখানে থেকে নতুন উপন্যাসটা শেষ করে ফেলব। এমন নিরিবিলি পরিবেশ, লেখাটা ভালই হবে।

সেদিনই সন্ধ্যায় নিউম্যান ওর যাবতীয় কাগজপত্তর, মানচিত্র নিয়ে বসল। 'জুয়ান ফারনানদেজ' জাহাজ সম্পর্কে অনেক পুরনো নথিপত্র আমি ওর কাছে দেখলাম। সেই সময়কার জাহাজের গতিপথ সম্বলিত মানচিত্রও ওর কাছে ছিল। মানচিত্রটি খুলে আমাকে বোঝাল—সমুদ্রের কোন্ কোন্ অঞ্চল দিয়ে জাহাজটি গিয়েছিল, কোথায় সেটি পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। কী ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ থেকে সোনা উদ্ধার করবে, তার বিশদ বিবরণ ও কার্য্যক্রম বলে গেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। ওর কথা যখন শেষ হল, তখন আমি সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত ও বিভ্রান্ত।

একটু ধাতস্থ হয়ে সকালে ট্রেনে ব্যাজওয়ার্থের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা ওকে বললাম। কেন ব্যাজওয়ার্থ এখানে এসেছে তাও বললাম, নিউম্যান খুব আগ্রহভরে আমার কথা শুনল। মাঝে মাঝে কিছু কিছু প্রশ্ন করল, তারপর বেশ চিন্তান্বিত স্বরে বলল,—'হ্যা, এই উপকূলভাগে বেশ অদ্ভুত ধরনের কিছু লোক আছে। দস্যুতা ও ধ্বংসের প্রবৃত্তি যেন এদের রক্তের মধ্যে। চোরাচালানেও এরা সিদ্ধহস্ত। কোন জাহাজ যদি এই অঞ্চলের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়, তাহলে সেই জাহাজের সব সম্পত্তি এরা নিজেদের বলেই মনে করে। সেগুলি হস্তগত করতে এরা একটুও কালক্ষেপ করে না এবং এদের বিবেকেও কিছু বাধে না। এই রকম একজন লোকের সঙ্গে

আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব। ওকে দেখে সত্যিই আপনার মনে হবে যেন পুরনো দিনের কোন জলদস্যু সর্দার।'

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি সূর্যের প্রথম আলোয় সারা পৃথিবী উদ্ভাসিত। খুব সুন্দর একটি সকাল। আমি আর নিউম্যান প্রাতরাশ সেরে গ্রামে নেমে এলাম। গ্রামের ভিতর একটু ঘুরে ফিরে, আমরা গেলাম সমুদ্রতীরে নিউম্যানের কোম্পানীর জাহাজঘাটায়। সেখানে নিউম্যান আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তার নিজস্ব ডুবুরি হিগিনসের। হিগিনস লোকটির বিরাট চেহারা। ধূসর পলকহীন চোখ তার, প্রায় ভাবলেশহীন মুখ এবং স্বল্পবাক। আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সে—হুঁ, হ্যাঁ, ছাড়া অন্য কোন কথা বিশেষ বলেনি।

কিছু ক্ষণ পরে আমরা স্থানীয় রেস্তোরা থ্রি অ্যানকোরসে বিয়ার পানের জন্য গেলাম। বিয়ার খেতে খেতে হিগিনসের সঙ্গে আরও আলাপ হল। বিয়ার পানের পর হিগিনসের মুখ একটু আলগা হয়েছিল। নানা বিষয়ে কথা বলছিল সে তখন।

ওকে প্রশ্ন করে জানতে চাইলাম, সমুদ্রের তলদেশ কেমন দেখতে? সাধারণত কিরকম মাছ ও গাছপালা নীচে থাকে। জলের তলায় ডুবুরির পোষাক পরে নামলে কেমন অনুভূতি হয়, কেমন করেই বা ভাঙ্গা জাহাজ থেকে ধনরত্ন তোলার ব্যবস্থা করা হয়?

আমার প্রশ্নের উত্তর বেশ শান্ত মেজাজেই দিচ্ছিল হিগিনস্, হঠাৎ কি যে হল, বেশ রাগত স্বরে গজগজ করে ও নিউম্যানকে বলল,—'শুনেছেন স্যার, লণ্ডন থেকে এক টিকিটিকি এসেছে এখানে, সবাই বলাবলি করছে—গত নভেমবরে যে জাহাজডুবি হয়েছিল সেটাতে নাকি অনেক সোনা ছিল। যতসব উড়ো ফালতু খবর। ওই একটাই নাকি, কত জাহাজই তো ডুবেছে এখানে, আরও কত ডুববে! ওই জাহাজটায় অনেক গবর্ণমেণ্টের সোনা ছিল, কারা নাকি লুটে নিয়েছে, সেই সোনার খোঁজ করতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে ওই ডিটেকটিভ এসেছে।'

'বেশ বলেছ কিন্তু স্যাণ্ডাৎ, খুব খাঁটি কথাই বলেছ'—হঠাৎ পেছন থেকে কার গম্ভীর গলা ভেসে এল। আমি চমকে পেছনে ফিরলাম।

'আরে, মিঃ কেলভিন যে! কেমন আছেন, ভালো তো?'—হিগিনসের কণ্ঠে বেশ সম্ভ্রম ফুটে ওঠে।

আমি একটু আগ্রহের সঙ্গেই কেলভিন নামক ব্যক্তিটিকে দেখতে লাগলাম। তার চেহারায় বিশেষ একটি ছাপ ছিল। বৃষস্কন্ধ্য, বিশাল পেশীবহুল চেহারা কেলভিনের, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে প্রায় তামাটে হয়ে গেছে। তার চোখ দুটি গাঢ় রক্তবর্ণ, সবসময় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে তার চোখের দৃষ্টি। কারও দিকে কয়েক-সেকেণ্ডের বেশী সে তাকাচ্ছে না, কিন্তু কি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি; আর দৃষ্টিতে কেমন যেন উষ্মার ছাপ। ওকে দেখেই আমার নিউম্যানের কথা মনে পড়ল। এই-ই তাহলে নিউম্যান বর্ণিত সেই জলদস্যু সর্দার!

দু-একটা কথা বলার পর হঠাৎ-ই কেলভিন আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—'আমরা কিন্তু এখানে কোন ব্যাপারে বিদেশীদের নাক গলানো একদম সহ্য করি না।' তার কণ্ঠে ক্রোধের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ আমাদের কান এড়াল না।

হাসতে হাসতে নিউম্যান বলে,—'আপনি ওই পুলিশের গোয়েন্দার কথা বলছেন বুঝি?'

—'শুধু পুলিশই নয়, অন্য সকলের কথাও বলছি, দয়া করে আমার এই কথাটা কিন্তু মনে রাখবেন, স্যার।' খুব গম্ভীরভাবে নিউম্যানকে কথাটা বলে আমার দিকে অপাঙ্গে একবার তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে 'থ্রি অ্যানকোর'-এর মালিক কেলভিন অন্যদিকে চলে গেল।

বাড়ী ফেরার পথে, পাহাড়ে চড়াই ভেঙে ওঠার সময় নিউম্যানকে আমি বললাম,—আমার কিন্তু লোকটার কথাবার্তা একদম ভাল লাগল না। আমাদের কেন যেন ভয় পাওয়াতে চাইছে ও। আপনার কাজকর্ম মনে হয় পছন্দ করছে না। কোন গণ্ডগোল ক'রবে না তো?

'আরে বাদ দিন তো ওর কথা। আমাকে কেন ভয় দেখাবে? আমি তো ওদের কোন ক্ষতি করিনি।'—হাসতে হাসতে বলে নিউম্যান।

আমার মন থেকে কিন্তু সন্দেহ ঘুচল না। কেলভিনকে একজন ধূর্ত ও দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোক বলেই আমার মনে হ'ল। ওর মতন লোক যে-কোন রকমের ঘৃণ্য অপরাধই করতে পারে। কেলভিনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই আমার মনটা কীরকম একটা অস্বস্তিতে ভরে গেল। আমার কেন যেন মনে হতে লাগল, কোথাও একটা গণ্ডগোল হতে যাচ্ছে। আগের রাত্রে ঘুম ভালই হয়েছিল কিন্তু সে রাত্রে কেন যেন ঘুমটা ভাল হল না, প্রায়ই ভেঙে যাচ্ছিল।

পরদিন রবিবার। সকালে উঠেই দেখি, সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে রয়েছে। গুমোট একটা ভাব। যে কোন সময় ঝড়বৃষ্টি নামতে পারে। আগের রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়ায় এবং মনটাও কেমন একটা অজানা উদ্বেগে ভারাক্রান্ত থাকায়, আমার মুখের বিরূপ ভাব নিউম্যানের চোখ এড়ায়নি। সকালে প্রাতরাশের টেবিলে আমাকে সে বলল,—'কী ব্যাপার, ওয়েস্ট? সকাল থেকেই মুখ ব্যাজার কেন?'

আমি মনের ভাব ওর কাছে প্রকাশ করে বললাম,—কি জানি ভাই, একটা অজানা আশঙ্কা আমি মন থেকে তাড়াতে পারছি না।

নিউম্যান হেসে বলে,—'ও কিছু না, সকাল থেকে আকাশের এই মেঘলা চেহারাই আপনার মন খারাপের জন্য বোধ হয় দায়ী। এক কাপ কড়া কফি খেয়ে নিন্ হয়ে যাবে।'

হ্যাঁ, তাই হবে বোধ হয়, ঠিক আছে।—এর বেশী আমি আর কিছু বললাম না। আমি গ্রামে একটু ঘুরতে বেরোলাম, কিন্তু ভাল লাগল না, বাড়ী ফিরে উপন্যাস লিখবার ব্যর্থ চেষ্টাও করলাম। হিগিনসের কাছ থেকে আরও কিছু গল্প শুনব মনে করে ওর খোঁজও করলাম, কিন্তু তারও দেখা পেলাম না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় নিউম্যানের মোটর বোটে চড়ে সমুদ্রে ঘুরতে

বেরোলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড তোড়ে বৃষ্টি নামল। আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলাম। তারপরই বৃষ্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এল প্রচণ্ড ঝড়। হাওয়ার সে কি দাপাদাপি আর গর্জন! আমরা দরজাজানলা বন্ধ করে ঘরে বসে রইলাম।

ঘরে ফিরে আসার পর থেকেই আমার মনটা আবার সেই অজানা ভয়ে ভরে উঠছিল। বুকের মধ্যে কেমন ভার ভার, একটা অস্বস্তিব কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করছে। মনে হচ্ছিল, যেন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিছুই বুঝতে পারছি না। সেই অনুভূতিটা ঠিক বলে বোঝান যাবে না। আর ভীষণ ক্লান্তও লাগছে। প্রায় দশটা নাগাদ ঝড়ের প্রকোপ একটু কমল।

নিউম্যান জানলা খুলে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'মনে হয় আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি থেমে যাবে, আকাশ পরিস্কার হয়ে যাবে। তখন আবার বেরনো যেতে পারে। কী বলেন?'

ততক্ষণে হাই উঠতে আরম্ভ করেছে আমার, বললাম,—না, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। কাল রাত্রে একটুও ঘুম হয়নি। আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাব। ভাল ঘুম হলে হয়ত এই অস্বস্তিটা কেটেও যেতে পারে। আপনি বরঞ্চ আজ একাই যান।

যদিও সে রাত্রে ঘুমটা ভালই হয়েছিল, কিন্তু অদ্ভুত কিছু ভয়ঙ্কর স্বপ্নও দেখলাম। আমি যেন এক গভীর গহ্বরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, একটু পা ফসকালেই মৃত্যু অবধারিত। যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি সকাল আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দিলাম। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই ভয় পেয়ে ভীষণ চমকে গেলাম। দেখি, পেছনের বাগানে একজন মানুষ বিরাট একটা কবর খুঁড়ছে। ঘুমের ঘোর তখনও ভালমতো কাটেনি, ভাবলাম কি জানি

ভুল দেখছি না তো। চোখ টোখ মুছে ভাল করে চেয়ে দেখি, না,—বাগানের মালী লম্বা করে একটা গর্ত খুঁড়ছে। তার পাশেই পড়ে রয়েছে কয়েকটি গোলাপ গাছের চারা।

মালী আমার দিকে চেয়ে সুপ্রভাত জানিয়ে হেসে বলল,—'আজকের দিনটা ভালই যাবে বলে, মনে হচ্ছে স্যার।'

—'হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে। আমি প্রত্যুত্তর জানিয়ে জানালা থেকে সরে এলাম।

আমার কেন এরকম হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

নির্দোষ একটা গাছ পুঁতবার গর্তকে কবর বলে মনে হল—রজ্জুতে সর্পভ্রম আর কি! কিছুতেই অস্বস্তিটা মন থেকে তাড়াতে পারছি না।

যাই হোক, ভোরবেলা যদি সাবা দিনের পূর্বসূরী হয় তবে বলতেই হবে আজ দিনটা ভালই যাবে। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ঝকঝকে নীল। প্রখর সূর্য কিরণে পৃথিবীর মুখে যেন হাসি ফুটে উঠেছে। মুখ চোখ ধুয়ে নীচে সকালের জলখাবার খেতে নেমে এলাম।

যাক আজ সমুদ্রে বেড়ানো যাবে। মনের অস্বস্থিটাও কেটে গেছে। এই বাড়ীতে কোন পরিচারিকা রাত্রে থাকে না। গ্রাম থেকে তুজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক রোজ সকালে আসে কাজ কর্ম করার জন্য। তাদেরই একজন প্রাতরাশের টেবিল সাজাচ্ছিল।

আমি বললাম,—সুপ্রভাত, এলিজাবেথ। নিউম্যান এখনো নামেনি ?

এলিজাবেথ বলল,—'না স্যার, উনি বোধ হয় খুব সকালেই বেরিয়েছেন, আমরা এসে তো ওঁকে দেখিনি।'

কোন কারণ আপনাদের বলতে পারব না, কিন্তু কথাটা শুনেই হঠাৎ-ই সেই ভয়টা আমাকে পেয়ে বসল। নিউম্যান খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। সকালে বেড়াতে বেরোলেও এর মধ্যে তার ফিরে

আসবার কথা। প্রাতরাশের টেবিলে আসা উচিত তার। অমঙ্গলের আশঙ্কা আমাকে বেশ ভাল রকমেই আবার চেপে ধরল।

আমি দৌড়ে নিউম্যানের শোবার ঘরে ঢুকলাম। পরিপাটি করে বিছানা পাতা। কাল রাত্রে এই বিছানায় কেউ যে শোয়নি এটা পরিষ্কার। এমনকি কাল সন্ধ্যেবেলা যে পোষাক নিউম্যান পরেছিল সেটাও ঘরে নেই। তাহলে সে ওই পোষাকেই বেরিয়েছে, এবং সম্ভবত বেরিয়েছে কাল রাত্রেই।

যে অজানা আশঙ্কায় আমার মনটা এতক্ষণ দুলছিল, সেটা এখন একেবারে গেড়ে বসল। নিউম্যান বলেছিল ঝড় বৃষ্টি থামলে সে বেরোবে। তাই হয়ত বেরিয়েছিল। কোন কারণে কাল রাত্রে ফেরেনি। কিন্তু কেন? কোন দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে, হয়ত বা পাহাড় থেকে পড়ে গেছে? এক্ষুনি তাহলে খোঁজ করা দরকার। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এইসব ভাবনা আমার মনের মধ্যে খেলে গেল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি গ্রাম থেকে বেশ কিছু লোকজন যোগাড় করে ফেললাম। তাদের নিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রতীর পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও নিউম্যানের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কেউ কোন হদিস্‌ও দিতে পারল না। হঠাৎ-ই আমার ইনসপেক্টর ব্যাজওয়ারথের কথা মনে পড়ে গেল। তাকে খুঁজে বের করে সব কথা খুলে বললাম।

সব শুনে ব্যাজওয়ারথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বেরোবার জন্য তৈরী হতে হতে বললেন—'আমার মনে হচ্ছে কোনো খারাপ ঘটনা ঘটেছে। এই অঞ্চলে সন্দেহজনক চরিত্রের অপরাধী লোক প্রচুর আছে। আচ্ছা. আপনি কেলভিনকে দেখেছেন কি? থ্রি অ্যানকোর সরাইখানার মালিক।

আমি জানালাম—হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

'আপনি কি জানেন,' ব্যাজওয়ারথ বলল,—'চার বছর আগে গুণ্ডামি ও মারদাঙ্গার অভিযোগে কেলভিন বেশ কিছুদিন জেল খেটেছে? খুবই সন্দেহজনক চরিত্র।'

আমি শুনে একটুও আশ্চর্য হলাম না। কেলভিনের সম্পর্কে আমার ধারণা যুক্তিযুক্তই প্রমাণিত হল। ব্যাজওয়ারথ আরও জানাল, নিউম্যানের ওপর এখানকার লোকেরা বেশ বিরূপ। তাদের ধারণা নিউম্যান বিদেশী হয়ে ওদের ব্যাপারে একটু বেশীই নাক গলাচ্ছে। সুতবাং ওরা নিউম্যানের ক্ষতি করতেই পারে।

যাইহোক ব্যাজওয়ারথও আমাদের সঙ্গে নিউম্যানের তল্লাসীতে যোগ দিল। নতুন উদ্যমে আমরা আবার খোঁজাখুঁজি সুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে নিউম্যানের সন্ধান পাওয়া গেল। বাড়ীর কাছেই একটা বাগানে একটা গভীর খাদে ও পড়ে ছিল। হাত পা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। মুখেও রুমালের শক্ত বাঁধুনি যাতে ও কোন আওয়াজ করতে না পারে।

ধরাধরি করে তুলে, নিউম্যানকে আমরা বাড়ীতে নিয়ে এলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এইভাবে বন্দী হয়ে থাকায় সে যে কীরকম কষ্ট পেয়েছে তা ওর যন্ত্রণা দেখেই বুঝতে পারলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরিচর্য্যার পর জলটল খেয়ে ও একটু সুস্থ হল। তারপর কীভাবে তার এই পরিণতি হল নিউম্যান আমাকে আর ব্যাজওয়ারথকে তা শোনাল।

ও যা বলেছিল তা হল—ঝড়জল থামতে ও একটু বেড়াতে বেরোয়। সারাদিন ঘরে চুপচাপ বসে থাকার পর, বেড়াতে ভালই লাগছিল নিউম্যানের। সমুদ্রতীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল সে। সমুদ্রতীরের কাছে পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট গুহা আছে। ওগুলি 'চোরাচালানীদের গুহা' নামে

এ অঞ্চলে খ্যাত। বেড়াতে বেড়াতে ঐগুলোর ধারেকাছে গিয়ে পড়েছিল সে।

হঠাৎ একটা আলোর জ্বলা-নেভা দেখে ও একটু এগিয়ে যায়। কাছে গিয়ে ওর চোখে পড়ল, বেশ কিছু লোক মোটরবোট থেকে ভারী ভারী কিছু জিনিষ বয়ে দূরে একটা গুহার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলী নিউম্যান ভাল করে দেখার জন্য আরও একটু এগিয়ে যায়। মনে হয় নিউম্যান একটু বেশীই এগিয়ে গিয়েছিল ওদের কাছাকাছি। ওদের মধ্যে কেউ নিউম্যানকে হঠাৎ দেখে ফেলে, আর চীৎকার করে তার সঙ্গীদের সতর্ক করে দেয়। ওরা দৌড়ে নিউম্যানের দিকে আসতে থাকে। নিউম্যান বুঝতে পারে ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। ও দৌড়ে পালাতে থাকে, কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার আগেই শক্ত দুটি হাত ওকে ধরে ফেলে আর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ও জ্ঞান হারায়।

জ্ঞান ফিরলে দেখল একটা লরীর ভিতর সে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে। মুখের ভেতরেও কি যেন একটা ঢোকানো রয়েছে। লরীর গতিবিধি দেখে ও বুঝল সেটা সমুদ্রতীর থেকে ওপরে উঠছে মানে গ্রামেব দিকেই যাচ্ছে। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর ওর মনে হোল লরীটা যেন ওরই বাড়ীর গেট দিয়ে বাগানে ঢুকছে। খানিক এগিয়ে লরীটা থামল। আরোহীদের মধ্যে কিছু ফিসফাস করে কথাবার্তা হোল, তারপব দুজন লোক ওকে ধরাধরি করে গাড়ী থেকে নামিয়ে একটা গভীর খাদেব মধ্যে ফেলে দিল। ওরা মনে করেছিল নিউম্যানের জ্ঞান তখনো ফেরে নি। তারপর লরীটা কিন্তু মুখ ঘুরে বাড়ীর সামনের গেট দিয়ে না বেরিয়ে, সিধে অনেকটা যেয়ে পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল, বলে ওর মনে হল।

কাদের ও সমুদ্রতীরে দেখেছিল সে সম্পর্কে তেমন কোন মূল্যবান তথ্য নিউম্যান দিতে পারল না। তবে ওর কেন যেন মনে হয়েছিল লোকগুলি কর্নিশ প্রদেশীয় নাবিক শ্রেণীর। ও লোকগুলোকে না চিনলেও লোকগুলো যে ওকে ভালরকমের চেনে এটা তো বোঝা যাচ্ছেই। তা না হলে ওর বাড়ীতেই বা ওকে ফেলে রেখে যাবে কেন!

ইনস্পেক্টর ব্যাজওয়ারথ খুব আগ্রহের সঙ্গে নিউম্যানের বিবরণ শুনলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে. উনি বললেন,—'জিনিসগুলো চোরাই সোনা নিঃসন্দেহে। কিন্তু ওগুলো কতদূরের কোন গুহায় ওরা রেখেছে সেটাই বের করতে হবে। আমরা যখন একটার পর একটা গুহা চোরাই সোনার সন্ধানে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন ওরা রাত্রে সেগুলো এক গুহা থেকে আর এক গুহায় স্থানান্তরিত করে চলেছে। মিঃ নিউম্যান যে গুহায় ওই চোরাই মাল রাখতে দেখেছেন, সেখানে গিয়ে কোন লাভ হবে কিনা বুঝতে পারছি না। ওরা প্রায় আঠারো ঘণ্টা সময় পেয়েছে ওগুলো লুকিয়ে ফেলার। ওদের সোনা লুকাবার জায়গা যখন ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সম্ভবত ওরা সোনা এই তল্লাট থেকেই সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছে।'

তবুও ব্যাজওয়ারথ তড়িঘড়ি করে তার লোকজন নিয়ে নিউম্যান বর্ণিত সেই সব গুহায় গেলেন। সেখানে যে চোরাই-সোনা ভর্তি বাক্স রাখা হয়েছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া গেল। কিন্তু একদানা সোনার সন্ধানও পাওয়া গেল না। বোঝাই যায় ওগুলি আবার অন্য কোন দূরতম দ্বীপের গুহায় অথবা অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কোথায় যে সরান হয়েছে তার কিছুমাত্র সূত্রও মিলল না। ব্যাজওয়ারথ তারপর কাছাকাছি গ্রাম ও পাহাড় জঙ্গলও তোলপাড় করে খুঁজতে শুরু করলেন।

পরদিন সকালে ব্যাজওয়ারথ আমাদের তার অনুসন্ধানের ফলাফল ব্যর্থ বলে জানালেন। তিনি বললেন,—'একটা ক্ষীণ সূত্রের সন্ধান অবশ্য

মিলেছে। এই অঞ্চলে মোটরগাড়ী চলে খুবই কম। গুহার পাশে গাড়ীর চাকার দাগ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একটা টায়ারের খানিকটা অংশ ভাঙা। খুব ভালভাবে মাটির উপর চাকার দাগ পরীক্ষা করে তারা এটা বুঝেছেন। ওই গাড়ীর চাকার সেই ভাঙ্গা দাগই আবার নিউম্যানের বাড়ীর গেটে পাওয়া গেছে। আর পেছনের গেট দিয়ে যে ওটা বেরিয়েছে তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে ঐ ভাঙ্গা'চাকার আবছা দাগ মিলেছে বলে।

ব্যাজওয়ারথের দৃঢ় বিশ্বাস যদি ওই লরীটির সন্ধান পাওয়া যায় তবে বোঝা যাবে কার লরী এবং সেই সূত্র থেকে রহস্যের একটা সমাধানও করতে পারা যাবে। নিউম্যান ছাড়া এ অঞ্চলে আর যে দু একজনের লরী আছে তার মধ্যে 'থ্রি অ্যানকোরের' মালিক কেলভিন একজন।

হঠাৎ নিউম্যান প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা মিঃ ব্যাজওয়ারথ—কেলভিনের আসল পেশাটা কী ?'

ব্যাজওয়ারথ একটু অবাক হয়েই বললেন,—'কেন, আপনি জানেন না ? আরে কেলভিন তরুণ বয়সে একজন ওস্তাদ ডুবুরী ছিল।'

নিউম্যান আমার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কেলভিনই যে সোনা-চোরাই এর ব্যাপারে জড়িত এ অনুমান আমাদের সঠিক। সমুদ্রের তলদেশ থেকে সোনা তুলতে হলে একজন ওস্তাদ ডুবুরির প্রয়োজন এবং কেলভিনই যে সেই ব্যক্তি এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হলাম।

ব্যাজওয়ারথ নিউম্যানকে প্রশ্ন করলেন,—'সমুদ্রতীরে ওই রাত্রে আপনি যাদের দেখেছিলেন তাদের মধ্যে কেলভিন ছিল বলে কি আপনার মনে হয় ?'

নিউম্যান বলল,—'না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। একে রাত্রি, তার ওপর ভাল করে কিছু দেখার সুযোগও আমি পাইনি।'

খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর আমি আর ব্যাজওয়ারথ 'থ্রি অ্যানকোর' এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। গ্যারাজে গিয়ে কেলভিনের লরীটা টায়ার-গুলোর মধ্যে কোন দাগ আছে কিনা, পরীক্ষা করা দরকার।

গ্যারাজটির সামনের দরজা বন্ধ ছিল। পাশের গলি দিয়ে আমরা চুপিচুপি গ্যারাজের পিছন দিকে হাজির হলাম। সেখানে ছোট্ট একটি দরজা। সেটি খুলতে ব্যাজওয়ারথকে বেশী পরিশ্রম করতে হলো না। ভিতরে ঢুকে ব্যাজওয়ারথ লরীটার বাঁদিকের পিছনের চাকাটা তন্নতন্ন করে দেখতে লাগলেন। কিছু পরেই উল্লাসধ্বনি করে উনি বলে উঠলেন,—'পেয়েছি, কেলভিনকে এবারে বাগে পেয়েছি। এই দেখুন মিঃ ওয়েস্ট, ঠিক যে ধরনের ভাঙা টায়ারের ছাপ আমরা গুহার মুখে দেখেছিলাম, ঠিক সে রকমই ভাঙা টায়ার এইটি। একেবারে দাগে দাগ মিলে যাচ্ছে। কেলভিন বাছাধন এবার কোথায় যায় দেখি! ওকে ধরে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সোনার হদিশ পাওয়া যাবে।'

এই পর্যন্ত বলেই রেমণ্ড ওয়েস্ট তার গল্প বলা শেষ করল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—'এই পর্যন্ত যা শুনলেন তাতে কি আপনারা কিছু অনুমান করতে পারেন কে বা কারা সোনাগুলি চুরি করেছে?

জয়েস একটু অবাক হয়েই বলে,—'কিন্তু এর মধ্যে রহস্যটা কোথায়? সোনাগুলি কি পাওয়া গিয়েছিল? সেটাই তো আসল ব্যাপার।'

রেমণ্ড বলল,—না, একদানা সোনাও পাওয়া যায়নি।

আর কেলভিনকেও এ ব্যাপারে ধরা যায়নি। পুলিশের তুলনায় দেখলাম কেলভিন অনেক বেশী চালাক। গ্রেফতার ওকে করা হয়েছিল ঠিকই, ওই টায়ারের ছাপের প্রমাণবলেই পুলিশ ওকে গ্রেফতার করেছিল, কিন্তু ওকে ধরে রাখতে পারেনি। ওর পক্ষে অদ্ভুতভাবে দুটি সাক্ষ্য পেশ হয়েছিল। দুটিই ওর নির্দোষিতা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট।

কেলভিনের গ্যারাজের উল্টো দিকের বাড়ীতে একজন বয়স্কা মহিলা-শিল্পী থাকতেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি বেশ অসুস্থ ছিলেন। দিনে-রাত্রে পালা করে দুজন নার্স ওর সেবাশুশ্রূষা করত। সেদিন রাত্রে যে নার্সটি ডিউটিতে ছিল, সে তার সাক্ষ্যে বলেছিল,—সারা রাত সে রাস্তার কাছে, জানালার পাশে চেয়ারে বসেছিল। গ্যারাজ থেকে কোন লরীকে রাত্রে সে বেরোতে দেখেনি। গ্যারাজ থেকে কোন গাড়ী বেরোলে ওর চোখে পড়তই।

জয়েস এই সময় বলে ওঠে,—'আরে নার্সদের কথা আর বলোনা, ওরা আবার রাত জেগে ডিউটি করে নাকি! রোগী ঘুমিয়ে পড়লেই, ওরা পড়ে পড়ে শুধু ঘুমোয়। আসলে ওই কেলভিনই ওর লরী করে সোনা সরিয়েছিল।'

মিঃ পেথেরিক প্রায় রায়দানের ভঙ্গীতে বললেন, —'জয়েস খুব ভুল কিছু একটা বলেনি। আমার মনে হয় খুব ভালভাবে পরীক্ষা না করেই কতকগুলি তথ্যকে এক্ষেত্রে সত্যি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। নার্সটির সাক্ষ্য সত্য বলে মেনে নেওয়ার আগে, তার সততা সম্পর্কে আমাদের নিঃসন্দেহ হতে হবে। তড়িঘড়ি করে সে কেলভিনের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ায় সবার মনেই সন্দেহ জাগতে পারে।'

রেমণ্ড মাথা নেড়ে বলল,—'কিন্তু শুধু ওই নার্সটিই নয়, মহিলা-শিল্পী স্বয়ং নার্সের সাক্ষ্য সমর্থন করেছেন। উনি নাকি সারা রাত সেদিন জেগেই ছিলেন, কোমরের ব্যথা বেশ বেড়ে যাওয়ায় রাত্রে তিনি একদম ঘুমোতে পারেননি। কোন গাড়ী গ্যারাজ থেকে বেরোলে বা ঢুকলে তার আওয়াজ তিনি নিশ্চয়ই পেতেন।'

যাজক মহাশয় ডঃ পেনডার মন্তব্য করলেন,—'হ্যাঁ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যই বটে। আচ্ছা, কেলভিন সেরাত্রে তার গতিবিধি সম্পর্কে কী সাফাই দিয়েছিল?'

কেলভিন বলেছিল সে রাত দশটায় সেদিন ঘুমিয়ে পড়ে। অবশ্য

এর সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেনি।—রেমণ্ড বলে।

জয়েস মন্তব্য করল,—'আসলে শিল্পী ও নার্স দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সাধারণত অসুস্থ লোকেরা রাত্রে ঘুমোলেও, তাদের মনে হয় তারা রাত্রে একদমই ঘুমোয়নি।'

রেমণ্ড ডঃ পেনডারের দিকে তাকিয়ে বলল,—আপনি শুনলে অবাক হবেন, সে সময় কেলভিনের জন্য আমার একটু দুঃখই হয়েছিল। এ যেন সেই 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'-এর মতন ব্যাপার। কেলভিন এই কেসে কিছুদিন আটক ছিল কিন্তু পরে ছাড়া পেয়ে যায়। ওই টায়ারের ব্যাপারটি ছাড়া ওর বিরুদ্ধে অন্য কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পুলিশ জোগাড় করতে পারেনি। আসলে ওর অতীত জীবনের কীর্তিকলাপই ওকে পুলিশের বিষনজরে ফেলেছিল।

জয়েস স্যার হেনরীর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করল,—'আচ্ছা, আপনার এ ব্যাপারে মতামত কী?'

স্যার হেনরী ক্লিদারিং এতক্ষণ সকলের কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলেন। তার মুখে মৃদু হাসি। জয়েসের প্রশ্ন শুনে উনি মাথা নাড়লেন, বললেন,—'না, এ ব্যাপারে আমার মুখ এখন বন্ধ। রেমণ্ডের বর্ণিত এই কাহিনীটি আমি আগাগোড়া জানি। আমি যখন স্কটল্যানড ইয়ার্ডে ছিলাম তখনই এই ঘটনাগুলি ঘটে। সুতরাং এখনই আসল রহস্যটি প্রকাশ করে দেওয়া আমার ঠিক উচিত হবে না।'

রেমণ্ড তখন মিস জেন মারপল-এর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে,—জেন পিসী, তুমি কী বল? অপরাধী সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

মিস মারপল মুখ তুলে রেমণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,—'এক মিনিট, রেমণ্ড। আবার আমি গোনায় ভুল করেছি। হ্যাঁ, দুটো উল্টো, তিনটে সোজা, একটা ঘর বাদ, আবার দুটো উল্টো…হ্যাঁ, তুমি যেন কী বলছিলে সোনা?'

'তোমার এবিষয়ে কী ধারণা?'—রেমণ্ড তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করে।

'আমার আবার ধারণা! আমাদের মতো বয়স্কদের মতামতের কী সত্যিই কোন দাম আছে এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে?'—মিস জেনের কণ্ঠে স্পষ্টতই অভিমানের সুর।

এটা কিন্তু তোমার অভিমানের কথা পিসী। তোমার মতামত সবসময়েই মূল্যবান,—রেমণ্ড একটু বিব্রত হয়েই কথাগুলি বলে।

'বেশ, আমি তাহলে আমার মতামত জানাচ্ছি।' মিস জেন মারপল ধীরে-সুস্থে বোনার কাটা, পশম ইত্যাদি কোলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। তারপর রেমণ্ডের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—'আমার মনে হয় ভবিষ্যতে বন্ধু নির্বাচনের সময় তুমি একটু সতর্ক হবে। তুমি সহজেই সবকিছু বিশ্বাস করে নাও, তাই ঠকোও খুব সহজে। অবশ্য এর জন্য তোমার লেখকমন ও অতিরিক্ত কল্পনা-প্রবণতাই দায়ী।—স্প্যানিশ স্বর্ণজাহাজ! কল্পনার কী দৌড়! তোমার যখন আরও একটু বয়স হবে, আরও একটু অভিজ্ঞতা বাড়বে, তখন এসব ব্যাপারে আরও অনেক সতর্ক হবে আশা করি। মাত্র কয়েক সপ্তাহের বন্ধুত্বে একজনকে খুব বেশী বিশ্বাস করা কি উচিত? কী বল রেমণ্ড?'

মিঃ হেনরী মিস জেন মারপলের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। তার হাসি আর থামে না!

হাসতে হাসতেই তিনি বললেন,—'নিউম্যানের আসল চরিত্রটা ঠিকই ধরেছেন দেখছি! চমৎকার মিস মারপল, অতুলনীয় আপনার বুদ্ধি। কী করে যে প্রকৃত রহস্যটা ধরে ফেলেন আপনি!'

তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'এবার তাহলে আসল ঘটনাটা শুনুন—

রেমণ্ডের বন্ধু নিউম্যান—ওর যে কত নাম পুলিশের খাতায় আছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এই মুহূর্তে নিউম্যান কর্ণওয়ালে নেই, ও আছে ডার্টমুরে—ঠিক ঠিক বলতে গেলে ডার্টমুরের জেলে এক নির্জন কক্ষে বন্দী অবস্থায়। ওই সোনা চোরাইএর ব্যাপারে অবশ্য সে ধরা পড়েনি, ধরা পড়েছে লনডনে এক ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে।

কোন একটা ব্যাপারে নিউম্যানের অতীত জীবন ঘাটতে গিয়েই কর্ণওয়ালে ওর কাজকারবার আমাদের চোখে পড়ে। তারপর অনুসন্ধান করে জানা যায়, ওই হলো ডুবে যাওয়া 'ওটরানটো' জাহাজ থেকে সোনাচুরি করার আসল পাণ্ডা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওর পল হাউসের বাগানে বেশীর ভাগ চোরাই সোনার বাট মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায়।

খুব চমৎকার মতলবই ও ফেঁদেছিল। কর্ণওয়ালের সমুদ্রে বহুযুগ ধরে অসংখ্য জাহাজডুবির গল্প, বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীর 'জুয়ান ফারনানদেজ' নামে সেই জাহাজটির গল্প ও ভালই বানিয়েছিল। দেখাই যাচ্ছে অনেক সময় সাংঘাতিক অপরাধীরাও খুবই সভ্যভদ্র দেখতে হয় এবং তারা প্রয়োজনে অনেক বিষয়ে বিস্তর পড়াশোনাও করে।

ওই জাহাজ উদ্ধারের নাম করেই পুরোনো কোম্পানীটা কিনে সে লোকলস্কর, যন্ত্রপাতি, লঞ্চ ও ডুবুরি আনিয়েছিল। গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে নির্জন পলহাউস লীজ নিয়ে, ওখানে গাড়ী লরী ইত্যাদি নিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। যেন একজন অর্থবান সখের ঐতিহাসিক পুরাতাত্ত্বিক ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু হয়েই জলের তলায় খোঁজাখুঁজি করছেন। শুধু দরকার ছিল একজন নির্ভেজাল সাক্ষীর। কিছুদিন পূর্বে অন্য এক স্থানে রেমণ্ডের সঙ্গে নিউম্যানের পরিচয় হয়। সম্ভবত কোনো লাইব্রেরীতে; রেমণ্ড ওখানে ষোড়শ শতাব্দীর পটভূমিকায় উপন্যাস

লিখবে বলে বইপত্র ঘাঁটাঘাটি করছিল। রেমণ্ডের লেখক পরিচয় পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিউম্যান তার মতলব ঠিক করে ফেলে। নিউম্যানও ষোড়শ শতাব্দীতে ডোবা জাহাজ নিয়ে রেমণ্ডের কাছে নানা রোমাঞ্চকর গল্প করে, এবং রেমণ্ডকে কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে যাওয়ার জন্য পলহাউসে আমন্ত্রণ করে। রেমণ্ডও এসে ওর সেই সাক্ষীর প্রয়োজনটা মেটাল। কিন্তু ওর এইসব যাবতীয় রোমাঞ্চকর গল্পের পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্যধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ 'ওটরানটো' থেকে সোনা অপহরণ।

রেমণ্ডকে সামনে রেখে নিউম্যান আসল কাজটি সমাধা করে গেছে। রেমণ্ড একজন মোটামুটি খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তাই ওর সাক্ষ্যের দাম পুলিশ নিশ্চয়ই দেবে বলেই নিউম্যান ধারণা করেছিল, এবং সে বিষয়ে একশভাগ সফলও হয়েছিল। আর কেলভিনকে সামনে রেখে এমনভাবে ঘটনা সাজিয়েছিল যাতে পুলিশের সমস্ত সন্দেহ তার উপর গিয়ে পড়ে।'

জয়েস ভুরু কুঁচকে বলে,—'কিন্তু সেই ভাঙা টায়ারের ব্যাপারটা ?'

মিস মারপল এই সময় আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন,— 'গাড়ীর চাকাতো প্রায়ই বদলান হয়। নিউম্যানের লোকেরা সেদিন রাতের অন্ধকারে কেলভিনের লরী থেকে চাকাটা খুলে এনে নিজেদের লরীতে লাগিয়েছিল। ডোবা জাহাজ থেকে সোনা প্রথমে ডুবুরি দিয়ে লঞ্চে তোলে, তারপর উপকূলের দুর্গম গুহাগুলোতে সোনা লুকিয়ে রেখে পাহারা দিতে থাকে। রেমণ্ড এসে ইন্সপেক্টর ব্যাজওয়ারথের আগমন সংবাদ দেয়। কি কারণে ব্যজওয়ারথ আসছে তাও বলে।

নিউম্যান তাড়াতাড়ী করে গুহা থেকে সোনা সরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঝড়বৃষ্টির দিন সুযোগ বুঝে গুহাগুলো থেকে লঞ্চ করে সোনা নিয়ে আসে। তারপর সেই লঞ্চ থেকে ওই লরী করেই সোনার বাঁটগুলোকে নানা জায়গায় পাচার করে। লরীটা সামনের গেট দিয়ে ঢুকিয়ে আর পেছনের গেট দিয়ে বের করিয়ে

ভাঙা টায়ারের দাগটা পাকাভাবেই মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর কাজ শেষ করে আবাব চাকাটা যথাস্থানে লাগিয়ে দিয়ে আসে যাতে পুলিশের সন্দেহ কেলভিনের ওপরই পড়ে।

ঐ মালী-সাজা লোকটার ওপরে কোনো সন্দেহ যাতে না পড়ে সেইজন্য মনে হয় কটা গোলাপ চারা সামনে নিয়ে সে মাটি খোঁড়াখুড়ি করছিল। বাগানে শুধু শুধু মাটি খোঁড়া হলে, পাছে কেউ সন্দেহ করে, সেইজন্য গর্তের মধ্যে সোনার বাটগুলো চাপা দিয়ে ওপরে কটা গোলাপ চারা লাগিয়ে দেওয়া হল। পরে সুযোগ বুঝে সোনা তুলে নিয়ে যাওয়া যাবে। আর নিউম্যানের দলের লোকেরাই মুখে রুমাল ঢুকিয়ে হাত-পা বেঁধে নিউম্যানকে বাগানের একটা গর্তে ফেলে রেখে যায় যাতে সহজে তাকে কেউ সন্দেহ করতে না পারে।'

রেমণ্ড আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করে,—মালী-সাজা লোকটা মানে? ও কি আসল মালী নয়?

মিস মারপল স্মিত হেসে জবাব দেন,—'ও আসল মালী হতেই পারে না। সোমবার সকালে ও গোলাপ চারা পুঁতবার জন্য গর্ত খুঁড়ছিল না? কিন্তু প্রকৃত মালীরা সোমবার কখনই কাজ করবে না। ওদিন ওদের সাপ্তাহিক ছুটি। এটা তো সকলেরই জানা কথা। আর এই ব্যাপারটাই তো আমাকে আসল অপরাধী, মানে নিউম্যানের ওপর সন্দেহ এনে দেয়।'

রেমণ্ডের অবাক-হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন মিস জেন মারপল। তারপর খুব আস্তে আস্তে বললেন,—'তোমার যখন একটি বাড়ী হবে, থাকবে ছোট্ট একটি ফুলের বাগান, তখন এসব ছোটখাটো ব্যাপারগুলিও তোমার জানা হয়ে যাবে রেমণ্ড সোনা।'

জয়েস রেমণ্ডের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল,—'জেনপিসী রেমণ্ড একটা বাস্তব ঘটনা বলেছে বটে, কিন্তু ও যে কল্পনার জগতে বাস করে সেটা মনে হয় এই গল্প থেকেই প্রমানিত হল।'

মিস্ মারপল মৃদু হাসলেন, কোনো উত্তর দিলেন না।

রেমণ্ড একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে ধূমপান করতে লাগল।

স্যার হেনরী এসময় বললেন,—'যাই হোক রেমণ্ড কিন্তু আজ সন্ধ্যায় একটা চমকপ্রদ রহস্যজনক গল্প আমাদের শুনিয়েছে। আগামী মঙ্গলবার কে বলবেন,—আচ্ছা, কথাশিল্পীর পর আমরা চিত্রশিল্পীর গল্পই না হয় পরের মঙ্গলবার শুনব। মিস্ লেমপ্রিয়েরকে পরের দিন বলবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

মিস্ মারপল স্যার হেনরীকে সমর্থন জানালেন।

জয়েস স্মিত হেসে উঠে দাঁড়াল। তারপর লাজুক মুখে বলল—'আমি কি গল্প বলতে পারব, আচ্ছা না হয় চেষ্টা করব বলতে, নিয়ম অনুযায়ী বলতে তো হবেই।'

ডঃ পেনডার উঠে বললেন,—'গল্পটা কিন্তু বেশ জমাট হওয়া চাই, জয়েস। আচ্ছা, আজকের মত আমাদের বৈঠক শেষ করা যাক। পরের মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমরা আবার মিলিত হচ্ছি।'

ফুটপাতে রক্তের দাগ
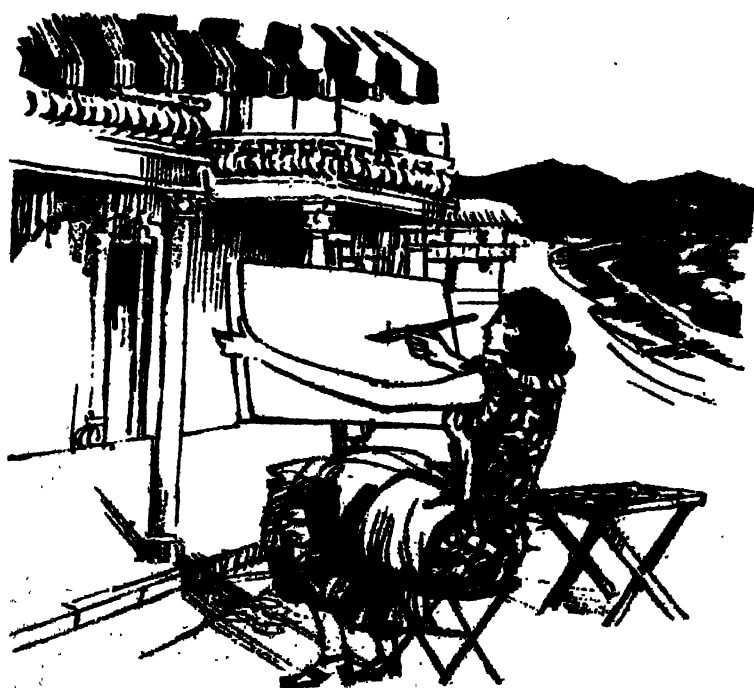
মঙ্গলবারের সান্ধ্য বৈঠকের আজ চতুর্থ অধিবেশন। ঘনায়মান অন্ধকার ধীরে ধীরে এই শান্ত মেরিমীড গ্রামের উপর তার ছায়া বিস্তার করছে। একে একে অতিথিবর্গ মিস্ জেন মারপলের বসবার ঘরে এসে সমবেত হচ্ছেন। যথারীতি মিস্ মারপল চুল্লীর পাশে তার আরাম কেদারায় বসে বোনার সরঞ্জাম নিয়ে স্যার হেনরীর সঙ্গে আলাপ করছেন।

চুল্লীতে পাইনকাঠ পুড়ছে, ঘরে পাইনের মৃদু সৌরভ। মিঃ পেথেরিক এখনও এসে পৌঁছাননি। ডঃ পেনডার, জয়েস ও রেমণ্ড কোনো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে। মাঝে মাঝে জয়েসের উচ্চকিত স্বর ও হাসি শোনা যাচ্ছে।

পরিচারিকা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করলে, জয়েস উঠে গিয়ে চা পরিবেশনের দায়িত্ব নিল। মিস্ মারপল মৃদু হেসে জয়েসকে কি যেন বললেন। মিঃ পেথেরিক ঘরে প্রবেশ করে, মিস মারপলের কাছে তার দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উপস্থিত সবাই তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালো। ওভার কোট ও ছড়ি আলনায় রেখে মিঃ পেথেরিক চুল্লীর সামনে তাঁর আসনে যেয়ে বসলেন। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ডঃ পেনডার বললেন,--

'আর দেরী কেন, মিস্ লেমপ্রিয়ের। আজ তো আপনার বলার পালা, শুরু করুন---

জয়েস্ একটুখানি চুপ করে থেকে, লাজুক মুখে বলতে শুরু করল, —আমি ঠিক ভাল গল্প বলতে পারিনা, হয়ত ঠিক মত সব ঘটনা গুছিয়ে বলতে পারব না, আপনারা একটু কষ্ট করে বুঝে নেবেন।

সবাই সমস্বরে জয়েসকে এ বিষয়ে আশ্বাস দিলেন।

—প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার ঘটনা। সত্যি কথা বলতে কি ঘটনাটি আমার জীবন ও মনের উপর একটা চিরন্তন ছাপ ফেলে গেছে, আমি এখন আর কাউকেই তার বহিরঙ্গ দেখে সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করতে পারি না। আমার কাছে ঘটনাটি অসাধারণ এবং অদ্ভুত মনে হলেও, আপনাদের অবশ্য কেমন লাগবে বলতে পারি না। যাই হোক আমি পুরো ঘটনাটা আগে বলি—বিচারের ভার অবশ্যই আপনাদের।

যদিও বেশ কিছুদিন আগেকার ব্যাপার, কিন্তু সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল বসন্তের দিনটির স্মৃতি আমার চোখের উপর এখনও স্পষ্ট ভাবে ভেসে ওঠে। ওই শান্ত দিনটিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটি বীভৎস ব্যাপার।

আমি একজন অঙ্কনশিল্পী। আশ্চর্যের বিষয় ওইদিন আমি যে ছবিটা এঁকেছিলাম, তার মধ্যেই কেমন করে যেন আঁকা হয়ে গিয়েছিল সেই রহস্যময় ঘটনার একটা অংশের প্রতিচ্ছবি। ক্যামেরায় তোলা ছবির মধ্যে অনেক সময় যেমন অজানিতভাবে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ধরা দেয়। আমি ওই ছবিটা কাউকে বিক্রি করিনি, পাছে সেই পাঁচশো বছর আগেকার প্রচলিত অভিশাপ কাউকে স্পর্শ করে। ছবিটা ঐ ঘটনার একটা সাক্ষী হয়ে আমার স্টুডিওর এককোণে পড়ে আছে।

সাধারণভাবে ছবিটাকে দেখলে মনে হবে, যেন গ্রামের শান্ত একটা রাস্তা, একদিকে বাড়ীঘর, অন্যদিকে সমুদ্র, দূরে পাহাড় বনানী। কিন্তু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে শরীর শিরশির করে। কেমন যেন একটা অপ্রাকৃত ভাব ফুটে ওঠে ছবিটার মধ্যে। ছবিটাকে দেখবার প্রবৃত্তি আমারও হয় না, ওটাকে দেখলেই, একটা ভয়ঙ্কর দুঃসহ স্মৃতি আমার মনে পড়ে যায়।

ঘটনাটি যে গ্রামে ঘটেছিল তার নাম রাদোল। কর্নওয়ালের সমুদ্রোকূলে একটি ধীবরপ্রধান গ্রাম। ছবির মতো জায়গাটি, বেশী

পর্য্যটকের ভীড় নেই, খুবই শান্ত, শিল্পীর তুলিতে জলরঙে আঁকা একটি ল্যাণ্ডস্কেপ যেন। জীবনযাত্রার গতিও খুব ধীর। ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা যেন একটি প্রাচীন গ্রাম। বাড়ী ঘর, দোকান, সরাইখানা, রাস্তাঘাট, কোন কিছুরই যেন পরিবর্ত্তন হয়নি, শতাব্দীকাল আগের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। গ্রামের অধিবাসীরাও তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা সরু সরু রাস্তা সারা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড়ের উপর থেকে দেখলে সারা গ্রামের জীবন প্রবাহের প্রতিচ্ছবি এক নজরেই চোখে পড়ে।

যাই হোক আসল গল্পটায় আসি। আমি ওই গ্রামে দিনপনেরোর জন্য গিয়েছিলাম কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকব বলে। উঠেছিলাম একটি পুরোনো পান্থশালায়। পনেরোশো শতকে যখন স্পেনের নৌশক্তির খুব রমরমা, তখন একবার স্প্যানিশ্ আর্মাডার কিছু যুদ্ধজাহাজ এসে এই গ্রামের উপর হামলা করে। সমস্ত গ্রাম তারা কামান দেগে প্রায় ধ্বংস করে দেয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই পান্থশালাটি—নাম 'পলহারুইথ আরম্‌স' কেমন করে যেন অক্ষত থেকে যায়। শুধু গোলা লেগে এই পান্থশালার বাতাসের গতি পরিবর্ত্তনের দিক-নির্দেশিকাটি ভেঙ্গে যায়। সেটি এখনও ঐ অবস্থাতেই আছে।

রেমণ্ড এই সময় মন্তব্য করে,—'সত্যিই কি তাই, ইতিহাসেও কি তাই বলে?'

জয়েস বলতে থাকে—হ্যাঁ, ওই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল বলেই তো আমি ওখানে শুনেছিলাম। আমি কিন্তু সত্যিই একটা গোলার দাগ পান্থশালাটির পাশের দেয়ালে দেখেছিলাম। যাইহোক সেটা আসল কথা নয়। এই পান্থশালাটির গঠন প্রকৃতিটা একটু অদ্ভুত রকমের। ঝুলবারান্দাগুলি প্রায় রাস্তার ওপর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। এই ঝুলবারান্দাগুলির একটি আমার খুবই পছন্দসই ছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে

আমি সমুদ্রে মাছধরা আর গ্রামের লোকচলাচল দেখতাম। আর বারান্দার নীচে একটা কোণে বসে ক্যানভাস খাটিয়ে ছবি আঁকতাম আমি।

একদিন সকালে, চারদিক ঝকঝক করছে সূর্যের আলোয়, আমি প্রাতরাশ খেয়ে একমনে বসে ছবি আঁকছি, হঠাৎ একটা মোটর গাড়ীর আওয়াজ। গ্রামে মোটর গাড়ী নেই, আমি আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা মোটর গাড়ী নেমে আসছে। মনে হল আমাদের পান্থশালাটাতেই গাড়ীটা আসছে। হ্যাঁ—সত্যিই গাড়ীটা আমার সামনে ঝুলবারান্দার নীচে এসে থামল।

তুজন গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল, একজন পুরুষ ও একজন খুব গাঢ় উজ্জ্বল রক্তের মতো লাল রঙের পোষাক পরা মহিলা। মাথার টুপিও ওই একই রঙের। খুব ভালভাবে ওদের লক্ষ্য করিনি অবশ্য। ওরা তুজনেই ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটু পরেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, তারপর গাড়ীটা চালিয়ে নিয়ে অদূরে পান্থশালার গাড়ী রাখার জায়গায় রেখে এলেন। তারপর ধীর পায়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে পান্থশালার দিকে আসতে লাগলেন। আমার পাশ দিয়েই উনি পান্থশালা পার হয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলেন।

এমন সময় আবার গাড়ীর শব্দ। আরও একটা গাড়ী এসে আমার সামনে, রাস্তায় থামল। চালকের আসন থেকে নেমে এলেন এক সুন্দর সাজগোজ করা ভদ্রমহিলা। উজ্জ্বল কমলা রঙের পোষাক, মধ্যে গাঢ় লাল আর হলুদ রঙের ফুল ফুল ছাপ। এত চকচকে রঙচঙে পোষাক সচরাচর কেউ পরে না। মাথায় পরেছে লম্বা খড়ের টুপি—আচ্ছা ওগুলোকে তো পানামা টুপি বলে, তাই না? আর টুপিটাতে বাঁধা ছিল একটা হলুদ লালে মেশানো ফিতে।

মহিলাটি গাড়ী থেকে নেমে ঝুল বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালেন। এমন সময় আগের গাড়ীতে আসা ভদ্রলোক গাড়ির শব্দ শুনে এদিকে তাকিয়েছিলেন। বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন,—'আরে, ক্যারল না ?'

আমি ছবি আঁকা বন্ধ রেখে, আগন্তুক মহিলার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বললেন,—'আরে, তুমি এখানে, তোমাকে এত বছর বাদে এখানে দেখতে পাব, এতো স্বপ্নেও ভাবিনি। কতবছর হয়ে গেল বল দেখি! এ্যাঃ! আমার স্ত্রী মার্গারিও তোমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে। আমরা এখানেই উঠেছি, ও উপরে আছে। চল—তোমার সঙ্গে ওকে আলাপ করিয়ে দিই।'

এবকম কথাবার্ত্তা বলতে বলতে ভদ্রলোক আগন্তুক মহিলাকে নিয়ে হোটেলের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। এমন সময় ভদ্রলোকের স্ত্রী দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম ভদ্রলোকের স্ত্রী এই ক্যারল নামে মেয়েটিকে দেখে খুশী হবেন কিনা। আমি ক্যারলকে খুব খুঁটিয়ে না দেখলেও, আমার মনে হল ক্যারল ভদ্রলোকের স্ত্রী মার্গারির থেকে অনেক বেশী সুন্দরী, আকর্ষণীয়া। মার্গারি যেন ওর চেহারা ও রঙচঙে পোষাকের পাশে খুবই সাধারণ, অনুজ্জ্বল।

এসব ব্যাপারে অবশ্য আমার মাথা ঘামানো উচিত নয়। তবুও মেয়েদের মন—বোঝেন তো, আমরা এসব ব্যাপার যতটা বুঝতে পারি, পুরুষেরা সেভাবে পারবে না। ওরা আমার কাছ থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। কিছু কিছু কথা ভেসে আসছিল, পুরোটা শুনতে পাইনি। বেড়ানো, সমুদ্র স্নান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

পুরুষ লোকটির নাম ডেনিস্, খুবই সুপুরুষ চেহারা। ডেনিস্

একটা বোট ভাড়া নিয়ে সমুদ্রে ঘুরতে যেতে চাইছিল। টুরিষ্ট ম্যাপে আছে, এখান থেকে মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের ওপর নাকি একটা গুহা আছে। জায়গাটা অপূর্ব সুন্দর, ওখান থেকে সমস্ত অঞ্চলটাই নাকি দেখতে পাওয়া যায়। ক্যারল ওখানে যেতে রাজি, কিন্তু বোটে চড়ে নয়। ও যেতে চায় হাঁটা পথে, অনেকটা ঘুরে পাহাড়ি পথে। বোটে চড়লে ওর নাকি মাথা ঘোরে। আলোচনার পর মনে হয় ঠিক হল ক্যারল যাবে পাহাড়ে পাকদণ্ডি বেয়ে আর ডেনিস ও মার্গারি যাবে বোটে, তারপর গুহার ওখানে গিয়ে তিনজনে মিলবে।

এই পর্যন্ত বলে জয়েস একটু বিব্রত হয়েই বলে,—আপনারা কিন্তু মনে করবেন না আমি আড়িপেতে এসব কথা শুনেছি, ওরা বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল। প্রায় সবকথাই কানে আসছিল আমার।

ওরা এরপর পান্থশালার ভেতরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর আবার তারা স্নানের পোযাক-টোষাক নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেশ চনমনে রোদ উঠে গেছে তখন। আমার আর আঁকতে ভাল লাগছিল না। আমিও আঁকার সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে উঠে পড়লাম। বেশ গরমই লাগছিল। স্নান করতে যাব—ঠিক করলাম। দুপুরের পর রোদ পড়ে এলে আবার আঁকা শুরু করা যাবে।

ঘরে গিয়ে স্নানের পোষাক আর খাবারের ঝুড়ি নিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে রওনা দিলাম। ওখানে একটা বিশেষ জায়গায় আমি স্নান করি। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, লোকজনের ভীড় নেই। খানিকটা দূরে জাল ও অন্যান্য মাছ ধরার সরঞ্জাম শুকোতে দেওয়া রয়েছে। আমি কিছুক্ষণ সৈকতে শুয়ে রোদ পোয়ালাম, তারপর অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। টিনের খাবার ও কফি দিয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ করা গেল। প্রসঙ্গত বলে রাখি ওরা তিনজন যে পাহাড়ে বেড়াতে গেল, সেটা আমার স্নানের জায়গার প্রায় উলটো দিকে।

অনেকটা সময় সমুদ্রতীরে কাটিয়ে যখন পান্থনিবাসে ফিরে এলাম,

তখন শরীরটা বেশ তাজা ঝরঝরে লাগছিল। পোষাক পাল্টে তখনই আঁকায় বসব বলে ঠিক করলাম। অলস মধ্যাহ্ন যেন গ্রামটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। চারদিক বেশ শুনশান, নিস্তব্ধ। পশ্চিমগগনে হেলে পড়া সূর্যের তির্যক রশ্মি ধারালো ছুরির ফলার মত পান্থশালার সামনের রাস্তায় বিঁধে রয়েছে। আঁকার পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ। এই দৃশ্যটারই ছবি আঁকব, চমৎকার হবে। দেখে মনে হল ওই ডেনিস ভদ্রলোকরাও স্নান সেরে ফিরে এসেছে। ঝুলবারান্দায় ওদেরই অত্যুজ্জ্বল লাল পোষাকগুলি রোদে শুকোতে দেওয়া রয়েছে। আঁকায় বেশ মন বসে গিয়েছিল আমার।

অনেকক্ষণ পর মুখ তুলতেই দেখি আমার অদূরে পিলারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক। কখন যে লোকটি এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পাইনি। যাতুকরের মত নিঃশব্দেই যেন উপস্থিত হয়েছে লোকটি। ওর পোযাকআশাক ও রোদেপোড়া তামাটে চেহারা দেখে বুঝলাম লোকটার পেশা মাছধরা। তবে লোকটার বেশ লম্বা কালো দাড়ি ছিল, আগেকার দিনের নাবিকদের যেমন থাকত। আর মাথায় ছিল চওড়া কাঁদাওয়ালা কিউবান খড়ের টুপি। ছবিতে দেখা কোনো জলদস্যু জাহাজের ক্যাপটেনের মত চেহারা যেন ওর।

সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ওর একটা স্কেচ আঁকতে শুরু করে দিলাম। ও চলে যাওয়ার আগেই স্কেচটা শেষ করব ভেবে তাড়াতাড়ি আঁকতে লাগলাম আমি। তবে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সারা দিন লোকটি ওখানে ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আঁকা যখন প্রায় শেষ করে এনেছি তখনই হঠাৎ ও নড়েচড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার ছবি আঁকা ওকে যে আকৃষ্ট করেছে বুঝতে পারলাম।

আমার কাছাকাছি এসে লোকটি বলল,—'হ্যা, আমাদের রাদোল গ্রাম ছবি আঁকার পক্ষে ভাল। খুবই আকর্ষণীয়, সুন্দর জায়গা, তাই না!'

আমি মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিলাম। কিন্তু হলে হবে কি। তারপর আস্তে আস্তে লোকটার মুখে কথার তুবড়ি ফুটতে লাগল যেন। কী কথাই যে সে বলতে পারে! সারা রাদোল গ্রামের ইতিহাস ও গড়গড় করে বলে চলল। কীভাবে স্প্যানিয়ার্ডরা কামান দেগে সারা গ্রাম বিধ্বস্ত করেছিল, শুধু এই পলহারুইথ এর মালিক শেষ পর্যন্ত তরবারি হাতে লড়ে গিয়েছিল। এক স্প্যানিশ ক্যাপটেনের তরবারির আঘাতে যখন সে রাস্তায় পড়ে যায়, ফিনকি দিয়ে রক্ত কীভাবে এই রাস্তা ভিজিয়ে দেয়, যার দাগ একশো বছরেও নাকি মোছা যায়নি—এইসব ঘটনার খুঁটিনাটি তথ্য বিস্তারিত ভাবে আমাকে শুনিয়ে গেল লোকটি।

ঘনিয়ে আসা অপরাহ্নের স্তব্ধ পরিবেশে লোকটির মৃদুস্বরে উচ্চারিত ওই ধারাবাহিক বিবরণ পুরোন দিনের কথাই যেন মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। খুব নম্রস্বরে কথা বলছিল লোকটি কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার বেশ ভয়ই লাগছিল। লোকটির কথা বলার ভঙ্গী, চোখের চাউনি দেখে যদিও সেরকম মনে হয় না কিন্তু তবুও কেন জানি আমার মনে হচ্ছিল একটা নিষ্ঠুরতা ওর মনের ভিতরে কোথাও সুপ্ত আছে। ষোড়শ শতাব্দীর সেই ধর্মযুদ্ধের বিবরণ, ধর্মের নামে রোমান ক্যাথলিকদের সেই সব নৃশংস অত্যাচারের কাহিনীও লোকটা আমাকে শোনাল—যা আমি আগে কোনদিন শুনিনি। কি সব ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

লোকটি যখন ওর গল্প বলে যাচ্ছিল, তখন আমি আঁকছিলাম। আঁকতে আঁকতেই শুনছিলাম ওর কথা। আর হঠাৎই খেয়াল করলাম আমি, যা আঁকব বলে ভাবিনি তাই-ই এঁকে ফেলেছি কখন। হোটেলের সামনের ফুটপাথে যেখানে পড়ন্ত সূর্যের রশ্মি আঁকব বলে ঠিক করেছিলাম, সেখানে আমি কিছু রক্তের ছাপ এঁকে ফেলেছি। রক্তাক্ত সব গল্প আমার মনকে এতই মজিয়ে দিয়েছিল, যে কখন নিজের অজান্তেই রাস্তায় পড়ন্ত লালচে সূর্য রশ্মির বদলে এঁকে ফেলেছি রক্তের মত লাল ছোপ ছোপ দাগ। ভাল করে আবার রাস্তার দিকে

তাকালাম। তাকিয়েই প্রচণ্ড চমকে উঠলাম, বিস্ময়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম আমি। ফুটপাথে রৌদ্রের লালচে আভার জায়গায় সত্যিই বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্ত পড়ে রয়েছে বলে মনে হল।

দু-তিন মিনিট সেদিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আমি চোখ বুঁজে ফেললাম। মনে মনে বললাম,—আমি কি পাগল হয়ে গেলাম! এই আলোকিত অপরাহ্নে ফুটপাথে রক্তের দাগ দেখছি! আবার চোখ খুললাম আমি। চোখের সামনে তখনও সেই রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। লোকটির গল্পে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—আচ্ছা আমি কি ঠিক দেখছি! দেখুন তো, সামনের ঐ ফুটপাথে সত্যিই কি ওগুলো রক্তের দাগ?

একটু অবাক হয়েই লোকটি আমার দিকে তাকাল। একটু করুণা মিশ্রিত কণ্ঠেই বলে উঠল,—'না মহাশয়া, আজকাল আর রক্তটক্ত দেখতে পাবেন না আপনি। আমি যেসব ঘটনার কথা শোনাচ্ছিলাম, সেগুলো কয়েকশ বছর আগেকার ঘটনা।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম—হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু ওই ফুটপাথে ওটা কীসের দাগ দেখছি—এই কথা বলে নিজেই বুঝতে পারলাম আমি যা দেখেছি, তা লোকটার চোখে পড়েনি। একটু বিব্রত হয়েই আমি আঁকার সাজসরঞ্জামগুলো গুছিয়ে ফেললাম। আজ আর আঁকা হবে না, সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক সেই সময় সকালে আসা সেই ডেনিস ভদ্রলোকটি পান্থশালা থেকে বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় এসে ভদ্রলোক খুবই বিমূঢ় চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন, ওপরে ঝুলবারান্দায় দেখলাম তাব স্ত্রী রোদে শুকোতে দেওয়া জামাকাপড়গুলো তুলছেন।

ডেনিস লোকটি গাড়ীর দিকে খানিক এগিয়ে, হঠাৎই আবার ঘুরে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমার সঙ্গী সেই দাড়িওয়ালা

লোকটিকে বলল,—'আচ্ছা, বলতে পার, ওই গাড়ীতে যে মহিলাটি এসেছিল, সে কি স্নান সেরে ফিরেছে ?'

লোকটি বলল,—'কোন্ মহিলার কথা বলছেন স্যার ! ওই বড় বড় ফুল আঁকা পোষাক পরা মহিলাটি ? উনি তো অনেকক্ষণ আগে পাহাড়ের রাস্তা ধরে গুহার দিকে গেছেন ।'

ডেনিস বলল,—'হ্যাঁ সেটা আমি জানি। আমরা গুহায় একসঙ্গেই ছিলাম। স্নান করেছিলাম। তারপর মহিলাটি আবার পাহাড় বেয়েই হোটেলের দিকে রওনা দেন। আমরা বোটে চড়ে আসি। কিন্তু সে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল। এর মধ্যে তো তার ফিরে আসার কথা। আচ্ছা পাহাড়ের রাস্তা কি খুব পিছল, বিপজ্জনক ?'

লোকটি বলল,—'যারা পাহাড়ের রাস্তা ঠিক চেনে না বা পাহাড়ে উঠতে জানে না তারা তো বিপদে পড়তেই পারে। চেনাজানা লোকের সঙ্গে যাওয়াই এক্ষেত্রে ভাল ছিল স্যার।'

লোকটি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডেনিস ওকে থামিয়ে প্রায় দৌড়ে গিয়ে ওর স্ত্রীকে ডাকতে লাগল। স্ত্রী দোতলার ঝুল বারান্দায় আসতেই ডেনিস চেঁচিয়ে বলল,—'মার্গারি, ক্যারল তো এখনও ফিরল না। কী করি বলতো !'

মার্গারি কী উত্তর দিল বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ডেনিসের সব কথাই কানে আসছিল। সে চেঁচিয়ে বলছিল,—'কিন্তু আমরা তো বেশী দেরীও করতে পারব না। পেরিনদার-এ তো আজকে পৌঁছতেই হবে। তুমি তৈরী হয়ে নীচে এস। আমি গাড়ী নিয়ে আসছি।'

একটু পরেই ওরা গাড়ী নিয়ে চলে গেল। আমি আঁকার সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিয়ে পান্থশালার ভিতরে গেলাম। কিন্তু আমার মাথা থেকে কিন্তু সেই রক্তের ছাপের ব্যাপারটা তখনো যায়নি। আমি কিছুক্ষণ পরে রাস্তায় এসে ফুটপাথটা ভাল করে দেখলাম। কিন্তু তখন আর রক্তের দাগটাগ কোথাও দেখতে পেলাম না। সবটাই কি আমার আজগুবি

কল্পনা ? কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখেছিলাম। যদি সত্যিই রক্তের দাগ ফুটপাথে আমি দেখে থাকি তাহলে সেটাই বা এখন কোথায় গেল ? এইসব সাতপাঁচ ভাবছিলাম। বেশ একটু ভয়-ভয়ই লাগছিল আমার, এমন সময় সেই কালো দাড়িওয়ালা লোকটার গলা কানে এল। লোকটি খুব আগ্রহের সঙ্গে আমাকে দেখছিল।

সে বলল,—'আপনি কি ম্যাডাম্ সত্যিই রক্তের দাগ দেখেছিলেন এখানে ?'

আমি মাথা নেড়ে জানালাম,—'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'খুবই আশ্চর্য ! খুবই আশ্চর্য ব্যাপার !'—লোকটি বলল। 'এ অঞ্চলে বহুকাল ধরে একটা কুসংস্কার খুব প্রচলিত আছে, জানেন ? যদি সত্যিই কেউ এখানে রাস্তায় বা ফুটপাথে রক্তের দাগ দেখে,—বলেই লোকটি হঠাৎ থেমে গেল।

আমি বললাম,—'কেউ রক্তের দাগ দেখলে কী হয় ?'

লোকটি আবার শান্তস্বরে কথা বলে উঠল। খুব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম ওর কথাবার্তা খুবই মনোজ্ঞ, উচ্চারণ সাবলীল, মনেই হয় না লোকটি একজন অশিক্ষিত ধীবর।

লোকটি ঠাণ্ডা নিস্পৃহ গলায় বলে চলল,—'এ অঞ্চলের লোকেরা বিশ্বাস করে, যদি কেউ কোনদিন এখানে কোথাও রক্তের ছাপ দেখে তবে তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ধারেকাছেই কোথাও রক্তপাত ঘটবে, কেউ খুন হবে।'

শুনে আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। লোকটার কথা বলার ভঙ্গীতে এমন স্পষ্ট বিশ্বাস লুকোনো ছিল যে আমি এক অজানা ভয়ে কেঁপে না উঠে পারলাম না।

লোকটি বেশ জোরের সঙ্গেই বলে চলল,—'মহাশয়া, আপনি এখানকার গীর্জায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখতে পাবেন। দেখবেন সেখানে লেখা আছে—'

আমি আর শুনতে চাইছিলাম না। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। হঠাৎ-ই দূরে চোখে পড়ল পাহাড়ের ঢালু রাস্তা ধরে সেই ক্যারল নাম্নী মেয়েটি দ্রুতগতিতে ফিরে আসছে। দূর থেকে ওকে মনে হচ্ছে যেন কিছু লাল হলুদ ফুল নেমে আসছে পাহাড় থেকে। ওর গায়ে ছিল সকালে দেখা বড় বড় লাল হলুদ ফুল আঁকা কমলা রঙের উজ্জ্বল পোষাক। দূর থেকে আমার মনে হচ্ছিল ওর সারা শরীরে যেন রক্ত মাখানো রয়েছে। আমার মাথায় তখন শুধু রক্তের মত লাল রঙ খেলে যাচ্ছিল। চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কেমন যেন শরীরটা খারাপ লাগছিল।

একটু পরেই গাড়ীর আওয়াজ, ভাবলাম ক্যারলও বোধ হয় ডেনিসদের মত পেরিনদার-এর দিকে যাবে। কিন্তু উঠে তাকিয়ে দেখি গাড়ীটা ঠিক উল্টো দিকের রাস্তা ধরে চলে গেল। গাড়ীটা চলে যেতেই একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমার অজান্তেই বুক থেকে যেন একটা ভারী পাথর নেমে গেল।

জয়েস থামতেই রেমণ্ড বলে উঠল,—'এই-ই যদি তোমার গল্পের শেষ হয়, তবে বলতেই হবে তোমার চোখে যেটা রক্তের দাগ মনে হয়েছিল, সেটা আসলে তোমার মনের একটা কিম্ভুত কল্পনা। সাধারণত বদহজম হলে লোকে চোখে এইসব উল্টোপাল্টা রঙের খেলা দেখে।'

জয়েস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,—না, না, এখানেই শেষ নয়। শেষের কথাটা আগে শুনে নাও। ওই ঘটনার কয়েকদিন পরে খবরের কাগজে দেখি বড় বড় হেডিংয়ে একটা খবর ছাপা হয়েছে। হেডিংটা ছিল—'স্নানার্থীর মর্মান্তিক পরিণতি'।

খবরের কাগজে যা লিখেছিল তাহল এই—

'রাদোল গ্রাম থেকে কিছু দূরে সমুদ্র তীরবর্তী একটি জায়গায় ক্যাপটেন ডেনিস ড্যাক্রের স্ত্রী স্নান করতে গিয়ে নিমজ্জিত হন। ক্যাপটেন এবং তার স্ত্রী সেই সময় ওখানে একটি হোটেলে ছিলেন

তারা সমুদ্রে স্নান করবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ হওয়ায় ক্যাপটেন ডেনিস স্নানে না গিয়ে গলফ খেলতে চলে যান। তার সঙ্গে হোটেলের আরও কয়েক ব্যক্তি গলফ মাঠে যান। কিন্তু ক্যাপটেনের স্ত্রী আবহাওয়া একটু ভাল হওয়ায় একাই সমুদ্রস্নানে যান। অনেকক্ষণ পরেও স্ত্রী যখন স্নান সেরে ফিরলেন না তখন ক্যাপটেন ডেনিস আরও কয়েকজনকে সঙ্গী করে স্ত্রীকে খুঁজতে যান। সমুদ্রের কাছে একটি পাথরের চাঁইয়ের কাছে স্ত্রীর জামা কাপড় দেখতে পান কিন্তু স্ত্রীর কোন চিহ্ন সেখানে খুঁজে পান না। তিন-চার দিন পর সেখান থেকে বেশ কিছু দূরে তার স্ত্রীর মাছে ঠোকরান বিকৃত মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ঢেউ তাকে ওখানে এনে ফেলেছিল। হাতে বিয়ের আংটি দেখে ক্যাপটেন তার স্ত্রীর মৃতদেহ সনাক্ত করেন। মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা যায়, মহিলার মাথায় একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। অনুমান করা হচ্ছে, ভদ্রমহিলা যখন সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, তখন চোরা কোন পাথরে লেগে তার মাথা ফেটে যায় এবং জ্ঞানহারা অবস্থায় তিনি সমুদ্রে ভেসে যান।'

জয়েস একনিশ্বাসে কথাগুলি বলে দম নেওয়ার জন্য থামল। তারপর বলল,—আমার একটা ব্যাপার খুবই আশ্চর্য লাগছে। আমি হিসেব করে দেখলাম যেদিন ভদ্রমহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, তার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগেই আমি রাদোলের ফুটপাতে রক্তের ছাপ দেখেছিলাম।

স্যার হেনরী হাসতে হাসতে বললেন,—'এটা তো সম্পূর্ণ একটা আধিভৌতিক গল্প হয়ে গেল। তাই নয় কি!'

মিঃ পেথেরিক তার স্বভাবসিদ্ধ খুক খুক করে কেশে বললেন,—'কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা লাগছে। ভদ্রমহিলার মাথায় ওই ক্ষতচিহ্নটি। এ ব্যাপারে কারও নিষ্ঠুর হাত থাকার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও আমাদের হাতে ভাল সাক্ষ্য

প্রমাণ নেই তবুও খটকাটা থেকেই যায়। মিস জয়েস অবশ্য তার দিবা স্বপ্ন দিয়ে আমাদের কী বোঝাতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

রেমণ্ড বলে উঠল,—'সব ব্যাপারটাই বদহজমের ফল ও কাকতালীয় ঘটনা। জয়েসের দেখা সেই দম্পতিটি, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নাও থাকতে পারে। এরা অন্য কোন ডেনিস হতে পারে! আর ওই কুসংস্কারের ব্যাপারটা তো মনে হয় শুধু রাদোলের অধিবাসীদের পক্ষেই প্রযোজ্য।'

স্যার হেনরী বললেন,—'আমার মনে হয় জয়েসের বর্ণিত সেই কালো দাড়িওয়ালা নাবিকটি এর পেছনে থাকতে পারে। অবশ্য আমি মিঃ পেথেরিকের সঙ্গে একমত যে জয়েস আমাদের হাতে রহস্য ভেদ করার মত তথ্য তুলে দিতে পারেনি।'

জয়েস তখন ডঃ পেনডারের দিকে তাকাল। ডঃ পেনডার মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন,—'গল্পটা খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু স্যার হেনরী ও মিঃ পেথেরিক ঠিকই বলেছেন, আমরা বিশেষ কোন সূত্র পাইনি যার সাহায্যে রহস্য ভেদ করতে পারি।'

ডাঃ পেনডারের কথা শেষ হতেই জয়েস আগ্রহভরে মিস জেন মারপলের দিকে তাকাল। মিস মারপল হাসিমুখে জয়েসের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'তুমি কিন্তু সোনা এমন কিছু তথ্য বলনি যাতে এঁরা সহজেই রহস্যভেদ করতে পারেন। যদিও আমরা মেয়েরা অনেককিছু বুঝতে পারি, বিশেষ করে আমার চোখে মাঝে মাঝে অতি সাধারণ জিনিসও ধরা পড়ে যায়। যেমন ধর পোষাকআশাকের ব্যাপারটা। মেয়েদের পোষাকের মধ্যে কী রহস্য যে লুকিয়ে থাকে, কোন পুরুষমানুষ কি তা ধরতে পারে! আমরা মেয়েরাই শুধু পারি, তাই না!'

একটু থেমে মিস মারপল বললেন,—'কী ধূর্ত মহিলা, চিন্তাই করা যায় না। আর তার চেয়েও অনেক খারাপ ওই লোকটি।'

মিস মারপলের কথা শুনে জয়েসের তখন চোখ ছানাবড়া। সে অবাক হয়ে বলে উঠল,—জেন পিসি! আমার বিশ্বাস আপনি আসল রহস্যটা ঠিক ধরতে পেরেছেন। তাই না!

'হ্যাঁ সোনা।' ধীর কণ্ঠে মিস মারপল বললেন,—'আমার পক্ষে এখানে বসে সমস্ত ঘটনাটা শোনার পর, সত্যি ব্যাপারটা ধরা খুব কঠিন হয়নি। তোমার পক্ষে অবশ্য প্রথমে ধরাটা একটু কষ্টকর ছিল। তুমি একজন শিল্পী। পরিবেশের একটা প্রভাব তোমাব মনের ওপর ছাপ ফেলবেই। আমার ওপর এখানে ওই প্রভাবটা না থাকায় আসল ঘটনাটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ফুটপাতের ওপব টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে জলমেশানো বক্তবিন্দু। আর সেটা পড়ছে ঝুলবারান্দায় শুকোতে দেওয়া ভিজে পোষাক থেকে। লাল রঙের পোষাক থেকে। খুনীরা বুঝতেই পারেনি পোষাকে রক্তের দাগ লেগেছিল। পোষাকের রঙ আর রক্তের রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছিল। খুবই সাধারণ ব্যাপার অথচ কত তাৎপর্যময়।'

স্যার হেনরী এসময় বলে উঠলেন,—'মাপ করবেন, মিস মারপল, আনরা কিন্তু এখনও অন্ধকারে। আপনি ও জয়েস মনে হচ্ছে ব্যাপাবটা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা পুরুষরা এর বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছি না।'

জয়েস মৃদু হেসে বলল,—এখন আপনাদের গল্পের শেষটা শোনাচ্ছি। ওই ঘটনার প্রায় বছর খানেক পরে সমুদ্রতীরবর্তী আর একটা স্বাস্থ্য নিবাসে আমি গেছিলাম। একদিন সকালে বাইরে বসে আমি ছবি আঁকছি, এমন সময় হঠাৎই আমার মনে হল অনেকদিন আগে দেখা কোন দৃশ্য আমি আবার দেখছি। সামনের রাস্তায় তখন একজন ভদ্রলোক ও মহিলা তৃতীয় এক মহিলাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আর ওই তৃতীয়ার পরনে লাল লাল ফুলওয়ালা উজ্জ্বল রঙের পোষাক।

ওদের কথাবার্তাও আমার কানে এসে পৌঁছল,—'আরে ক্যারল যে! তোমাকে এখানে দেখব সে তো স্বপ্নেও ভাবিনি! ওঃ—কতদিন পর! তোমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দি। জোয়ান, এ হল মিস ক্যারল হারডিং…'

আর বেশী কিছু শোনার ধৈর্য আমার ছিল না। মনের মধ্যে ভেসে উঠল একবছর আগে দেখা একটি সকাল। আর সেই একই সংলাপ! একই লাল ফুল ফুল পোষাক পরা মেয়ে! ভাল করে ওদের দিকে তাকালাম। লোকটিকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম। রাদোলে দেখা সেই ডেনিস। ডেনিসের স্ত্রী অবশ্য এখানে পালটে গেছে। মার্গারির বদলে জোয়ান। তবে জোয়ান মেয়েটিও মার্গারির মত তরুণী, সাদামাটা, সরল চেহারার।

তারপর যে সব সংলাপ কানে এল তাতে আমি আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, বোধশক্তি সব যেন হারিয়ে যেতে লাগল আমার। ওরা সমুদ্র স্নান করতে যাওয়া নিয়ে কথা বলছে। এর পরে কী করেছিলাম আমি জানেন? বিশ্বাস করবেন না। আমি সোজা ওখানকার পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। ওরা হয়ত আমাকে প্রথমে নির্বোধ কোন ছিটগ্রস্ত মেয়ে ভেবেছিল। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল ওই সময় ওই থানায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে একজন গোয়েন্দা ইনস্‌পেকটর এসেছিলেন ঠিক ওই ব্যাপারটি নিয়েই খোঁজখবর করতে। ওই গোয়েন্দার কাছেই শুনলাম, পুলিশ ডেনিস ড্যাক্রেকে অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করছে। ডেনিসের অবশ্য নানা নাম। এক এক জায়গায় এক এক নাম ব্যবহার করে।

জয়েস তার কথা থামিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে নিল। তারপর বলল,—ওঃ কী ভয়ানক সব ব্যাপার! আসল ঘটনা যখন শুনলাম তখন আতঙ্কে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। ডেনিস পুলিশের হাতে ধরা পড়ল, আর তখনই সব ব্যাপার জানাজানি

হয়ে গেল। প্রথমে এই ব্যাপারে সন্দেহ নাকি ইনস্যুরেনস্ কোম্পানীই করে।

ডেনিস সাধারণত সাদামাটা সরল চেহারার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করত। যাদের খুব আত্মীয়স্বজন নেই এমন সব মেয়েদের সঙ্গে ডেনিস আলাপ জমিয়ে তাদের বিয়ে করত। বিয়ে করার পরই স্ত্রীর নামে প্রচুর টাকার লাইফ ইনস্যুরেনস্ করাত ডেনিস। তারপর কিছুদিন পরে তাকে নিয়ে আসত সমুদ্র তীরবর্তী কোন নিরিবিলি অঞ্চলে। আর তখনই ঘটনাস্থলে হাজির হত তার আসল স্ত্রী ক্যারল। তারপর স্নান করার নাম করে ওরা বেচারা নববধূকে জলের ভিতর খুন করত। আর মৃতা বধূর দেহ সমুদ্রের স্রোতধারা বরাবর ভাসিয়ে দিত। স্রোতের ধাক্কায় সেই দেহ ভেসে যেত মাইল কয়েক দূরের কোন তীরে।

ক্যারল তখন হোটেলে ফিরে এসে নববিবাহিত স্ত্রীর পোষাক পরে ডেনিসের স্ত্রী সাজত। তারপর স্বামী-স্ত্রী যেন হোটেল ছেড়ে পূর্ব-নির্দ্ধারিত কোন জায়গায় যাচ্ছে এমনভাবে বেরিয়ে যেত। যাওয়ার আগে অবশ্য ওই 'ক্যারল' নামধারী মেয়েটির জন্য একটু লোকদেখানো খোঁজ খবর নিত। ক্যারলই যে আসলে ওর স্ত্রী সেজে যাচ্ছে সেটা বোঝবার কোনো উপায়ই থাকত না কারো—ওই পোষাকের ব্যাপারটার জন্য। মৃতা নববধূর (কোথাও মার্গারি, কোথাও জোয়ান) পরিত্যক্ত পোষাক তখন ক্যারলের পরনে। পোষাকের মিল থাকায় কারও সন্দেহের উদ্রেক হত না। কিছুক্ষণ পরে ক্যারল আবার তার নিজের সেই উজ্জ্বল ছাপওয়ালা জামা ও টুপি পরে ঐ জায়গায় ফিরে আসত, তারপর গাড়ী নিয়ে অন্যদিক দিয়ে যেয়ে একসঙ্গে মিলিত হতো।

তারপর দু একদিনের মধ্যেই কাছাকাছি কোনো সমুদ্রতীরে যেয়ে ডেনিস্ আর ক্যারল মিষ্টার অ্যাণ্ড মিসেস ডেনিস নামে কোনো হোটেলে উঠত। তারপর স্নান করতে যেয়ে, ক্যারল নববধূর পোষাক

পাল্টে আবার ক্যারল হয়ে যেত এবং ওখান থেকে সরে পড়ত, আর নববধূর পোষাক সমুদ্রতীরে খুলে রেখে যেত। যাতে সবাই বুঝতে পারে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে ডেনিসের স্ত্রী ডুবে গেছে।

ডেনিস এর পরে সোরগোল তুলত তার স্ত্রী সমুদ্রে ভেসে গেছে। খোঁজাখুঁজিতে কয়েকদিনের মধ্যেই মাথায় বা শরীরের অন্য কোথাও আঘাত পাওয়া অসহায় নববধূর বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া যেত। ডেনিসের ইনস্যুরেন্সের টাকা পেতে কোনো অসুবিধা হতো না। কয়েকদিন বাদেই আবার ডেনিস ও ক্যারল নতুন করে আবার এক হত্যার খেলা সাজাত।

জয়েস প্রায় একনিশ্বাসে কথা বলে তখন হাঁফাচ্ছে। প্রত্যেকেই এই পাশবিক, অমানুষিক বিবরণ শুনে স্তব্ধ, বাক্যহারা।

একটু গলা খাঁকরে রেমণ্ড হঠাৎ প্রশ্ন করে,—'কিন্তু ভিজে পোষাক থেকে রক্ত ঝরার ব্যাপারটা……'

মিস জেন মারপল সস্নেহে রেমণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বললেন,—'বেচারা মার্গারিকে যখন ওরা খুন করে, তখন মনে হয় ওদের অজান্তেই অনেকটা রক্ত ছিটে আসে ক্যারলের পোষাকে। পোষাকের উজ্জ্বললাল রঙের সঙ্গে রক্তের লাল মিশে যাওয়ায় ওরা এটা ধরতে পারেনি। ভিজে পোষাক থেকে তাই জলের সঙ্গে রক্তও ঝরে পড়ছিল ফুটপাথের ওপর। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠছে দৃশ্যটি। ওঃ কী ভয়ানক! কী মর্মান্তিক!'

হঠাৎ হাঁটু চাপড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ হেনরী।—'এইবার মনে পড়েছে। খুব ভালভাবেই মনে পড়েছে। ডেনিসের আসল নাম ছিল ডেভিস। আমি ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ওর "নানা নামের" মধ্যে একটা ছিল ড্যাকরে। ডেনিস ও ক্যারল-এই জুটিটা

অসাধারণ ধূর্ত ছিল। একটা ব্যাপার অবশ্য এখনও আমার বুদ্ধির অগম্য। ওরা নিজেদের পরিচয় এত ঘন ঘন পালটাত কী করে! কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারেনি।'

এখন মিস মারপলের ব্যাখ্যায় সবটা সহজ হল। মানুষের পরিধেয় পোষাক যত সহজে মনে আসে, তাদের মুখ তত সহজে মনে আসে না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ডেভিসকে অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করছিল। কিন্তু ও ওর নির্দোষিতা প্রমাণে এমন সব সাক্ষ্য রাখত যে পুলিশের পক্ষে ওকে ধরা সহজ হচ্ছিল না।'

সকলেই মিস মারপলের এই প্রখর অন্তর্দৃষ্টিতে তখন বিমোহিত।

রেমণ্ড আর থাকতে না পেরে জিগ্যেসই করে ফেলল,—'আচ্ছা পিসি, তুমি এই একটা অজ পাড়াগাঁয় থাক, নিরুপদ্রব শান্ত জীবন যাপন কর। তুমি কী করে এত সহজে রহস্যের একেবারে ভিতরটা দেখতে পাও? সত্যিই অবাক করার মত ব্যাপার।'

মিস মারপল মুখ টিপে শুধু একটু হাসলেন, তারপর বললেন,—'পৃথিবীতে কোন না কোন ঘটনার সঙ্গে অন্য একটা ঘটনার মিল বের হয়ে যায়। আমাদের গ্রামের মিসেস গ্রীণের কথাই ধর না কেন। ভদ্রমহিলা তার মৃতা সতীনের পাঁচ পাঁচটি ছেলেকে খুন করেছিলেন। আর প্রত্যেকের নামেই মোটা টাকার ইনস্যুরেন্স করা ছিল। টাকাটা যখন মিসেস গ্রীণই পেতে থাকলেন তখন সন্দেহটা তো স্বাভাবিক ভাবেই···

আরও একটা কথা রেমণ্ড সোনা জেনে রাখ—তোমাদের চোখে শান্ত সব গ্রামেও প্রচুর ধূর্ত লোক থাকে, আর অনেক জঘন্য অপরাধও ঘটে থাকে এই সব শান্ত গ্রামে। তোমাদের মত যুবক যুবতীরা কল্পনাও করতে পারবে না এই পৃথিবী কত ধূর্ত জঘন্য অপরাধীদের বাসস্থান।'

ডঃ পেনডার ধীরে ধীরে বললেন,—'জয়েসকে আমি আমাদের

তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শুধু একটা ভাল গল্প শোনানোর জন্য নয়, জয়েস যদি সেদিন সাহস করে পুলিসকে খবর না দিত, তবে জানিনা—আরও কত নিরীহ মেয়ের প্রাণ যেত।'

সবাই একবাক্যে ডঃ পেনডারকে সমর্থন করলেন। জয়েস লাজুক মুখে চুপ করে বসে রইল।

ডঃ পেনডার মিঃ পেথেরিককে বললেন,—'আগামী মঙ্গলবার আমি আপনাকে অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যময় ঘটনা বলতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

মিঃ পেথেরিক মৃদু হেসে বললেন,—'ঠিক আছে আমিই বলব। তাহলে আজকের মত সভা ভঙ্গ। আগামী মঙ্গলবার আমরা আবার মিলিত হচ্ছি।'

নীল খাম

আজ পঞ্চম বৈঠক। 'মঙ্গলবারের সান্ধ্য বৈঠকের' প্রত্যেক অধিবেশনই বেশ জমে উঠছে। পর পর চারটি বৈঠকে নানা স্বাদের রহস্যময় ঘটনা শোনার পর প্রত্যেকেই আজ একটু তাড়াতাড়ীই মনে হয় এসে হাজির হয়েছেন। অনুদ্ঘাটিত রহস্য উন্মোচন করার প্রচেষ্টায় সবাই তাদের বুদ্ধিমত্তারও একটি পরিচয় দিতে পারছেন। 'কিন্তু সবকটি রহস্যই শেষ পর্যন্ত উন্মোচন করেছেন মিস্ মারপল্। সেণ্ট মেরীমীডের মত শান্ত গ্রামে চিরকাল বাস করেও, মানবচরিত্র সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান এবং কথিত প্রতিটি রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে এই গ্রামের কোনো না কোনো ঘটনার সাদৃশ্য আবিষ্কার করে, রহস্য উদ্ঘাটন করার মত প্রখর বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি দেখে সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছেন।

বাইরে বরফ পড়ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে। ঘরের ভিতর বেশ আরামদায়ক উষ্ণতা, হালকা পাইনকাঠের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ডঃ পেনডার চুল্লীর সামনে বসে হাত ঘষছেন। স্যার হেনরী, মিঃ পেথেরিক ও ডঃ পেনডার তাদের আসনে বসে শীতের প্রকোপ ও বিশ্রী আবহাওয়া নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। মিস্ মারপল চুল্লীর পাশে তার আরামকেদারায় যথারীতি পশম বোনার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ওদের আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন। রেমণ্ড ও জয়েসের আসন ফাঁকা, ওদের ঘরে দেখা যাচ্ছে না।

বাড়ীর ভেতর থেকে রেমণ্ড ঘরে প্রবেশ করে একটু বিব্রত ভাবে বলল—'ওঃ, আপনারা সবাই এসে গেছেন দেখছি। পিসি,—আমি কি খুব বেশী দেরী করে ফেললাম! লাইব্রেরীতে জয়েসকে ষোড়শ-শতাব্দীতে ইয়রোপের রাজনৈতিক অবস্থা ও স্পানিশ আর্মাডার

গতিপথ সম্পর্কে বোঝাচ্ছিলাম, কখন যে সন্ধে পার হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি।

মিস মারপল একটু প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে বললেন,—'না সোনা খুব বেশী দেরী হয় নি. তা জয়েস কোথায়? ও কি এখনও একা একা লাইব্রেরীতে পড়া শোনা করছে—

পরিচারিকার সাথে জয়েস হালকা খাবার ও কফির সরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করল।

স্যার হেনরী বলে উঠলেন,—'এই তো জয়েস এসে গেছে, মিঃ পেথেরিক আজতো আপনার বলার পালা, তাহলে শুরু করুন।

মিঃ পেথেরিক সহাস্যে বললেন,—'না মশাই, গল্প ঠাণ্ডায় একদম জমে গেছে, বেশ কিছুটা গরম কফি গলায় না ঢাললে, গল্প বেরোবে না।

সবাই সমস্বরে হেসে উঠলেন।

জয়েস তারাতারী কফি ও খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মিস্ মারপল শুধু কফিই নিলেন, আর জয়েসকে একান্তে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলেন,—'হ্যাঁ সোনা, খাবার ও কফি তৈরী করে আনতে কোনো অসুবিধা হয় নি তো?'

জয়েস লজ্জায় একটু রাঙা হয়ে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলল।

ডঃ পেনডার এবার মিঃ পেথেরিককে তার রহস্যময় ঘটনা বলবার জন্য আবার অনুরোধ করলেন।

মিঃ পেথেরিক পেশায় একজন প্রখ্যাত আইনজীবি। এজলাসে তার দোর্দণ্ড প্রতাপে সবাই সচকিত থাকে। কিন্তু এই ঘরোয়া পরিবেশে দেখা গেল, তিনি যেন কিভাবে শুরু করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। সবার দৃষ্টি তার উপর, তিনি একটু লজ্জিত ভাবে খুক খুক করে কেশে নিয়ে বলে উঠলেন,—কি ভাবে যে শুরু করব, আমার গল্পটা ঠিক এই আসরের উপযুক্ত হবে কিনা তাও বলতে পারছি না। আমার জীবনের এই ঘটনাটা, সে সময় আমাকে চমকে দিয়েছিল,

আমি খুবই বিব্রত এবং পেশাগত দিক দিয়ে বেশ একটা অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়েছিলাম।

মিঃ পেথেরিক খুব জোরে একবার কাশলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন,—আমি যে ঘটনাটা আপনাদের বলতে যাচ্ছি, সৌভাগ্যবশত তার সমাধান আমার জানা, এবং গল্পের উপসংহারে কোনো দুঃখজনক ব্যাপার নেই। গল্পটা কিন্তু আপনাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ বলে মনে হবে, বিশেষ করে যেসব রোমহর্ষক ঘটনা আপনারা এতদিনের বৈঠকে শুনেছেন তার তুলনায়। আমার গল্পে কোনো রক্তপাত নেই, নেই কোনো খুনোখুনি। কিন্তু আমার কাছে সেসময়,—এবং এখনও ঘটনাটি বেশ চমকপ্রদ কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হয়।

জয়েস ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে,—'মিঃ পেথেরিক বলছেন কাহিনীটা সাদামাটা হলেও খুবই রহস্যজনক, আমার মনে হয় এর অর্থ হল কাহিনীটার মধ্যে আছে আইনের জটিল কোন মারপ্যাচ। সেই কারণেই খুন জখম বা রক্তপাত না থাকলেও ঘটনাটা খুবই চমকপ্রদ ও জটিল। মিঃ পেথেরিক আমরা বুঝতে পারবো তো! আমি কিন্তু আইন আদালতের আ-ও জানিনা।'

জয়েসের কথা শেষ না করতে দিয়েই মিঃ পেথেরিক হেসে উঠে বললেন,—আরে, না, না, তোমার কোনো চিন্তা নেই, আমার গল্প বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। কোনো আইনের কচকচি আমার গল্পে নেই, আইনের মারপ্যাঁচে ঘটনাকে জটিল করাও হয় নি।

মিস্ মারপল এমন সময় চোখ তুলে পেথেরিকের দিকে তাকিয়ে বললেন—'হ্যাঁ, মিঃ পেথেরিক, সত্যিই কিন্তু কোন আইনের সাহায্যে জটিলতা সৃষ্টি করা চলবে না।'

আশ্বস্ত করার সুরে মিঃ পেথেরিক বললেন,—না, আপনাদের বুঝবার কোনো অসুবিধা হবে না, ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নেই।

একটু খুক্ খুক্ করে কেসে নিয়ে চশমাটা চোখ থেকে খুলে মিঃ পেথেরিক সুরু করলেন তার কাহিনী—

ঘটনাটা যাকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল, তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ। আমার একজন প্রাক্তন মক্কেল। নাম সাইমন ক্লড। লণ্ডনের অদূরবর্তী শহরতলীতে এক বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ীতে বাস করতেন উনি।

বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ছোট্ট টিলার উপরে ছিল বাড়ীটা। অনেকটা জায়গা জুড়ে বিরাট বড় বড় গাছের বাগান; আর বাগানের চারপাশ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাড়ী থেকে চারপাশের দৃশ্য একদম ছবির মতো দেখায়।

মিঃ ক্লড ছিলেন অগাধ বিত্তশালী, এক কথায় বলা যেতে পারে কোটিপতি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল বড় দুঃখের। প্রথম সন্তান জন্মগ্রহনের সময় তার স্ত্রী মারা যান।

সেই একমাত্র সন্তানকে তিনি স্নেহ-যত্নে মানুষ করে তোলেন, বিবাহ দেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে সেই ছেলেও নিহত হয়। ছেলেটি যখন মারা যায়, তখন তার স্ত্রী অর্থাৎ মিঃ ক্লডের পুত্রবধূ সন্তানসম্ভবা ছিল। সেই পুত্রবধূও সন্তান জন্ম দেবার সময় মারা যায়, কিন্তু সন্তানটি মানে মিঃ ক্লডের নাতনি বেঁচে থাকে এবং এই নাতনিকে তাঁর দাদু মানুষ করে তুলতে থাকেন।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন মিঃ ক্লডের মানসিক অবস্থা। অতবড় বাড়ীতে তিনি একা আর পিতৃমাতৃহারা একমাত্র নাতনি ছোট ক্রিস্। ক্রিস্‌কে যে ভদ্রলোক কিরকম ভালবাসতেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ব্যবসাপত্রে তার আগের মত মন আর ছিল না, প্রায় সব সময় বাড়ীতে থাকতেন, একমুহূর্ত্তের জন্যও ক্রিসকে চোখের আড়াল করতেন না।

সেই সময় ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক কাজে আমাকে তার নির্দেশের জন্য ওখানে যেতে হয়েছে। তিনি ব্যবসার বিলিব্যবস্থার সমস্ত ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে নাতনিকে সবসময় বুক দিয়ে আগলে রাখতেন। ক্রিস্ যখন যা চাইত, সঙ্গে সঙ্গে এনে দিতেন ক্লড্। পরিচারক-পরিচারিকারা, ক্রিসের গভর্নেস, আয়া সবসময় তটস্থ থাকত, যাতে ছোট্ট ক্রিসের কোনরকম অযত্ন না হয়। ক্রিস্ ছিল ক্লডের চোখের মণি, একমাত্র অবলম্বন, এরকম গভীর ভালবাসা আমার চোখে আর পড়েনি।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ভগবান তাঁর এই সুখটুকুও শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিলেন। বেচারা ক্রিস নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হল, শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের সর্বরকমের প্রচেষ্টা সত্বেও মাত্র এগারো বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেল।

এর পর ক্লডের অবস্থা কি হল বুঝতেই পারছেন, শোকে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেলেন তিনি। তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। পৃথিবীতে তাঁর ভালবাসার একমাত্র ধনও ভগবান কেড়ে নিলেন। আগের এতগুলো শোক পেয়েও যিনি স্থির ছিলেন, ক্রিসের মৃত্যুতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। আমি প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে যেতাম, তাঁকে সান্ত্বনা দিতাম।

কিন্তু দুঃখ কখনো একলা আসে না। তার আরও প্রমাণ মিঃ ক্লড কিছুদিনের মধ্যেই পেলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই ক্লডের একমাত্র ভাই এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। ভাইএর স্ত্রী অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। ভাইএর তিনটি সন্তান। দুটি মেয়ে গ্রেস আর মেরী এবং এক ছেলে জর্জ। শোকস্তব্ধ বৃদ্ধ সাইমন ক্লড তার সেই নির্জন বিরাট বাড়ীতে সাগ্রহে নিয়ে এলেন সদ্যপিতৃহারা দুর্ভাগা তিন ছেলেমেয়েকে।

নাতনিহারা সাইমন তার তিন ভাইপো-ভাইঝিকে অবলম্বন করে

আবার যেন বেঁচে উঠতে চাইলেন। ভাইপো-ভাইঝিদের ওপর তার ভালবাসার একটুও ঘাটতি ছিল না। অকৃপণভাবে তিনি তাদের স্নেহ-ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিলেন। কিন্তু ক্রিসের অভাব তার মনকে কিছুতেই শান্তি এনে দিতে পারল না। ক্রিসকে তিনি যেভাবে আপন করে নিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে তিনি গ্রেস, মেরী বা জর্জকে একান্ত করে নিতে পারেননি যদিও তাদের প্রতি কোনরকম অবহেলা বা অযত্ন তিনি কোনদিন দেখাননি। তাদের প্রয়োজন তিনি মিটিয়ে গিয়েছেন, কোনো অভাব রাখেননি।

ধীরে ধীরে সময় বয়ে চলে। পিতৃমাতৃহারা গ্রেস, মেরী, জর্জও কৈশোর অতিক্রম করে প্রাপ্তবয়স্ক হল। জর্জ কলেজ থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্কে চাকরি নিল। বড় বোন গ্রেস-এর বিয়ে হল ফিলিপ গ্যারড নামে এক যুবার সঙ্গে। ফিলিপ কেমিস্ট্রির অধ্যাপক, অধ্যাপনা করার সঙ্গে সঙ্গে সে ওই বিষয়ে গবেষণাও করত। খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল সে। ফিলিপ ও গ্রেস লণ্ডনে তাদের বাড়ীতে থাকত।

বাড়ীতে তখন সাইমনের সবসময়ের সঙ্গী ছিল মেরী। মেরী মেয়েটি খুবই শান্ত প্রকৃতির। বাইরের থেকেও ঘর-গেরস্থালিতে তার মন ছিল বেশী। কাকার মানে সাইমনের দেখাশোনা করতেই সে ভালবাসত। ক্রিসের মৃত্যুর পর ওই বাড়ীতে যে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়াও ধীরে ধীরে যেন বাড়ী থেকে মুছে যেতে লাগল। বৃদ্ধ বয়সে সাইমনের তখন একমাত্র অবলম্বন মেরী।

আমি প্রায়ই তখন সাইমনের বাড়ীতে যেতাম। তার নানা যায়গায় স্থাবর অস্থাবর ধনসম্পত্তি ছিল। বড় বড় কোম্পানীতে তার ভাল ভাল প্রচুর শেয়ার ছিল। এসব ব্যাপারে পরামর্শ করতে প্রায়ই আমাকে যেতে হত। শোকের ধকলটা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিল সাইমন। আমি লক্ষ্য করতাম বিশেষ করে তার ভাইঝি মেরীর সতর্ক, সযত্ন পরিচর্যা তাকে অনেকটা সহজ করে এনেছিল।

এরমধ্যে একদিন সাইমন আমাকে ডেকে পাঠাল। ডাকার উদ্দেশ্য তার সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা করে একটি নতুন উইল করা। পুরনো উইলে তার সম্পত্তির সবটাই দিয়েছিলেন তার নাতনি ক্রিসাকে। নতুন উইলে তিনি তার সমগ্র স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি—যার আর্থিক মূল্য প্রায় কয়েক কোটি টাকা, সমান তিন ভাগে ভাগ করে দিলেন গ্রেস, মেরী আর জর্জের মধ্যে। আমি সেইমতই উইল করে আইনত সিদ্ধ করে দিলাম। তারপর থেকে সাইমনের বাড়ী আর বেশী যাওয়া হয়নি। আমিও অন্য দিকের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় বেশ কয়েকমাস আর সাইমনের খোজখবরও নিতে পারিনি।

হঠাৎ-ই একদিন লণ্ডনের রাস্তায় সাইমনের ভাইপো জর্জের সাথে দেখা হয়ে গেল। কুশল বিনিময়ের পর আমি ওর কাকা সাইমনের খবর ওকে জিজ্ঞাসা করলাম। কাকার কথা উঠতেই হঠাৎ জর্জের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। জর্জ আস্তে আস্তে বলল,—'আপনি তো অনেকদিন আমাদের বাড়ীতে যান না। কাকা এমনিতে শারীরিক ভাবে বেশ সুস্থই আছেন, কিন্তু মানসিক দিক থেকে এখন আর তিনি ঠিক সুস্থ নেই বলেই আমার ধারণা। আপনি যদি অনুগ্রহ করে কাকার সঙ্গে দেখা করেন তবে খুব ভাল হয়। আপনি নিজেই সব বুঝতে পারবেন, আর আলোচনার ফলে কাকার পাগলামিটা যদি একটু কমে।' ওর গলায় বেশ বিরক্তির সুর।

আমি অবাক হয়ে বললাম,—'পাগলামি মানে! তুমি কি বলছ জর্জ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জর্জ কেমন যেন বিমর্ষ মুখে বলল,—'সত্যি কথা বলতে কি, আমার আর বাড়ীতে থাকতে যেন ইচ্ছে করে না, মনে হয় আর থাকাও যাবে

না। আপনি বরং আমাদের বাড়ীতে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি একবার চলে আসুন, তাহলে নিজেই সব বুঝতে পারবেন।'

জর্জ ছেলেটাকে ছোট্ট বেলা থেকেই দেখছি, ও হয়ত খুব একটা চালাক-চতুর বুদ্ধিমান ছোকরা নয়, কিন্তু খুবই সৎ, ভদ্র, ভালোমানুষ বলেই আমার ধারণা। সুতরাং ওর এরকম অভিযোগ, একেবারে উড়িয়েও দিতে পারলাম না। বৃদ্ধ বয়সে শোকে দুঃখে সাইমনের কি মস্তিষ্ক বিকৃতি হল! না হলে কোন অবিবেচনামূলক, আজেবাজে কাজ করার মানুষ তো সাইমন নন। ব্যাপারটা একবার ওর বাড়ীতে যেয়ে দেখতেই হচ্ছে। জর্জের মুখ দেখেই বুঝলাম ব্যাপারটা খুব হালকা অবস্থায় নেই। ওকে খুবই বিব্রত ও বিষাদগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—তুমি একটু খুলে বলো দেখি, পাগলামিটা কি ধরণের? উনি কি চীৎকার চেঁচামেচি করেন, না অশান্ত হয়ে ওঠেন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে জর্জ বলল,—'না, না, ওসব কিছু নয়, আপনি তো কিছুই জানেন না দেখছি। প্রেতাত্মা—প্রেতাত্মার ব্যাপার নিয়েই তো কাকা একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন। দিনদিন ক্রমশই এই ক্ষ্যাপামি তাঁর বেড়ে চলেছে।'

আমি ওর কথা শুনে চমকে উঠে বললাম,—প্রেতাত্মা! সে আবার কি! আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না। প্রেতাত্মার সঙ্গে তোমার কাকারই বা কী সম্পর্ক?

তারপর জর্জের কাছে যেসব কথা শুনলাম তাতে তো আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সাইমনের যে শেষপর্যন্ত এইদিকে মন যাবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। জর্জ বলল ওর কাকা কয়েকমাস আগে থেকেই পরলোক ও অধ্যাত্মবিষয়ক কিছু কিছু বইপত্র পড়তে আরম্ভ করেন। অনেকেই বয়স হলে ঐ সব বিষয়ে উৎসুক হয়, এই ভেবে ওরাও কোনো গুরুত্ব দেয়নি।

এরপর এক স্বাস্থ্যনিবাসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এক আমেরিকান মহিলার। মহিলাটির নাম ইউরিডিস স্প্র্যাগ। তিনি নাকি একজন সুখ্যাত 'মিডিয়াম'; মানে যাদের অবলম্বন করে পরলোক থেকে প্রেতাত্মারা আসে।

সাইমন মহিলাটিকে সঙ্গে করে তার বাড়ীতে নিয়ে আসেন।

তারপরেই সুরু হয় নানা পাগলামি। প্রায় প্রতি রাত্রেই মহিলাটি 'প্রেতচর্চার বৈঠক'-এর আয়োজন করতে থাকলেন। সেই বৈঠকে নাকি প্রতিদিন ক্রিস ইউরিডিসের ওপর ভর করে স্বর্গ থেকে নেমে আসে, তার দাতু সাইমনের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। রাতের পর রাত চলছে এই বৈঠক। আমেরিকান মহিলাটি বেশ পাকাপোক্ত ভাবেই গেড়ে বসেছেন সাইমনের বাড়ীতে। সাইমনের ওপর তার প্রভাব এতদূর বিস্তার লাভ করেছে যে মহিলাটির কোন কথাই সাইমন অমান্য করে না। বিনিময়ে মহিলাটি প্রতি রাত্রে নাকি ক্রিসকে ডেকে নিয়ে আসেন সাইমনের কাছে। ইউরিডিসের ওপর ভর করে ক্রিস বাক্যালাপ চালায় তার ঠাকুর্দার সঙ্গে। নাতনি-হারা ঠাকুর্দা ওইটুকুতেই পরম শান্তি পান।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বলার পর মিঃ পেথেরিক থামলেন। সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। বুঝতে পারলেন, তাঁর এই কাহিনী সবাইকে আকৃষ্ট করেছে। প্রত্যেকেই আগ্রহভরে তাঁর দিকে তাকিয়ে। তিনি চশমাটা মুছে ঠিক করে পরে নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন—

—এখানে একটা কথা বলে রাখি। অনেকেই অবশ্য এইসব অলৌকিক ব্যাপারগুলোকে হেসে উড়িয়ে দেন। অনেককেই বলতে শুনেছি 'ওসব আত্মাফাত্মা বলে কিছু নেই মশাই'। আমি কিন্তু ওই ধরণের লোকের দলে নই। আমি সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করা যে কোন ঘটনাই বিশ্বাস করে থাকি। যদি আমরা নিরপেক্ষভাবে,

মনকে সবরকম অবিশ্বাস ও পূর্বধারণা থেকে মুক্ত করে এই 'আত্মার প্রত্যাবর্তন' ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব এর মধ্যেও সত্যতা আছে। সবটাই নেহাত বুজরুকি বা আজগুবি কল্পনা নয়।

আমি এই ব্যাপারটিকে পুরো অবিশ্বাসও করি না, আবার পূর্ণ বিশ্বাসও করি না। এই ব্যাপারে এমন অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে যাতে করে সবটা আপনারাও উড়িয়ে দিতে পারবেন না। আবার অন্যদিকে এই 'আত্মা আনার' ব্যাপারকে কেন্দ্র করে অনেক জাল জুয়াচুরির ঘটনাও তো ঘটতে দেখেছি। লোকের বিশ্বাসকে মূলধন করে অনেকেই বড়লোক হয়ে গেছে। জর্জের মুখে যা শুনলাম তাতে আমার ধারণাই হল, যে সাইমন খুব সম্ভবত এমনই কোন প্রতারকের পাল্লায় পড়েছে।

আমার জেরার উত্তরে জর্জ যা বলল তাতে আমার মনে হল ইউরিডিস্‌ও একজন প্রতারক ও ঠগ। আমি জর্জকে বললাম,—হয়তো ঐ আমেরিকান মহিলা ইউরিডিস সাইমনের অগাধ অর্থের লোভেই নাতনির প্রতি তাঁর ভালবাসাকে কাজে লাগাচ্ছে।

জর্জ অবশ্য বলল সে এই ব্যাপারে ঠিক ওইভাবে চিন্তা করেনি।

সাইমন যদিও বৈষয়িক ব্যাপারে খুবই হিসাবী কিন্তু ক্রিসের প্রতি অদম্য ভালবাসা তাকে সব যুক্তিতর্কের বাইরে নিয়ে গেছে। মোটামুটি এই-ই তখন আমার মনে হয়েছিল।

বাড়ী ফিরে এসে যতই এবিষয়ে চিন্তা করলাম ততই এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হল যে সাইমন একজন পাকা প্রতারকের পাল্লায় পড়েছে। ওদের পরিবারের সঙ্গে যেহেতু আমার এতদিনের ঘনিষ্ঠ, সম্পর্ক, তাই ব্যাপারটা একেবারে এড়িয়েও যেতে পারলাম না। গ্রেস, মেরী, জর্জকে আমি ছোট থেকেই দেখে আসছি। ওদের প্রতি আমার একটা মায়াও পড়ে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারলাম সাইমনের এই সাম্প্রতিক মন পরিবর্তন, বিশেষ করে ইউরিডিসের প্রভাব—এই

পিতৃমাতৃহীন ছেলে মেয়ে তিনটিকে বৈষয়িক দিক দিয়ে বিপদে ফেলতে পারে। তাই ঠিক করে ফেললাম, যে নিজে গিয়েই ব্যাপারটা চাক্ষুস করে আসব।

কয়েকদিন পরেই সোজা হাজির হলাম সাইমনের বাড়ী। সাইমন আমাকে আগের মতই আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানাল। সেই আমেরিকান মহিলা ইউরিডিসকেও দেখলাম। আর দেখামাত্রই বুঝতে পারলাম আমার পূর্ব ধারণাই ঠিক। মহিলাটি একজন চতুর প্রতারক। দেখতে শুনতে ভদ্রমহিলা বেশ চটকদার। শক্ত সমর্থ চেহারার মধ্যবয়সী এই মহিলাটি বেশ পাকাপোক্ত ভাবেই সাইমনের বাড়ীতে গেড়ে বসেছেন। আমার সঙ্গে যতটুকু তার আলাপ হল তার মধ্যে বেশ কয়েকবারই তাকে বলতে শুনলাম,—'হায়! আমাদের সেইসব প্রিয়জনেরা, যারা স্বর্গধামে গিয়েছেন, আমাদের কাছে ফিরে আসার জন্য কী আকুল···' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহিলার স্বামীটিকেও দেখলাম সাইমনের বাড়ীতে পাকাপাকিভাবে এসে উঠেছে। পতিপ্রবরটির নাম অ্যাবসালোম স্প্র্যাগ। পাতলা চেহারা, ফ্যাকাসে মুখচোখে কেমন একটা দুঃখী-দুঃখী ভাব, কিন্তু ছাই ছাই রঙের চোখ দুটিতে লোভের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ। আমার তাকে দেখে একদমই ভাল লাগল না।

যাহোক, সাইমনকে যখন একলা পেলাম, কায়দা করে ইউরিডিস ও তার প্রেতচর্চার বিষয়টি তুললাম। ইউরিডিসের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই সাইমন যেন আবেগে লাফিয়ে উঠল।

'—উঃ! কী ভাল মহিলা যদি জানতে পেথেরিক। এখনও যে এই পৃথিবীতে এরকম মহিলার সন্ধান পাওয়া যায় ভাবতেও পারি না। আমাকে উনি পুনর্জন্ম দিয়েছেন। আমার ক্রিসকে আবার তিনি

ফিরিয়ে এনেছেন আমার কাছে। যদিও তাকে চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু জান পেথেরিক, আমি রোজ রাত্রে ওর গলা শুনি। সেই মিষ্টি সুরেলা গলা। আমার মন সেই আগের দিনে যেন ফিরে যায়। ইউরিডিস না থাকলে কি এটা সম্ভব হত!' প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে চললেন সাইমন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে বলতে শুরু করল,—'শুধু তাই-ই নয়, জান মহিলাটি ওর বিনিময়ে এক পয়সাও আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেন না। শুধু আমার একান্ত অনুরোধেই এখানে অনুগ্রহ করে আছেন। এরকম নির্লোভ, নিঃস্বার্থ মহিলার কথা ভাবতে পার! স্বয়ং ভগবান আমার প্রার্থনা শুনে ওকে পাঠিয়েছেন, আমার শোকতপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দেবার জন্য। তার এই আত্মদান আমি কোনদিন ভুলব না। আর ক্রিসকেও ইউরিডিস মায়ের মতন ভালবাসে। ক্রিসকে নিজের মেয়ের মত মনে করে ও। তোমাকে তো বলিনি সেই সব কথা, শুনলে তুমিও আশ্চর্য হয়ে যাবে। রোজ রাত্রে ক্রিসকে ডেকে আনে ইউরিডিস। ক্রিস আমাকে স্বমুখে বলেছে, কী আরামেই না ওখানে আছে সে। ওর সঙ্গে ওর বাবা-মাও থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ক্রিসকে, যে ওখানে তার কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা, ও কি বলেছে জান? বলেছে, ও ওখানে খুব আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে। আরও কত কী কথা যে সে বলে!'—একদমে এসব বলে যায় সাইমন। বলতে বলতে ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কয়েক মাস আগে দেখা সেই শোকজীর্ণ সাইমন সত্যিই যেন পুনর্জন্ম পেয়েছে। কিন্তু ও যতই উচ্ছ্বসিত হোক না কেন আমি কিন্তু ওর উচ্ছ্বাসে খুব একটা আলোড়িত হইনি। বিশেষ করে সাইমনের মুখে যখন শুনলাম ক্রিস নাকি বলেছে, ওর বাবা-মাও ইউরিডিস মাসীকে খুব ভালবাসে।

আমার চোখেমুখে মনের ভাবটা হয়ত ফুটে উঠেছিল তাই হঠাৎ-ই

কথা থামিয়ে সাইমন বলে ওঠে,—'পেথেরিক তুমি বোধ হয় এসব কিছুই বিশ্বাস করছ না। আমাকে হয়ত উপহাস করছ মনে মনে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললাম,—না, আমি উপহাস করছি না। একদমই না। এই প্রেতচর্চার ব্যাপারে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বহু বই লিখে গেছেন। তাদের বক্তব্য, সাক্ষ্য প্রমাণ আমি ত আর উড়িয়ে দিতে পারি না। তাদের মধ্যে কেউ যদি আপনার এই ব্যাপারে সত্যতা বিচার করে রায় দেন, আমি নিশ্চয়ই তা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করব। তাদের অনুমোদিত কোন 'মিডিয়াম'কে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে নেব। আশা করি মিসেস ইউরিডিস স্প্র্যাগ্ ওই সব পণ্ডিতদের অনুমোদিত ও স্বীকৃত ?

ইউরিডিসের কথা উঠতেই সাইমনের কথাবার্তায় আবার বাঁধ-ভাঙা উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে গেল। সাইমন বার বার একই কথা বলতে লাগল। ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম গ্রীষ্মের ছুটিতে এক সৈকত নিবাসে ইউরিডিসের সঙ্গে সাইমনের পরিচয় হয়। তারপর থেকেই ওই মহিলা সাইমনের স্থায়ী অতিথি।

ভগ্নমনোরথ হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। বুঝলাম ইউরিডিসের ওপর সাইমনের অগাধ আস্থায় কোন যুক্তিতেই চিড় ধরবে না। অথচ মহিলাটি যে একজন প্রতারক সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু কীভাবে সাইমনকে ওর হাত থেকে বাঁচানো যায় তাও বুঝতে পারছিলাম না। অনেক ভেবে চিন্তে ফিলিপের কাছে যাওয়াই ঠিক করলাম। ফিলিপের কথা আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়, ফিলিপ গ্যারোড, সাইমনের ভাইঝি গ্রেসের স্বামী।

ওকে মোটামুটি আমার ধারণার কথা বললাম। সোজাসুজি বলতে পারলাম না, যে তার কাকা একজন ঠগের পাল্লায় পড়েছে। তবু হাবভাবে ওকে বোঝালাম যে ওই ব্যাপারটি যদি বেশীদিন চলতে দেওয়া হয়, তবে তাঁর স্ত্রী গ্রেস ও তার ভাইবোনের পক্ষে খুব মঙ্গলজনক

কিছু হবে না। বৃদ্ধ সাইমনের ওপর ওই মহিলার প্রভাব যে ক্ষতিকর হতে পারে একথা তাকে বুঝিয়ে বললাম। ফিলিপ প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও শেষে আমার বক্তব্যের যথার্থতা বুঝতে পারল। ওকে বললাম,- আধ্যাত্মিক বিষয়ক কোন পণ্ডিতের সঙ্গে যদি সাইমনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় তবে হয়ত তার ভুল ভাঙতেও পারে। অবিলম্বে এই ধরনের এক সাক্ষাৎকারের আয়োজন করতে ফিলিপকে পরামর্শ দিলাম।

ফিলিপ অবশ্য এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি। ও জানত সাইমনের শারীরিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। যে কোন দিনই হয়ত কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। যদি সাইমনের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটানো যায় তবে তার স্ত্রী গ্রেস এবং তার ভাইবোন আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সাইমনের সম্পত্তির আইনত উত্তরাধিকারী ওই তিন ভাইবোন। তারা যাতে কোনভাবে বঞ্চিত না হয় সেটা দেখা তার কর্তব্য বলেই ফিলিপের মনে হয়েছিল।

সে খুব তাড়াতাড়ি লণ্ডনে প্রফেসর লঙম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আপনারা হয়ত লঙম্যানের নাম শুনে থাকবেন। পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ইনি একজন প্রথম সারির আন্তর্জাতিক পণ্ডিত। অধ্যাত্ম ও পরলোক বিজ্ঞানী হিসাবে তার যথেষ্ট নামডাক। ব্যক্তিগত চরিত্রেও ইনি অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা, সৎ এবং তথ্যানুসন্ধানী ছিলেন। তাই ফিলিপ যখন প্রফেসর লঙম্যানকে সাইমনের কাছে নিয়ে গেল, সাইমন তাকে অবজ্ঞা করতে পারল না। প্রফেসর ওখানে থাকাকালীন দুটি 'প্রেতচর্চার বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সাইমন, ইউরিডিস ও লঙম্যান ওই দুটি 'প্রেতচর্চার বৈঠকে' হাজির ছিলেন। লঙম্যান ওই বাড়ীতে থাকাকালীন ইউরিডিস সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য অবশ্য করেন নি। এর পর লঙম্যান লণ্ডনে ফিরে যান।

কিন্তু প্রফেসর লঙম্যানও আমাদের খুব একটা কাজে এলেন না।

ফিরে গিয়ে তিনি ফিলিপকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে ইউরিডিসকে সোজাসুজি একজন জাল বা প্রতারক বলে উনি উল্লেখ করেননি। কিন্তু তিনি লিখেছিলেন,—'ইউরিডিসের আচার-আচরণে যদিও কোনো প্রতারণা আমি ধরতে পারিনি তবে ওর 'আত্মা আনবার পদ্ধতি' ঠিক যথাযথ বলে আমার মনে হয়নি।' লঙম্যান ফিলিপকে চিঠিটি সাইমনকে দেখানোর অনুমতি দেন এবং লেখেন, যদি সাইমন অনুমতি দেন তবে তিনি একজন সুখ্যাত, সং মিডিয়ামকে তার কাছে পাঠাতে পারেন।

ফিলিপ সোজা সেই চিঠি নিয়ে হাজির হয় সাইমনের কাছে চিঠি পড়ে সাইমন তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। যাচ্ছেতাই ভাষায় ফিলিপকে আক্রমণ করলেন, লঙম্যানকেও ছাড়লেন না। চীৎকার করে সে বলতে লাগল,—'চক্রান্ত, সব চক্রান্ত। ইউরিডিস আমাকে আগেই বলেছিল লনডনের কেউ ওর সুখ্যাতি সহ্য করতে পারে না। হিংসা করে। এখন দেখছি ঠিক তাই।'

ফিলিপকে সোজা বলে দেয়—পরিবারের সবাই যদি তাকে ত্যাগ করে তবুও ইউরিডিসকে সে এবাড়ী থেকে তাড়াবে না। তার ঘোর দুর্দিনে ভগবান প্রেরিত হয়ে সে এসেছে তাকে দুদণ্ড শান্তি দিতে। সেটাও সহ্য হচ্ছে না। এই পৃথিবীতে এখন ইউরিডিসের মত আপন আর কেউ নেই তার।

হতাশায় ভেঙে পড়ে ফিলিপ বাড়ী ফিরে আসে, সে বুঝতে পারে ওর আর করার কিছু নেই। ওদিকে সাইমনের অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়, সে তখন একেবারে শয্যাশায়ী। ডাক্তারদের মতে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত সাইমনকে ওইরকম শয্যাশায়ী হয়েই থাকতে হবে।

ফিলিপের সঙ্গে সাইমনের ওই তর্কবিতর্কের কয়েকদিন পর আমাকে সাইমন তার বাড়ীতে যাবার জন্য জরুরী ডাক পাঠায়। তাড়াহুড়ো

করে সবকাজ ফেলে ওখানে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সাইমনের অবস্থা খুবই কাহিল। যে কোনো সময় তার মৃত্যু হতে পারে। মনটা দুঃখে ভরে গেল। দুহাত দিয়ে সে আমার হাত চেপে ধরল।

'আমার শেষ অবস্থা এসে গেছে পেথেরিক। না, না, তর্ক কোর না। আমি বুঝতে পারছি মৃত্যু আমার শিয়রে। কিন্তু চোখ বোঁজার আগে আমার একটা করণীয় কর্ত্তব্য আছে। আমার দুর্দিনে যার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী সান্ত্বনা পেয়েছি, তার প্রতি আমার কর্ত্তব্য না করে গেলে আমি চির অপরাধী হয়ে থাকব। আমি উইল নতুন ভাবে করতে চাই, পেথেরিক।'—ভাঙা ভাঙা গলায়, বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে সাইমন কথাগুলি আমাকে বললেন।

আমি বললাম,—'নিশ্চয়ই, আপনি কীভাবে উইল করতে চান আমাকে তার খসড়াটা বলুন, আমি লিখে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

করুণ হাসি হেসে সাইমন বলে,—'না পেথেরিক, অত সময় বোধহয় পাব না। কে জানে আজ রাত্রিই হয়ত আমার শেষ রাত্রি। আমি একটা খসড়া তৈরী করে রেখেছি। তুমি দেখে বল ওটা ঠিক আছে কিনা।'—এই বলে বালিশের তলা থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে আমার হাতে দেয়।

কাগজে খুবই অল্পই লেখা। আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে সাইমন নিজে হাতে লিখেছে। গ্রেস, মেরী আর জর্জ প্রত্যেককে সে পাঁচ হাজার পাউণ্ড করে দিয়েছে, আর বাকী অগাধ সম্পত্তি সে লিখে দিয়েছে ইউরিডিস স্প্র্যাগের নামে,—'কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে'।

এতদিন যে আশঙ্কায় ভুগছিলাম তাই শেষপর্যন্ত সত্যি হল। আমেরিকান মহিলাটির উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে। এখন সাইমনের অগাধ সম্পত্তির মালিক সে। আপনারা বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থাটা। যেটা মন থেকে একেবারেই চাইনি, তাই নিজে হাতে করতে

হবে। কিন্তু আমার করারই বা কী আছে। আইনজীবী হিসাবে মক্কেলের অভিপ্রায় ত আমাকে মানতেই হবে। আর সাইমন এখনও মানসিক দিক থেকে শতকরা একশ ভাগ সুস্থ। উপায়ন্তর না দেখে আমি খসড়া বয়ানটার ভাষাটাষাগুলি ঠিক করে দিলাম।

তারপর সাইমন তার দুই পরিচারিকাকে ডেকে পাঠাল। একজন এম্‌মা গন্ট্ আর একজন বছর তিরিশের এক যুবতী রাঁধুনি। এম্‌মাকে আমি চিনতাম, বহুবছর ধরে সে এ বাড়ীতে কাজ করছে। বাড়ীর সকলের প্রতি, বিশেষ করে মনিব সাইমনের প্রতি ও যথেষ্ট অনুগত ও যত্নশীল, আর পিতৃমাতৃহারা তিন ভাইবোনকেও সে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসত।

ওরা ঘরে ঢুকতেই সাইমন বলে উঠল,—'এম্‌মা, আমার উইলে তোমরা দুজন সাক্ষী হিসাবে সই করবে। ড্রয়ার থেকে কলমটা বের করে আন।'

এম্‌মা অনুগত ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। সে বা দিকের ড্রয়ারটা খুলতেই সাইমন চেঁচিয়ে বলল,—'ওখানে না, ডানদিকের ড্রয়ারে আমার কলম থাকে, জান না?'

এম্‌মা কিন্তু ততক্ষণে বাঁ-ড্রয়ার থেকে কলম বের করে ফেলেছে। সে বলল,—'না স্যার, এই ড্রয়ারেই তো আছে দেখছি।'

সাইমন যেন একটু অবাক হয়েছে এমনভাবে বলল,—'তাহলে নিশ্চয়ই তুমি কলমটা ওখানে রেখেছো। কলম আমি সবসময়ই ডান দিকের ড্রয়ারেই রাখি। এরকম এলোমেলো ভাবে জিনিস রাখা আমার একদম পছন্দ নয়।'

গজগজ করতে করতে কলমটা নিয়ে সাইমন নিজের হাতে খসড়াটা আবার অন্য একটি সাধারণ সাদা কাগজে পরিষ্কার ভাবে লিখে আমাকে দিল। আমিও সব দেখেশুনে নিয়ে সই করলাম। আর সাক্ষী হিসাবে সই করল এম্‌মা আর ওই তরুণী রাঁধুনি লুসি ডেভিড। খুব সাধারণ

একটা কাগজে উইলটা লেখা হয়েছিল। সই সাবুদের পর আমি ওটা ভাঁজ করে একটা নীল খামে পুরলাম। ঠিক সেইসময় সাইমন হঠাৎ গলায় এক অদ্ভুত শব্দ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি আর এম্মা তাড়াতাড়ি সাইমনের কাছে গেলাম। ওকে বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছিল। কিন্তু এম্মার পরিচর্য্যায় অল্প সময়ের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পর আমাদের দিকে করুণভাবে হেসে বলল,—'না, ঠিক আছে। হঠাৎ একটু অসুস্থবোধ করছিলাম, এখন ঠিক হয়ে গেছে। ভয় পেয়োনা,—এখন আমি শান্তিতে মরতে পারব, আমার কর্তব্য আমি সমাধা করতে পেরেছি।'

এম্মা আমার দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাতেই আমি আর ভয়ের কিছু নেই দেখে ওকে যেতে বললাম। এম্মা যাওয়ার আগে হঠাৎ নীচু হয়ে সেই নীল খামটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল,—'এটা নীচে পড়ে গেছে স্যার।'

আমি ওটা এম্মার হাত থেকে নিলাম। সাইমন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হয়ত খামটা নীচে পড়ে গিয়েছিল। আমি ওটা আমার ওভারকোটের পকেটে রেখে এম্মাকে চলে যেতে বললাম।

এম্মা চলে যেতেই সাইমন আমাকে বলল,—'পেথেরিক, উইলটা বোধ হয় তোমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু ইউরিডিস সম্পর্কে তুমি ন্যায্য বিচার করছ না, তুমি জর্জদের প্রতি স্নেহাসক্ত, পক্ষপাতদুষ্ট। নিরপেক্ষভাবে দেখলে……'

আমি ওর কথায় বাধা দিয়ে বললাম,—না, ইউরিডিসের ওপর আমার কোন রাগ বা বিদ্বেষ নেই। ও হয়ত সত্যি সত্যিই আপনাকে শান্তি দিয়েছে। কিন্তু ওকে আপনি যদি সম্পত্তির খানিকটা অংশ দিতেন তাহলে আমার বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু নিজের রক্তের

আত্মীয়দের বঞ্চিত করে একজন অপরিচিতা মহিলাকে সব সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া, আমার মতে আপনার পক্ষে অন্যায়ই হচ্ছে। যদিও সম্পত্তি নতুন করে বণ্টন করে উইল করার সময় আমার পরামর্শ আপনি চাননি, তবুও এটা আমি আপনাকে না বলে থাকতে পারলাম না।

এই বলে আমি সাইমনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকলাম, যে আমার যেটুকু করার আমি তা করার অন্তত চেষ্টা করেছি।

মিঃ পেথেরিক এই সময় তার গল্প থামিয়ে টেবিল থেকে একগ্লাস জল নিয়ে ধীরে ধীরে পান করলেন, তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বললেন,—আমি কাহিনীটা আপনাদের ঠিকমতো বোঝাতে পারছি তো, এর পরের ঘটনাগুলো কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

তাঁর বলার কোন দরকারই ছিল না। ঘরের প্রত্যেকই তখন সাগ্রহে মিঃ পেথেরিকের দিকে তাকিয়ে। এই চমকপ্রদ গল্পের রহস্য জানবার জন্য সবাই উদগ্রীব। মিঃ পেথেরিক আবার গল্প বলা শুরু করলেন—

সাইমনের ঘর থেকে বেরোতেই মেরীর সঙ্গে দেখা। সে ড্রয়িং রুমে আমার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই বলল,—'যাওয়ার আগে এক কাপ চা খেতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না।'

—হ্যাঁ, এক কাপ চা অবশ্যই খাওয়া যেতে পারে। আমি ড্রয়িং রুমে চুল্লীর পাশের চেয়ারটিতে বসলাম। মেরী আমাকে ওভার-কোটটি খুলতে সাহায্য করল। চুল্লীর আগুনে ঘরটা বেশ উত্তপ্ত ও আরামদায়ক ছিল। আমি ওভারকোটটা মেরীর হাতে তুলে দিয়ে আরাম করে বসলাম।

ঠিক সেই সময় মেরীর দাদা জর্জ ঘরে ঢুকল, আমাকে দেখেই মৃদু হেসে বলল,—'মিঃ পেথেরিক, আশা করি ভাল আছেন।' বলতে বলতে ও মেরীর হাত থেকে আমার ওভারকোটটা নিয়ে ড্রয়িং রুমের

একধারে একটা চেয়ারে ঝুলিয়ে রেখে দিল। তারপর আমার কাছে চুল্লীর পাশে একটা চেয়ারে এসে বসল।

চা খেতে খেতে জর্জ বলল,—'একটা সম্পত্তির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। কাকার কাছে গিয়েছিলাম, কাকা বললেন, আমি যা ভাল বুঝি তাই করতে। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি এসে পড়ায় ভালই হল। কতকগুলো শেয়ারের ব্যাপারে কোম্পানীর কাগজপত্র দেখে আমাকে যদি একটু পরামর্শ দেন তো খুব ভাল হয়।'

চা খেয়ে আমরা জর্জের ঘরে গেলাম, সঙ্গে মেরীও গেল। জর্জ সব কাগজপত্র আমাকে দেখাল। একটা কোম্পানীতে সাইমনের বেশ কিছু শেয়ার আছে কোম্পানীটি নাকি এখন খুব ভাল অবস্থায় নেই, তাই শেয়ারগুলি এখনই বিক্রি করে দেবে কিনা, জর্জ ঠিক করতে পারছে না। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে আলোচনা করে আমি কাগজপত্র দেখে ওকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলাম। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ মনে পড়ল, আরে আমার ওভারকোটটা তো ড্রয়িংরুমে পড়ে আছে। ওটা নিয়ে আসার জন্য আমি তাড়াতাড়ি ফের ড্রয়িংরুমে গেলাম, আমার সঙ্গে মেরীও ছিল। আমরা ঘরে ঢুকতেই দেখি, যে চেয়ারটায় ওভারকোটটা আছে সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে ইউরিডিস কী যেন করছে।

আমাদের দেখেই তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, আমতা আমতা করে বলল,—'এই চেয়ারটার ঢাকনাটা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে, এটাকে আবার নতুন একটা ঢাকনা পরাতে হবে। মেরী, একবার এস তো, এটার মাপটা নিই। একা একা ঠিক পারছি না।'

আমি তার কথা না বাড়িয়ে ওভারকোটটা পরে নিলাম। তারপর চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই দেখি উইল-ভরা ওই নীল খামটা মেঝেতে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই কোটের পকেট থেকে পড়ে গেছে।

আমি ওটা তুলে নিয়ে ভেতরের কাগজটা আছে কিনা দেখে আবার কোটের পকেটে রেখে সোজা আমার অফিসে ফিরে এলাম।

অফিসে ফিরে আমার ঘরে গিয়ে ওভারকোটটা খুললাম। পকেট থেকে খামটা বের করে হাতে নেওয়ার মুহূর্তেই আমার সহকারী ঘরে ঢুকে বলল,—আপনার একটা জরুরী ফোন এসেছে বাইরের ঘরে। আমার ঘরের টেলিফোনটি কয়েকদিন ধরে খারাপ থাকায় আমি সহকারীর সঙ্গে তার ঘরের দিকে রওনা দিলাম। প্রায় মিনিট পাঁচেক টেলিফোনে কথা বলার পর যখন আমার ঘরের দিকে যাচ্ছি তখন বেয়ারা আমাকে জানাল, এক ভদ্রলোক এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোককে সে আমার ঘরেই বসিয়েছে। ঘরে গিয়ে দেখি ইউরিডিসের সেই পাতলা চেহারার স্বামী অ্যাবসালোম স্প্রাগ।

আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে, ওর আসার কারণ জিজ্ঞেস করতেই অ্যাবসালোম গড়গড় করে বলে চলল—'লোকে আমাকে আর ইউরিডিসকে বৃথাই সন্দেহ করছে স্যর। মিঃ সাইমন ক্লডের অর্থে আমাদের একদমই লোভ নেই। বিশেষ করে ইউরিডিস তো একজন অতি নির্লোভ, সৎ প্রকৃতির মহিলা, তার উদ্দেশ্য শুধু মিঃ ক্লডকে একটু আত্মিক শান্তি দেওয়া।

আমি ওকে থামিয়ে না দিলে ওর বক্তৃতা সহজে থামত না। আমার ওর কথা শোনার ধৈর্য একদমই ছিল না। চোখমুখে আমার বিরক্তি দেখেই অ্যাবসালোম আর কথা না বাড়িয়ে বিরবির করতে করতে তড়িঘড়ি করে বিদায় নিল। ও চলে যেতেই খেয়াল হল আমি টেলিফোন ধরতে যাওয়ার আগে উইলসুদ্ধ খামটা টেবিলের ওপরই রেখে গিয়েছিলাম। ওটি তুলে নিয়ে সীল করে আমার সই দিয়ে দেয়াল সিন্দুকে রেখে তালা বন্ধ করে দিলাম।

ওই ঘটনার ঠিক দু'মাস পর সাইমন মারা যায়। মৃত্যুর পরের বিস্তারিত ঘটনাগুলি আপনাদের বিস্তারিত না শুনলেও চলবে। ওগুলি এ কাহিনীর পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় নয়। যেটা' আপনাদের জানানো দরকার তা হল—যখন দেয়াল সিন্দুক খুলে সীল ভেঙে খাম থেকে উইলটা বের করলাম তখন দেখলাম উইলের পরিবর্তে সেখানে রয়েছে একটি সাদা কাগজ।

কথা শেষ করে মিঃ পেথেরিক তার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। সকলের হতচকিত মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

কেউ কিছু বলার আগেই তিনি আবার বলতে সুরু করলেন,—'আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাচ্ছেন, তাই না, আমিও প্রথমে অবাক হয়ে গেছিলাম। দু মাস ধরে উইলটি আমার দেয়াল-আলমারীতে বন্ধ অবস্থায় ছিল, এর মধ্যে নিশ্চয়ই ওটা বদল হয়নি। উইলটি লেখা এবং সিন্দুকে বন্ধ করা—এই দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুবই কম। এখন দেখতে হবে ওই অল্প সময়ের মধ্যে কে বা কারা উইলটা পালটাবার সুযোগ পেয়েছে এবং কাদের স্বার্থ এতে রক্ষিত হয়েছে। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য আবার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি তুলে ধরছি।

সাইমন আমার সামনেই উইল লেখে এবং আমার হাতে দেয়। এপর্যন্ত কোন গোলমাল নেই। তারপর ওটা আমি আমার ওভার কোটের পকেটে রাখি। পরে ওভারকোটটি মেরী আমার হাত থেকে নিয়ে জর্জের হাতে দেয় এবং সেটা হয় আমার চোখের সামনেই। আমি যখন জর্জের সঙ্গে বৈঠকখানায় ব্যবসা বিষয়ক কথা বলছি তখন ওভারকোটটা ড্রয়িংরুমে ছিল এবং সেখানে একমাত্র ইউরিডিসই উপস্থিত ছিল। তারপক্ষে উইলটি খাম থেকে বের করে পড়ার সুযোগ ছিল। বস্তুত যখন আমরা ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম তখন যে চেয়ারে কোটটি ছিল ইউরিডিসকে সেখানে বসে থাকতে দেখেছিলাম, আর খামটি মেঝেতে

পড়েছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে ইউরিডিস খাম থেকে উইলটা বের করে সাদা কাগজ ভরে দিয়েছিল। কিন্তু এখানেই আসল ধাঁধা। ইউরিডিসের পক্ষে কারচুপি করার সুযোগ ছিল বটে কিন্তু কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ উইলটিতে তার স্বার্থই রক্ষিত হয়েছিল। সব সম্পত্তিতো তার নামেই লেখা ছিল। সুতরাং আসল উইল বদ্‌লে সাদা কাগজ খামে ঢুকিয়ে দেওয়া তার স্বার্থের পরিপন্থী। একই কথা অবশ্য তার স্বামী মিঃ স্প্র্যাগের ক্ষেত্রেও খাটে।

মিঃ স্প্র্যাগ আমার অফিস ঘরে প্রায় মিনিট তিন চার সুযোগ পেয়েছিলেন উইলটি বদলাবার, কিন্তু স্ত্রীর স্বার্থ নিশ্চয়ই তিনি ক্ষুণ্ণ করবেন না উইলটি বদল করে। সুতরাং ধাঁধাটা বেশ ঘোরালোই হয়ে উঠল। দুজন শুধু উইলটি বদলাবার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু তাদের কোন উদ্দেশ্য তাতে চরিতার্থ হচ্ছে না। আর অন্য যে দুজন উইলের কাছাকাছি থাকার সুযোগ পেয়েছিল অর্থাৎ জর্জ ও মেরী—তাদের উইল বদলের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু কোন সুযোগ ছিল না। অবশ্য আমি ওই বাড়ীর পরিচারিকা এম্‌মাকেও সন্দেহের উর্দ্ধে রাখিনি। সে পিতৃমাতৃহারা ওই তিন ভাইবোনের খুব অনুগত ছিল এবং ইউরিডিসকে বেশ অপছন্দই করত। তার মনে কারচুপি করার চিন্তা এসে থাকতেও পারে, হয়ত সেটা করাও তার পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল কিন্তু তার সুযোগ সে পায়নি। সে একবারই মাত্র খামটি হাতে পেয়েছিল। সাইমনের ঘরে যখন ওটি মেঝেতে পড়ে যায় তখন ও সেটি তুলে নিয়ে আমার হাতে দেয়। ওই অল্প সময়ের মধ্যে উইল বদলাবার সুযোগ সে নিশ্চয়ই পায়নি। খামটি আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম সুতরাং আসল খামের বদলে ঠিক ওইরকম একটা খামও সে আগে থেকে তৈরী করে রাখার সুযোগ পায়নি। এখন আপনারা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখুন কে বা কাঁরা ওই কারচুপিটা করেছিল। মোটামুটি প্রয়োজনীয় সব তথ্যই আপনাদের জানিয়েছি। এবার আপনাদের মতামতটা শুনি।

মিঃ পেথেরিক বেশ হাসি হাসি মুখে সবার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। যেহেতু আসল রহস্যটি তার জানা সুতরাং সকলের কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থা তিনি বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করছেন বোঝা যায়।

সবাই চুপচাপ। ঘরের ভিতর নিস্তব্ধতা নেমে আসে। বাগানের ভিতর থেকে ভেসে আসছে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। হঠাৎ সকলকে হতচকিত করে মিস জেন মারপল বেশ জোরে হেসে উঠলেন। কোন কিছু হাসির ব্যাপার ঘটেছে বোঝা গেল।

রেমণ্ড বেশ অবাক হয়ে বলেওঠে,—'কী হল জেন পিসী? হাসছ কেন? আমরা কি কারণটা জানতে পারি না?'

হাসতে হাসতেই মিস মারপল বললেন,—'আমার হঠাৎ টমি-র কথা মনে পড়ে গেল। টমি সাইমণ্ডস ভীষণ দুষ্টু কিন্তু খুব আমুদে ছেলে। একরকম বাচ্চা আছে না যাদের মুখটা ভালোমানুষ ধরনের কিন্তু দুষ্টুমির ডিপো, টমি ঠিক সেই ধরনের ছেলে। গত সপ্তাহে সে স্কুলে কী করেছিল জানেন? সে দিদিমনিকে ভালোমানুষের মত জিজ্ঞেস করে,—আচ্ছা মিস, আপনি কী বললেন যেন,—ডিমগুলির কুসুম সাদা, না ডিমের কুসুমগুলি সাদা?

দিদিমনি ভালোমানুষের মত জবাব দিলেন,—টমি, তোমার ব্যাকরণে ভুল হচ্ছে। বহুবচনের সঙ্গে একবচন যোগ করছ। ঠিক ঠিক বলতে গেলে হবে—ডিমের কুসুম সাদা।

টমি তারপর কী করেছিল জানেন? সোজা উঠে বলল—আপনি কিন্তু মোটেই ঠিক বলেননি মিস, আসলে হবে—ডিমের কুসুম হলুদ। তখন দিদিমনির মুখটা যা হয়েছিল! কী সহজেই না দিদিমণিকে বোকা বানাল টমি।' বলতে বলতে আবার হেসে ওঠেন মিস মারপল।

রেমণ্ড একটু বিব্রত ভাবে বলে,—'হ্যাঁ, খুবই হাসির ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু মিঃ পেথেরিকের গল্পের সঙ্গে এর যোগ কোথায়?'

'আছে, আছে, যোগ আছে'। হাসতে হাসতে বললেন মিস

মারপল,—'ব্যাকরণের নিয়মের আড়ালে টমি যেরকম আসল তথ্যটি লুকিয়ে রেখেছিল, মিঃ পেথেরিকও তেমনি নানা ঘটনার ভীড়ে আসল রহস্যটি লুকিয়ে রেখেছেন। উকিল মানুষ তো। কথার মারপ্যাঁচ ওর খুব ভালই জানা।' মিস মারপল কথা শেষ করে পেথেরিকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন।

মিঃ পেথেরিকও মৃদু হেসে বললেন,—আপনি কি সত্যিই আসল রহস্যটি বের করে ফেলেছেন ?

মিস মারপল তখন একখণ্ড কাগজে কয়েকটা কথা লিখে পেথেরিককে দিলেন। পেথেরিক কাগজটি পড়ে অবাক হয়ে মিস মারপলকে দেখলেন। তারপর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন,—আশ্চর্য! আপনার কাছে কি কিছুই অজানা নয় ?

মিস মারপল হেসে বললেন,—'এই ব্যাপারটা আমরা বাচ্চা বয়স থেকেই জানি। কত খেলেছি এ নিয়ে।'

স্যার হেনরী ওদের কথায় বাধা দিয়ে বললেন,—'আমি কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। মিঃ পেথেরিক হয়ত আইনের কোন কুট চাল ছেড়েছেন এই গল্পে। মিস্ মারপলের হয়ত সেসব জানা আছে।'

মিঃ পেথেরিক প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন,—'না, না, একদমই না। খুব সোজা সাদামাটা ব্যাপার। আইন টাইনের বালাই নেই। আপনি মিস মারপলের কথায় কান দেবেন না। ওঁর নিজস্ব কিছু বিশ্লেষণ পদ্ধতি আছে, সেগুলিই প্রয়োগ করেন মাঝে মাঝে।'

এদের এইসব কথাবার্তায় রেমণ্ড যেন একটু বিরক্ত হয়েছে এমন ভাবে বলল,—'আমাদের পক্ষে আসল রহস্যটি ধরা উচিত। ঘটনাটি সত্যিই খুব সাধারণ। ঠিক পাঁচজন ওই খামটি ধরেছিল। স্প্র্যাগ দম্পতি কারচুপি করার সহজ সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে এমন কোন কাজ তারা করতে পারে না। তাহলে বাকী রইল আর তিনজন। আপনারা যারা হাত সাফাইয়ের

খেলা দেখেছেন তারা দেখে থাকবেন যাতুকররা কী সহজে সকলের চোখের সামনে জিনিস অদৃশ্য করে দেয়। আমার ধারণা জর্জ এই হাতসাফাইয়ের ব্যাপারে বেশ পটু ছিল। সে'যখন মেরীর হাত থেকে ওভারকোটটি নিয়ে ড্রয়িংরুমে কোণের চেয়ারে রাখতে যায় তখনই মনে হয় হাত সাফাই করে উইলটার বদলে সাদা কাগজ খামে ঢুকিয়ে দেয়।'

জয়েস রেমণ্ডের কথায় আপত্তি তুলে বলল,—'আমার কিন্তু মনে হয় মেরী মেয়েটি ওটা করেছিল। এম্‌মা নিশ্চয়ই মেরীকে উইলের কথা জানায়। মেরী তখন ঠিক ওরকম একটি নীল খাম জোগাড় করে সাদা কাগজ ভরে আসল খামের সঙ্গে পালটাপালটি করে দেয়।'

স্যার হেনরী মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন,—'না, তোমাদের তুজনের বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। ওই ধরনের হাত সাফাইয়ের ঘটনা যাতুকররাই দেখাতে পারে, তাও যাতুমঞ্চে, বাস্তব জীবনে এরকম ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। বিশেষ করে মিঃ পেথেরিকের সতর্ক দৃষ্টির সামনে ওদের পক্ষে হাতসাফাই করা অসম্ভব।

তবে আমার একটা ধারণা জন্মেছে, আবছা একটা ধারণা। প্রফেসর লঙম্যান যখন এসেছিলেন তখন ইউরিডিস সম্পর্কে কোন প্রশংসাবাক্য বলে যাননি, তাতে ইউরিডিসের হয়ত এই ধারণা হয়েছিল—সাইমন তার সততা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে নতুন উইল করেছে। ওর নিশ্চয়ই ধারণা হয়েছিল সাইমন আগেই উইল করে ইউরিডিসকে সবকিছু দিয়ে গেছে। তাই নতুন উইলের কথা উঠতেই ওর ভয় হয় তাহলে এবার বোধ হয় তাকে বাদ দিয়েই সম্পত্তির আবার ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছে। বিশেষ করে ফিলিপ গ্যারোড, গ্রেসের স্বামী সেই সময় সাইমনের বিরুদ্ধে তার প্রিয়জনদের বঞ্চিত করা নিয়ে নানারকম অভিযোগ তুলছিল। ইউরিডিসের তাই দৃঢ় ধারণা হয় নতুন উইলে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ওভারকোটের পকেট থেকে উইলটা বের করে পড়ার সুযোগ সে পায়নি মিঃ পেথেরিকের চলে আসার জন্য। পাছে খামের মধ্যে উইলের খোঁজ পড়ে তাই

তাড়াতাড়ি করে সে উইলটা না পড়েই চুল্লীর আগুনে ফেলে দেয়।'

জয়েস দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে মিঃ হেনরীর যুক্তি খণ্ডন করে বলে,—'না, ইউরিডিস কিছুতেই উইল না পড়ে সেটা আগুনে পোড়াবে না।'

মিঃ হেনরী আমতা আমতা করে বলেন,—'ঠিকই, এদিকটাও আমি চিন্তা করিনি, আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ভগবানই বোধ হয় মিঃ পেথেরিককে সাহায্য করেছিলেন।'

যদিও তিনি কথাটি খুব হাল্কাভাবেই বলেছিলেন তবুও মিঃ পেথেরিক এতে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন,—না, এধরনের মন্তব্য করা একেবারেই ঠিক নয়।

মিঃ হেনরী তখন তাড়াতাড়ি পেনডারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—'আচ্ছা ডঃ পেনডার, আপনার ব্যাখ্যাটা এবার শুনি।'

খুব মৃদু কণ্ঠে ডঃ পেনডার বললেন,—'আমারও ঠিক স্পষ্ট কোন ধারণা হচ্ছে না। আমার মনে হয় কারচুপিটা ইউরিডিস দম্পতিরই কেউ করেছিল। মিঃ হেনরী যে কারণগুলি বললেন,—সেগুলি তাদের এই কারচুপির পেছনে কাজ করেছিল। জয়েসও ঠিক বলেছে, ইউরিডিস উইলটা না পড়ে নষ্ট করার মত মহিলা নয়। পরে ও যখন উইলটা পড়ে বুঝতে পারল কারচুপি করতে গেয়ে ও ঠকে গেছে, তখন যেকোন ভাবেই হোক ও সাইমনের অন্যান্য দরকারী কাগজপত্রের মধ্যে উইলটা রেখে দেয়। তার মৃত্যুর পর সেটা কেন পাওয়া যায়নি তা অবশ্য আমি বলতে পারব না। আমার ধারণা এম্মা হয়ত কাগজপত্র গুছোতে যেয়ে কোনভাবে সেটা হাতে পায় এবং নষ্ট করে ফেলে। ইউরিডিসের প্রতি ওর বিদ্বেষ তো সকলেরই জানা।'

জয়েস বলে ওঠে,—'ঠিক, মিঃ পেনডারই ঠিক বলছেন, তাই না মিঃ পেথেরিক?'

মিঃ পেথেরিক মাথা নাড়িয়ে জানালেন,—না মিঃ পেনডারের ধারণাও ঠিক নয়।

তিনি তখন মিস মারপলের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে বললেন —তাহলে এর পরের ঘটনাটা আপনাদের বলি। আমি নিজেও খুব অবাক হয়ে গেছিলাম। আমার পক্ষেও ওটা ধরা তখন সম্ভবপর ছিল না। ওই ঘটনার মাসখানেক পর একদিন ফিলিপ গ্যারোড আমার কাছে আসে।

নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলার পর সে বলে,—'মিঃ পেথেরিক, একটা অদ্ভুত ঘটনা সম্প্রতি ঘটতে দেখলাম। আপনাকে না বলে পারছি না তবে আশা করব এটা আপনি আর কারও কাছে প্রকাশ করবেন না, ঘটনাটা মোটামুটি এরকম,—আমার এক বন্ধু তার এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের বিপুল সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে বলে আশা করে বসেছিল। কিন্তু সে একদিন হঠাৎ জানতে পারল, সেই বিত্তবান আত্মীয়টি তাকে বঞ্চিত করে অন্য এক অপরিচিত অযোগ্য লোককে সমস্ত সম্পত্তি দিতে যাচ্ছে। তখন সে একটা অসাধু উপায় অবলম্বন করে। ওই বৃদ্ধ আত্মীয়ের প্রধানা পরিচারিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। পরিচারিকাটিও মনেপ্রাণে চায় যেন আমার বন্ধুই সম্পত্তিটা পায়।

আমার বন্ধু তখন ওই পরিচারিকাকে কিছু নির্দেশ দেয়, ও একটি কালি-ভর্তি কলম দেয়। কিন্তু নতুন কলমটি যেখানে সাধারণত কলম থাকে সেই ড্রয়ারে না রেখে অন্য ড্রয়ারে রাখতে বলে। যখন তার বৃদ্ধ প্রভু কোন দলিল লেখার জন্য কলম চাইবে তখন সে যেন পুরনো কলম না দিয়ে ওই নতুন কলমটি তাকে দেয়। বৃদ্ধের পক্ষে কোনোক্রমেই কলম বদল ধরা সম্ভব হবে না কেননা দুটি কলমই এক রকমের। ব্যস, ওইটুকুই তার করণীয়।

পরিচারিকাটিকে আমার বন্ধু আর কিছু জানায়নি। মেয়েটি তার খুবই অনুগত ছিল এবং সে বিশ্বস্তভাবে ওই কাজটি সম্পন্ন করে।'

কথা থামিয়ে একটু চুপ করে থেকে মৃদু হেসে আমাকে ফিলিপ প্রশ্ন করে,—'আপনি মনে হয় আমার বন্ধুটিকে চেনেন না?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেই,—'না, তোমার এরকম কোনো বন্ধুকে

আমি চিনি না। বা চিনতে চাইও না।'

ফিলিপ তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে,—'তাহলে এখানেই সব ঝামেলার শেষ, মিঃ পেথেরিক—ধন্যবাদ,অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।' এই বলে অন্য বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করে সে বিদায় নিল।

রেমণ্ড এসময় বলে ওঠে,—'ফিলিপের এই গল্পের সঙ্গে অদৃশ্য-উইলের একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে, তাই নয় কি ?'

মিঃ পেথেরিক বললেন,—'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ওর গল্পে বলা ওই বন্ধুটি আসলে ও নিজেই, আর পরিচারিকাটি হল এম্‌মা।'

জয়েস বিস্মিত কণ্ঠে বলে,—'আপনি যখন জানলেন কারচুপিটা ফিলিপই করিয়েছে তখন আপনি কি কিছুই করলেন না ?'

মিঃ পেথেরিক আবার তার স্বভাবসিদ্ধ খুক খুক কাশি কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন,—'দেখ জয়েস, আমরা আইন মেনে চলি বটে, কিন্তু সকলের ওপরে ন্যায় বলে বস্তুটিকে একেবারে অগ্রাহ্যও করতে পারি না। ন্যায়ত এবং আইনত সাইমনের সম্পত্তি ওই তিন ভাইবোনেরই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য, এবং সেভাবেই তাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হল। ইউরিডিস একটু চেঁচামেচি এবং মামলা করার চেষ্টা করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার সপক্ষে কোনো উইল তো আর সে হাজির করতে পারেনি!'

জয়েস আবার বলে,—'আচ্ছা যে কলমটা ফিলিপ এম্‌মাকে দিয়েছিল তার রহস্যটা কী ? কী কালি ছিল তাতে ?'

মিঃ পেথেরিক বললেন,—'যে কলমটি দিয়ে উইল লেখা হয়েছিল তার কালি আসল কালি নয়, অদৃশ্য কালি। একরকম গাছের রস জলে গুলিয়ে তার মধ্যে দু এক ফোঁটা আয়োডিন ফেলে দিলে খুব ঘন নীলচে কালো একরকম কালি তৈরী হয়। ওই কালি দিয়ে লিখলে সে লেখা চার পাঁচদিনের মধ্যেই একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

মিস মারপল আবার হেসে উঠলেন,—'অদৃশ্য কালি। আমরা

ছোটবেলা এইরকম কালি তৈরি করে কত খেলাই না খেলেছি। তবে মিঃ পেথেরিক, আপনার গল্পে কথার প্যাঁচ আপনি ভালই বুনেছেন, ঠিক পাকা উকিলের মতই।'

মিঃ পেথেরিক হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর মিস মারপলের লেখা সেই কাগজখণ্ডটি বের করে সকলের সামনে তুলে ধরলেন।

অনেক আগেই মিস মারপল কাগজে—'অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখা উইল। যার মস্তিষ্ক দিয়ে ওটা বেরিয়েছে সে কেমিষ্ট্রির ছাত্র ফিলিপ গ্যারোড'—এই কটি কথা লিখে পেথেরিককে দিয়েছিলেন।

সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি তখন হাস্যমুখ মিস মারপলের দিকে।

স্যার হেনরী মিস্ মারপলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'মিস্ মারপল সত্যিই আশ্চর্য ক্ষমতা আপনার, আমাদের সবাইকে আপনি অবাক করে দিচ্ছেন।'

মিস্ মারপল সবার প্রশংসায় ও স্যার হেনরীর ব্যজস্তুতিতে লজ্জায় রাঙা হয়ে বললেন,—'না, না, এমন কিছুই নয়, যদি বিভিন্ন ধরনের মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি খুব যত্ন সহকারে লক্ষ্য করা যায়, তাহলেই এরকম বলা সম্ভব হতে পারে।'

জয়েস বলল,—'জেনপিসি, আগামী মঙ্গলবার কিন্তু আপনার বলার পালা, সেদিন নিশ্চয়ই আমরা সবচেয়ে জটিল রোমহর্ষক ঘটনা শুনতে পাব।'

—'সেই আশ্বাস নিশ্চয়ই মিস্ মারপল আমাদের দিচ্ছেন।' স্যার হেনরী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিস্ মারপলের দিকে তাকালেন।

মিস্ মারপল মৃদু হেসে অস্ফুষ্টস্বরে কি যেন বললেন।

'তাহলে আজকের মতো আমাদের বৈঠক ভঙ্গ হল, আগামী মঙ্গলবার আমরা আবার মিলিত হচ্ছি।'—এই বলে স্যার হেনরী উঠে দাঁড়ালেন।

অন্তর্গত প্রেমের ভিতর

মিস মারপল তাঁর গৃহসংলগ্ন বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। প্রায় রোজ বিকালেই তিনি বাগানে বেড়ান, গাছপালার পরিচর্যা করেন, মালীদের নির্দেশ দেন। বাগান করা ছোটবেলা থেকেই তার নেশা, এখনও সময়ের বেশ কিছুটা অংশ তিনি নিয়মিত ভাবে বাগানের পেছনে ব্যয় করেন। সামনের দিকে শুধুই নানা ধরনের ফুলের বাগান, কিছু ভাল অর্কিড ও ক্যাকটাসের সংগ্রহও আছে তার। বাড়ীর পেছনে প্রায় নদীর ধার পর্যন্ত ফলের ও সব্জী বাগান, তার মধ্যে একটা ছোট পুকুরে, নানারকমের লিলি ও অন্যান্য জলজ ফুলের গাছ। দেশবিদেশের নানা জায়গা থেকে গাছপালা সংগ্রহ করে তিনি বাগান সাজিয়েছেন।

মালীকে মরশুমীফুল ও গোলাপ সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিয়ে তিনি পেছনের ফলবাগানে ঢুকলেন। রোদ পড়ে এসেছে, বিকেলের সোনালী রোদ্দুরে বাগানের ভেতরটা আলোছায়ায় অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। হরেক রকম পাখীর ডাক ও শিষ শোনা যাচ্ছে। ন্যাস্‌পাতি ও পীচ্ ফলগুলো পেকেছে কিনা একবার দেখতে গেলেন।

দূরে নদীর জলস্রোতের মৃদুগর্জন শোনা যাচ্ছে। ফলের গাছ দেখে ফিরবার সময় তাঁর মনে হল, একবার পুকুরটা দেখে যাবেন। নতুন সংগ্রহ করা আমাজন নীল লিলির প্রথম কুড়ি ধরেছে।

হঠাৎ কানে এল মৃদুস্বরে কথাবার্তা। চোখ চেয়ে দেখেন, পুকুরটার পাশে একটা চেরী ফুলগাছের নীচে দুটি ছায়া মূর্তি। খুবই আশ্চর্য হয়ে চশমাটা খুলে ভাল করে মুছে, আবার চোখে দিয়ে, একটু এগিয়ে যেয়ে তাকালেন,—আরে, এতো রেমণ্ড আর জয়েস!

চেরী গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে রেমণ্ড, আর পাশেই ঘাসের উপর জয়েস বসে, হাতে মনে হচ্ছে এক গুচ্ছ চেরীফুল। তিনি আর লিলিফুল

দেখতে গেলেন না, তার মুখে ফুটে উঠল তৃপ্তির হাসি। কিছুক্ষণ আগেই ওরা ছিল লাইব্রেরীতে। রেমণ্ডের গলায় ব্রাউনিঙের কাব্য থেকে আবৃত্তি আর জয়েসের হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এই তো যৌবনের ধর্ম। তিনি সামনের ফুলবাগানে ফিরে চললেন।

রেমণ্ড তার একমাত্র ভাইপো, অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। রেমণ্ডও তাকে ভীষণ ভালবাসে। শতকাজের মধ্যেও সময় পেলেই তাঁর কাছে এসে থাকে, দেখাশোনা করে। এই সেণ্টমেরীমীড গ্রাম ছেড়ে তাঁর কোথাও তেমন যেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু মাঝেমাঝেই রেমণ্ডের স্নেহের শাসনে তাঁকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাসে বায়ুপরিবর্তনের জন্য যেতে হয়।

রেমণ্ড নামকরা সাহিত্যিক। সত্যিই তিনি ভাইপোর জন্য গর্বিত। তবে ও সংসার-অনভিজ্ঞ আর বেশ কল্পনা-প্রবণ। এই জটিল পৃথিবীতে ওর ভবিষ্যত নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে চিন্তিত হন। এখন ভাবলেন,— না ঠিকই আছে। জয়েসের উপর নির্ভর করা যায়, অঙ্কনশিল্পী হলেও ও বেশ বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন। জয়েসকে তার ভালোই লাগে। মিষ্টি হাসিখুশী চেহারা, কিন্তু বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ, এ-কদিনের মধ্যেই জয়েস এই বাড়ীতে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। হঠাৎই নিজেকে মিস্ মারপলের খুব সুখী মনে হয়। আনন্দ ও প্রশান্তিতে তাঁর মন ভরে উঠল। গোলাপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলেন।

আজ তো মঙ্গলবার। হ্যাঁ, আজকের বৈঠকে তো তারই বলবার পালা। তিনি কি বলবেন তাই চিন্তা করতে লাগলেন। কতবছর হয়ে গেল তিনি একাই জীবন কাটাচ্ছেন। কিন্তু কখনো একাকিত্ব অনুভব করেন নি, নিজের জীবনকে একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ হতে দেন নি, জীবন রসিক তিনি, কত না পরিচিত লোকজন, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নিয়ে প্রতিমুহূর্ত্ত ব্যস্ত থেকেছেন, এখনও ঐ একইরকম ব্যস্ত জীবন তিনি কাটান। এই গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারের সাথেই তার ঘনিষ্ঠতা। তিনি জীবনকে অতি নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করেন, যেন কোনো প্রেক্ষাগৃহে

বসে নাটক দেখছেন। এতদিন ধরে এতরকম মানুষকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ফলে তাঁর কেমন একটা যেন অন্তর্দৃষ্টি বা স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি জন্মে গেছে। নতুন কোন ঘটনা ঘটলেই তিনি তাঁর উপসংহার বলে দিতে পারেন, তার মনে হয় এমন ঘটনাতো তার পূর্বেই দেখা আছে এবং তার সঙ্গে মিলিয়েই নতুন ঘটনার শেষ তার কাছে আর অজানা থাকে না। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, মানবচরিত্র প্রায় সবজায়গাতেই একই রকম, ছোট খাট সুখ দুঃখ, আপন স্বার্থ, লোভ কাম ক্রোধ ভালবাসা নিয়েই মানুষ। যেন শুধু পশ্চাদপট পরিবর্ত্তিত হয়, হয়ত গ্রামের পরিবর্ত্তে শহরের পশ্চাদপট অথবা এক পরিবারের অথবা ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য কোন ব্যক্তি বা পরিবার। কোনো মানুষকেই তার খুব ভাল অথবা খুব খারাপ মনে হয় না। সব মানুষই ভালমন্দ মিশিয়ে, কিন্তু আজ তিনি কোন্ ঘটনাটা বলবেন ? কত ঘটনাই তো তিনি চোখের সামনে ঘটতে দেখলেন, কত সব আশ্চর্য, অদ্ভুত ভয়ঙ্কর বীভৎস বা হাস্যকর সব ঘটনা।

পরিচারিকা এসে ডাকতে তাঁর চমক ভাঙল। একটু শীত বোধ হচ্ছে। সূর্য ডুবে গেছে। একমনে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করছিলেন। শীতের সন্ধ্যার কুয়াসা ধীরে ধীরে বাগানে নামছে। তিনি খেয়ালই করেননি। বাড়ীতে এসে বসবার ঘরে আলো জ্বেলে চুল্লীর আগুন উসকে দু এক টুকরো কাঠ দিতে বললেন পরিচারিকাকে। এখনই সান্ধ্য বৈঠকের সভ্যরা এসে পড়বেন। পশমের গোছা ও বোনবার সরঞ্জাম নিয়ে চুল্লীর পাশে তার প্রিয় আরাম কেদারায় আয়েশ করে বসলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে স্যার হেনরী, মিঃ পেথেরিক, ডাঃ পেনডার একসঙ্গেই এসে হাজির হলেন। ওরা তিন জন আজ বিকালে নদীর ধারে ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন। সবাইকে মিস্ মারপল আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। আসন গ্রহণ করে ওরা বৃদ্ধবয়সে ভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন। মিস্ মারপলকে তারা পরের দিন তাদের ভ্রমণসঙ্গী হতে অনুরোধ জানালেন।

'আমি কিন্তু রোজই বিকেলে খানিকটা বেড়াই। অবশ্য বাইরে কোথাও নয়, আমার বাগানের প্রতিটি গাছকেই ব্যক্তিগত ভাবে নজরে রাখতে এবং মালীদের সাথে নিয়ে পরিচর্যা করতে আমাকে বাগানের মধ্যেই বহুপথ পরিক্রমা করতে হয়। আপনারা বরং মাঝে মাঝে আমার এখানে চলে আসুন এবং আমার ভ্রমণসঙ্গী হোন'—মিস মারপল মৃদু হেসে বিনীতভাবে তার বক্তব্য পেশ করলেন।

ওরা তিনজন রাজী হলেন এবং মিঃ পেথেরিক তো বাগান পরিচর্যা করা হাতে কলমে এসে শিখতেও চাইলেন। স্যার হেনরী মিস মারপলকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'রেমণ্ড আর জয়েস কোথায়? ওরা কি আজকের বৈঠকে যোগ দেবে না?'

—'হ্যাঁ, ওরা তো বাগানে বেড়াচ্ছিল, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এতক্ষণে তো আসা উচিত।'

তারপর ওরা তিনজন তাদের যৌবন কালের রোমান্স নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। মিস মারপল ওদের কথা শুনছিলেন আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

রেমণ্ড এসে ঘরে ঢুকল। সবাই একসঙ্গে ওর দিকে তাকাতেই, একটু লজ্জা পেয়ে রেমণ্ড বলল,—'একটু বাগানে ঘুরছিলাম, সত্যি বাগানটা এখন অপূর্ব হয়েছে। পিসি, আজ একটা আশ্চর্য ফুল দেখলাম, তোমার ঐ ছোট্ট পুকুরটাতে ফুটেছে, বোধ হয় একরকম বিরাট লিলি তাই না? আঃ! কি অপূর্ব নীল রং, তুমি কি নতুন লাগিয়েছ, আগে তো কখনও দেখিনি।'

রেমণ্ড চুল্লীর কাছে গিয়ে আরো দুই এক টুকরো কাঠ আগুনে দিয়ে ওর জায়গায় এসে বসল।

মিস মারপলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি বোনা থামিয়ে রেমণ্ডকে বললেন,—'রেমণ্ড সোনা, আমি ওটা নতুনই লাগিয়েছি—ওর নাম আমাজন ব্লু লিলি, ব্রাজিলের প্রজাতি, বিরাট বড় আর অপূর্ব নীল

রং। তুমি আর জয়েসই তাহলে প্রথম ফুলটা দেখলে। খুবই ভাল লাগছে, আমি তো বেশ চিন্তায় ছিলাম, ওটা আমাদের এখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় প্রস্ফুটিত হবে কিনা। কাল ভোরেই গিয়ে দেখতে হবে।

পরিচারিকার সাথে জয়েস ঘরে ঢুকল কফির সরঞ্জাম নিয়ে। জয়েস একটা কালো রঙের শাল এনে মিস্ মারপলের গায়ে জড়িয়ে দিল। মিস মারপল মৃদু হেসে জয়েসকে ধন্যবাদ জানালেন। সবাই কফিতে চুমুক দিলেন। রেমণ্ড একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মিস্ মারপলকে বলল—'জেন পিসি, আজ কিন্তু তোমার বলার দিন, তোমার গল্পটা কিন্তু সবচেয়ে জটিল ও রোমহর্ষক হওয়া চাই।'

মিস মারপল মৃদু হেসে রেমণ্ডকে বললেন,—'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ঠাট্টা করছ না, সত্যিই বলতো আমি গ্রামে থেকে সেরকম কোনো জটিল রোমহর্ষক ঘটনার কথা কি ভাবে জানবো!'

রেমণ্ড একটু বিব্রত হয়ে বলল,—'না, তুমি অন্যান্য গল্পের সাথে তুলনা করে যেসব ঘটনা এই গ্রামে ঘটেছে বলে আমাদের এতদিন শোনালে, সেগুলো তো সাংঘাতিক, শহরের অপরাধ করে পেশাদারেরা, কিন্তু এই গ্রামে তো দেখছি অপেশাদাররাই পেশাদারদের পেছনে ফেলে দিচ্ছে।'

মিস্ মারপল রেমণ্ডের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন,—'দেখ সোনা, গ্রাম বা শহর কিন্তু মূল ব্যাপার নয়, মানুষের আচরণ গ্রাম বা শহরে থাকার উপর নির্ভর করে না। পেশাদারদেব অপরাধ সহজেই চোখে পড়ে, পুলিসের হাতে যায়, কিছু সমাধান হয়, কিছু হয় না, কিন্তু অপেশাদারদের অপরাধ তো ধরাই যায় না, সাধারণ ঘটনা বলে মনে হয়। তবে শহরে অপরিচিত বহুলোকের ভীড়ে এই সব অপেশাদারি অপরাধ ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না বল্লেই চলে, গ্রামে কিন্তু অনেকটা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায়। কোন লোকের অভ্যাস আচরণের সামান্য পরিবর্তন বা তাঁর অবস্থাগত বা গুণগত পরিবর্তন,

আমাদের অনেক বিষয়ে সজাগ করে এবং ধীরে ধীরে ঘটনাটা প্রকাশ পেয়ে যায়। সব ঘটনাই যে উদ্ঘাটিত হবে, এমন কিন্তু নয়। তুমি এ বিষয়ে স্যার হেনরীকেও জিজ্ঞাসা করতে পার।'

'সত্যিই জেন পিসি, আপনার চিন্তা ভাবনাগুলো কত অন্য রকমের। আমার ভারি আশ্চর্য লাগে'—জয়েসের কণ্ঠে শ্রদ্ধার সুর।

মিঃ পেথেরিক একটু কেশে নিয়ে বললেন,—'কিন্তু আমাদের গল্পের কি হল, মিস্ মারপল, এবার আপনি সুরু করুন।

মিস্ মারপল বোনা থেকে মুখ তুলে খুব ধীর কণ্ঠে বললেন,—'সত্যি কথা বলতে কি, আমার ব্যক্তিগত জীবন, মোটেই ঘটনাবহুল নয়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন পছন্দ করি। তবু অনেক ঘটনা শুনতে পাই বা জানতে পাই বা কোনোটা চোখের উপরে ঘটতে দেখি, তার মধ্যে অনেক ঘটনা সাধারণের কাছে কোনো অর্থই বহন করে না, আবার কোনোটা হয়ত খুবই রহস্যময় বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু মানুষের আচার আচরণের এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে, অনেক অদ্ভুত সব ব্যাপার আবিষ্কার করা যায়। যেমন ধরুন মিসেস সিমস্ সারা বছর মাত্র একবারই বা কেন তার বহু মূল্য ফারকোটটি পরেন? আপনাদের কাছে এটা হয়ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, কিন্তু আমার স্বভাবটা আবার অন্য রকম, আমি ব্যাপারটার ভিতরে ঢুকে ওর কারণটা জানতে চাই, এইভাবেই আমি মিসেস সিমসের চরিত্রের অনেক অজানা দিক জানতে পারি। তা—এইতো সব, আমি এই রকম পর্যবেক্ষণেই আনন্দ পাই। আপনাদের শোনানোর মত কোন চমকপ্রদ গল্প সত্যিই আমি খুঁজে পাচ্ছি না।' মৃদু হেসে মিস্ মারপল তার বক্তব্য শেষ করলেন।

স্যার হেনরী মন দিয়ে মিস্ মারপলের কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন,—'মিস মারপল হয়ত স্বমুখে তাঁর নিজের কীর্তির কথা বলতে সংকোচ বোধ করছেন।'

মিস্ মারপলের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে স্যার হেনরী বললেন,—'উনি যদি অনুমতি দেন, তবে ওর একটা অসাধারণ কীর্ত্তির কথা আমি বলতে পারি। ঐ ঘটনায় ওঁর ভূমিকা একজন নিরপরাধী ব্যক্তিকে প্রায় ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। কি করে যে উনি আসল অপরাধীকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলেন, সেটা আমার কাছে এখনও রহস্যই থেকে গেছে।'

মিস্ মারপল স্যার হেনরীর কথায় বাধা দিয়ে বিব্রতভাবে বললেন,—'ও কিছু নয়, কিছু নয়, যা করার সবই মিঃ হেনরীই করেছিলেন। উনি যেভাবে পরিশ্রম করে আসল রহস্যটি উন্মোচন করেছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। উনি সে সময় আমাদের গ্রামে উপস্থিত না থাকলে সত্যিই একটি নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি হত, আমি এইজন্য ওঁর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞ।'

ডঃ পেনডার স্যার হেনরীকে বললেন,—'মিস্ মারপল কিছুই মনে করবেন না, আপনাকে অনুমতি দেবেন এবং আপনি গল্পটা বলুন।'

মিঃ পেথেরিকও একটু অধৈর্য হয়ে বললেন—'মিঃ হেনরী, আপনি আমাদের কৌতূহলই শুধু বাড়িয়ে দিচ্ছেন, মিস্ মারপল বোধহয় বলবেন না, আপনিই অনুগ্রহ করে বলুন।'

স্যার হেনরী প্রত্যেকের ঔৎসুক্য দেখে মৃদু হাসলেন, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু আরাম্ করে বসে শুরু করলেন তার কাহিনী—

আমার রিটায়ার করার কয়েক মাসের মধ্যেই এই ঘটনাটা ঘটে। আপনারা তো জানেনেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কমিশনার পদে থাকা অবস্থায় আমি অবসর গ্রহণ করি। সেই সময় কিছুদিনের জন্য ছুটি কাটাতে এই গ্রামে আমার পুরনো বন্ধু কর্ণেল ব্যানট্রির বাড়ীতে

আতিথ্য গ্রহণ করেছি। মিসেস্ ব্যানট্রিও খুব প্রাণোচ্ছল হাসিখুশী মহিলা। খেলাধূলা, বেড়ানো, গল্পগুজব, আর মিসেস্ ব্যানট্রির নিত্য নতুন রান্না খেয়ে বেশ সুখেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। শহরের ব্যস্ত জীবন, ভীড়, কর্মচাঞ্চল্য আর অপরাধের জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে এই শান্ত নিস্তরঙ্গ কর্মচাপবিহীন জীবনে এসে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

একদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিল উপস্থিত হয়ে দেখি গৃহকর্তা এবং কর্ত্রী তুজনেই গম্ভীর। মিসেস্ ব্যানট্রি খাবারদাবার গুছিয়ে দিয়ে চলে গেলেন, আর এলেন না, অন্যদিন অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় আমরা প্রাতরাশের টেবিলে গল্পগুজব করি। কফি খেতে খেতে কর্ণেল ব্যানট্রি বললেন,—'হেনরী, কিছু মনে করবেন না, ডলির আজ ভোর থেকেই খুব মন খারাপ। ও ঠিক এসব সহ্য করতে পারে না। এই তো হয়েছে মুশকিল।' ডলি মিসেস্ ব্যানট্রির ঘরোয়া নাম।

আমি ভেবেছিলাম বোধ হয় ওঁর শরীর খারাপ, তাই জিজ্ঞাসা করলাম,—মন খারাপ কেন, কোনো তুঃসংবাদ পেয়েছেন কি ?

কর্ণেল বললেন,—'বাইরের কোন খবর নয়, আমাদের গ্রামেই কাল একটা মেয়ে জলে ডুবে মারা গেছে। খবরটা শোনার পর থেকেই মনটা খুব খারাপ লাগছে, ডলিতো একেবারে ভেঙে পড়েছে, ও আবার মেয়েটিকে খুবই স্নেহ করত।'

আমি অবাক হয়ে বললাম,—মেয়েটি কে ? কি করেই বা জলে ডুবে গেল ?

কর্ণেল ব্যানট্রি বললেন,—'মেয়েটি আমাদের এমটের মেয়ে। এমটকে আপনি চিনবেন না, ও হল আমাদের গ্রামের সরাইখানা 'ব্লু-বোর' এর মালিক। ব্লু-বোর নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়েছে।'

—হ্যাঁ, সরাইখানাটা আমি দেখেছি।

—'কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন, মেয়েটি হঠাৎ জলে ডুবে

যায় নি, মেয়েটি নাকি জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।'

আমি ভারি অবাক হয়ে বললাম,—সেকি! আত্মহত্যা কেন? আর আপনাদের এখানে তো কোনো বড় জলাশয় নেই, তাহলে কোথায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো?

কর্ণেল ব্যানট্রি দুঃখিত স্বরে বলতে লাগলেন,—'রোজ মানে মেয়েটি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঐ কুমারী মেয়েদেব যা হয়ে থাকে আর কি। রোজ অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। মেয়েটি খুব ভাল আর সরল, কিন্তু খুবই বোকামির কাজ করেছে। ওরা পরিণতির কথা না ভেবেই একেবারে আত্মসমর্পণ করে বসে। কি জানি এই বুঝি যৌবনের ধর্ম। তবুও ভবিষ্যতের কথা, নিজেদের নিরাপত্তার কথা তো একবার চিন্তা করা উচিত। এ নিয়ে তো ডলির সাথে আমার একরকম ঝগড়াই হয়ে গেল। ডলির ধারণা এর জন্য পুরুষরাই দায়ী, এইসব অপরিণত মেয়েরা নাকি তাদের কামপ্রবৃত্তির শিকার হয়। আমি ওকে কত করে বোঝালাম যে এই সব ক্ষেত্রে কোনো পক্ষকেই পুরো দোষী বলা চলে না। মেয়েটির এই লজ্জাকর পরিস্থিতির জন্য শুধু ছেলেটাকেই বা চরিত্রহীন বলব কেন, উভয়েই ত সমানভাবে দোষী। কিন্তু জানেনইতো, মহিলারা তো কখনই কোনো যুক্তি মানেন না, উনি এইসব ব্যাপারে পুরুষদেরই সম্পূর্ণ দায়ী করেন।'

আমি মিঃ ব্যানট্রিকে জিজ্ঞাসা করলাম,—ছেলেটি কে? সে কি আপনাদের এই গ্রামেরই ছেলে?

—'না, না। সে এই গ্রামের ছেলে নয়, তবে এখানে থাকে। ছেলেটিকে আমি চিনি। ওর নাম স্যাণ্ডফোর্ড। কিন্তু ওকে আমার কোনো সময়ই বাজে ছেলে বলে মনে হয় নি।'

—আপনারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে স্যাণ্ডফোর্ডই মেয়েটির ওই পরিণতির জন্য দায়ী?

—'গ্রামের সকলেরই তো তাই ধারণা, তবে এ বিষয়ে তো সঠিক

কিছু বলা যায় না। আমি এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত নই। যেহেতু দুজনের মধ্যে মেলামেশা ছিল, যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই ছেলেটিকেই যে অপরাধী হতে হবে—এটাও তো মানা যায় না।

এমনও হতে পারে, সবটাই গ্রাম্য গুজব। বোঝেনই তো এই ধরনের ছোট্ট গ্রামে এইরকম ঘটনা ঘটলে কীরকম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে ছেলেমেয়ে দুটির ঘনিষ্ঠতা কতটা ছিল তা সত্যিই জানিনা, আর জানলেও ডলির মত সবকিছু খতিয়ে না দেখে স্যানফোর্ডকে দায়ী করতে পারিনা। গ্রামের লোকে তো একবাক্যে স্যাণ্ড-ফোর্ডকেই দায়ী করছে। ওই নাকি মেয়েটিকে অন্তঃসত্ত্বা করেছে। যাক ময়নাতদন্তের ফল জানা গেলে সঠিকভাবে জানা যাবে।'

—ময়না তদন্ত! কি আশ্চর্য্য! কেন?

—'হ্যাঁ, ময়না তদন্ত তো হবেই। আপনাকে বললাম না, মেয়েটি জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তদন্ত তো দরকারই।'

আমি বললাম,—কিন্তু আজকাল তো এসব ব্যাপার হামেশাই ঘটছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো আমাদের মত আর রক্ষণশীল নেই, ওদের মেলামেশা যাকে বলে 'বাধাবন্ধহীন'। শহরের ছেলে-মেয়েদের কাছেতো এগুলো এখন কোন সমস্যাই নয়। গ্রামেও এসবের ছোঁয়াচ লেগেছে দেখছি। তা মেয়েটা আত্মহত্যা করল কেন? অন্যভাবে তো ব্যাপারটা……

আমার কথায় বাধা দিয়ে মিঃ ব্যানট্রি বললেন,—'আপনি তো মেয়েটির বাবা মানে এমট্‌কে চেনেন না! খুব কড়া ধাঁচের লোক। মেয়েটা হয়ত ভেবেছিল এরকম একটা গুরুতর অন্যায় তার বাবা কিছুতেই সহ্য করবে না, ক্ষমা করবে না। তাই হয়ত মেয়েটা বাবার মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে নিজের জীবন দেওয়াটাই শ্রেয় মনে করেছিল। মেয়েটার জন্য খুব দুঃখ হয়। ডলি মেয়েটিকে বেশ পছন্দ করত। খুবই ভেঙে পড়েছে ও খবরটা শুনে।'

আমি জিগ্যেস করলাম,—'মেয়েটি কোথায় ডুবেছে ?'

—'গ্রামের শেষে যে কারখানাটি আছে তারই কাছে নদীতে। ওইখানটায় একটা কাঠের সাঁকো আছে। জায়গাটা খুব নির্জন, নদীর ওপারে ত বেশ ঘন জঙ্গল। সবাই বলছে ওই সাঁকোর ওপর থেকেই মেয়েটা ঝাঁপ দিয়েছে নদীতে। বেচারা! ভাবতেও এত খারাপ লাগছে!'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিঃ ব্যানট্রি সকালের খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলেন। যে মেয়েটির কথা মিঃ ব্যানট্রি বললেন তাকে আমি দেখিনি, তাই আমার খুব একটা চিত্তবৈকল্য হয়নি, তবে যে-কোন অপরিণত মৃত্যুই তো শোকাবহ। বুঝলাম ব্যানট্রি দম্পতিকে আজকে বেশী বিরক্ত না করাই ভালো। উভয়েরই আঘাতটা বেশ জোরেই লেগেছে। প্রাতরাশের পর খবরকাগজ নিয়ে বাইরের লনে একটা চেয়ার পেতে বসলাম। রোদটা বেশ ভালোই লাগছিল, বেশ নরম আরামদায়ক। ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ীর এক পরিচারিকা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই মেয়েটি বলল,—'স্যার, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য মিস মারপল এসেছেন। বসবার ঘরে উনি অপেক্ষা করছেন।'

মিস মারপল! আমি একটু অবাকই হলাম। ওঁর কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মহিলা। অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্যের অধিকারিণী। ব্যানট্রি দম্পতিদের মুখ থেকে শুধু নয়, এখানকার পুলিশ মহল থেকেও শুনেছিলাম অনেক রহস্যময় অপরাধের জট ওই আপাত-নিরীহ মহিলা কী অদ্ভুতভাবে সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কিছুটা কৌতূহল ও একটা শ্রদ্ধার ভাব আমি পোষণ করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এই সময় আমার কাছে তাঁর আসার কী প্রয়োজন পড়ল বুঝতে পারলাম না। যাই হোক পরিচারিকার সঙ্গে বাড়ীর ভেতর এলাম।

মিস জেন মারপল বৈঠকখানা ঘরে বসে ছিলেন। সুন্দর প্রশান্ত

চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটিতে কৌতুকের হাসি। হাতে খুব বড় একটা কেনাকাটার রঙচঙে ব্যাগ। আমাকে দেখেই উনি উঠে দাঁড়ালেন। অসময়ে এসে আমাকে যেন বিরক্ত করেছেন এরকম একটা ভাব তার চোখে মুখে।

আমি ওঁকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে বললাম,—'বলুন মিস মারপল, আপনার জন্য কী করতে পারি?

উনি খুব শান্ত গলায় বললেন,—'স্যার হেনরী, আপনার দেখা পেয়ে খুব ভাল হল। খুবই ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে এসময় আপনি আমাদের গ্রামে রয়েছেন। হঠাৎ-ই আমার কানে এল যে আপনি ব্যানট্রিদের বাড়ীতে রয়েছেন।' তারপর হঠাৎ কথা থামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উনি বললেন,—'আমার এই অযাচিত আগমনের জন্য অবশ্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু না এসেও…'

ওঁকে বাধা দিয়ে আমি বললাম,—আপনার বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমারও খুব ভাল লাগছে। কিন্তু মিসেস ব্যানট্রি বোধ হয় বাইরে বেরিয়েছেন।

মিস মারপল হেসে বললেন,—'হ্যাঁ, আমি জানি একটু আগেই দেখলাম উনি মাংসের দোকানী ফুটিটের সঙ্গে কথা বলছেন। ফুটিটের কুকুরটা কয়েকদিন আগে গাড়ী চাপা পড়ে মারা গেছে। খুব ভাল জাতের কুকুর ছিল। ফক্স টেরিয়ার। ফুটিটের খুব প্রিয়। কিন্তু মিসেস ব্যানট্রিকে আমার প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন আপনাকে, আর মিসেস ব্যানট্রি না থাকায় একটু সুবিধাই হল।'

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম,—আমার কাছেই আপনার প্রয়োজন? কী ব্যাপার বলুন তো!

—'এই দুঃখজনক ঘটনাটার জন্যই আমার আসা।'

আমি বিমূঢ় কণ্ঠে বললাম,—ফুটিটের ওই কুকুরটার ব্যাপারে কি?

মিস্ মারপল আমার দিকে তির্যক ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টি হেনে বললেন,—

'না, না, আমি এসেছি বেচারা রোজ এমটের ব্যাপারে। ঘটনাটা শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

—হ্যাঁ শুনেছি, কর্ণেল ব্যানট্রির মুখে আজ সকালে সব শুনেছি। সত্যি খুবই শোকাবহ ঘটনা।

আমি কথাটা বলে চিন্তা করলাম, রোজ এমটের আত্মহত্যা আর মিস্ মারপলের আসার মধ্যে যোগসূত্রটা কি।

এই পর্য্যন্ত বলে স্যার হেনরী প্রত্যেকের দিকে একে একে চাইলেন, সবাই ব্যগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। শুধু মিস্ মারপল মুখ নীচু করে পশম বুনছেন আর তার মুখে মৃদু হাসির রেখা।

স্যার হেনরী আবার বলতে সুরু করলেন,—

'তারপর মিস্ মারপল বেশ চিন্তিতমুখে ধীর গম্ভীর গলায় বললেন,—'আমি আপনার মূল্যবান সময় হয়ত খানিকটা নষ্ট করছি কিন্তু আপনার কাছে আমার না এসে উপায় নেই। আমি যে কোনো ঘটনা ঘটলেই তার কার্যকারণ জানবার চেষ্টা করি এবং এ পর্যন্ত অসফল খুব বেশী হইনি। এইভাবে সাধারণ তদন্তে অপ্রমাণিত বা আপাতদৃষ্টিতে নিরপরাধ কিছু অপরাধীকে সনাক্ত করতে পেরেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে…'

স্যার হেনরী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, আমিও কিছু ঘটনার কথা শুনেছি এবং কর্নেল ব্যানট্রি আমাকে বলেছেন এ বিষয়ে। আপনি অনুগ্রহ করে, কি ব্যাপারে আমার কাছে এসেছেন যদি একটু বলেন—

—'হ্যাঁ, সেটাইতো আমি বলতে চাইছি, আমি সাধারণভাবে থানায় বললে ওরা উড়িয়ে দেবে, কিন্তু ব্যাপারটা এত জরুরী! সেইজন্যই আপনার কাছে এসেছি, আমি মন থেকে বিশ্বাস করি আমার বক্তব্য আপনি গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন।'

ওঁর আবেগমণ্ডিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে আমার মনে হল ব্যাপারটা সত্যিই হয়ত গুরুতর। আমি শান্তভাবে বললাম,—আপনি নিশ্চিত

থাকুন, আপনার প্রত্যেকটা কথাই আমি গুরুত্ব সহকারে শুনব এবং আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে 'চেষ্টা করব। আপনি দয়া করে ঘটনাটা বলুন। এত বিচলিত হবার কিছু নেই।

মিস মারপল জানালা দিয়ে ঘরের বাইরে কিছুটা সময় একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত গলায় বললেন, —'স্যার হেনরী, ঐ মেয়েটা মানে রোজ এমট্ আত্মহত্যা করেনি, ওকে খুন করা হয়েছে। হ্যাঁ, আমি জানি—আর ওকে কে খুন করেছে তাও আমি জানি।'

আমি এই অদ্ভুত সংবাদে হতভম্ব হয়ে মিস্ মারপলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কাল মেয়েটা মারা গেছে, আত্মহত্যা করেছে বলে সবাই জানে। কিন্তু আজ সকালেই উনি এসে বলছেন যে মেয়েটি খুন হয়েছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে আমার বেশ সময় লাগল।'

মিস মারপলের কোনো ভাবান্তর নেই, তিনি সাধারণ একটা ঘটনা সম্বন্ধে মত বিবৃত করার মত করেই ব্যাপারটা বললেন। আমি খানিকটা সম্বিত পেয়ে বললাম,—আপনি কিন্তু একটা খুব গুরুতর অভিযোগ জানালেন, মিস মারপল।

—'হ্যাঁ, অভিযোগটা গুরুতর বলেই তো আপনার কাছে এসেছি মিঃ হেনরী।'

—কিন্তু এ ব্যাপারে আমি এখন কিইবা করতে পারি! এটা তো এখন অনুসন্ধানের পর্যায়ে, স্থানীয় পুলিসের লোকেরাই তো অনুসন্ধান করবে। আপনি তো জানেন বেশ কিছুদিন হল আমি অবসর নিয়েছি। বরঞ্চ স্থানীয় পুলিসেরা এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। ওদের কাছে গেলেই মনে হয়, ভাল হবে।

—'কিন্তু স্থানীয় পুলিসের কাছে যাওয়াটা এখনই ঠিক সম্ভবপর হচ্ছে না।'

—কেন?

—'কারণ, কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া তো অভিযোগ টিকবে না। আমি এখনই অভিযোগের সমর্থনে সেগুলো পেশ করতে সমর্থ হচ্ছি না।'

—ওঃ। তাহলে আপনি মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ করছেন সেটা শুধু আপনার অনুমান মাত্র?

—'তা অবশ্য আপনি বলতে পারেন, কিন্তু অভিযোগটা কোনোক্রমেই অনুমানভিত্তিক নয়। আমি পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখেছি, একেবারে অঙ্কের মতো মিলে যাচ্ছে, যখন কোনো অঙ্কের একটা সংখ্যা আর উত্তরটা জানা যায়, তখন অন্য সংখ্যাটা জানতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু মুসকিল কি হবে জানেন, এখন যদি আমি ইন্সপেকটর ড্রেউইটকে বলি,—আমার ধারণা অমুক ব্যক্তি এই মেয়েটাকে খুন করেছে, ওকে গ্রেফতার করুন। উনি হেসেই কথাটা উড়িয়ে দেবেন। তাকে আমি দোষ দিতে পারিনা কারণ আমার অভিযোগের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণই এই মুহূর্তে আমি দাখিল করতে পারছি না। আমি কিভাবে আমার সহজাত অনুভূতি এবং অপরাধীর চরিত্র বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেটাও তাকে এখনই বুঝিয়ে বলতে পারা সম্ভব নয়।'

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে মিস্ মারপল থামলেন।

আমি বিব্রত হয়ে বললাম,—আমার কিন্তু আপনার অনুমান ও বিবেচনাশক্তির উপর আস্থা আছে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা কি যথেষ্ট এসব ক্ষেত্রে?

—'দেখুন স্যার হেনরী, আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু একটা ব্যাপার আমি খুব ভালভাবে বুঝবার চেষ্টা করি, সেটা হল মানুষের স্বভাব। এত বছর এই গ্রামে বাস করে আমি প্রায় প্রত্যেকের স্বভাব, আচার-আচরণের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করেছি, তার ফলে অনেক ঘটনাই আমার কাছে অজানা থাকে না। কিন্তু এখন প্রশ্নটা হল,—আপনি আমার উপর আস্থা রাখছেন কি— হ্যাঁ অথবা না। মিস মারপলের কণ্ঠে দৃঢ়

আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

মিস মারপলের পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রতি আমার আস্থা ছিল এবং ওর কথায় এমন একটা আত্মবিশ্বাসের সুর ছিল যাকে অস্বীকার করা যায় না। আমি সমস্ত ব্যাপারটিকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে খতিয়ে দেখে নিয়ে মিস মারপলকে বললাম,—আপনার মতামতের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কি ধরনের সাহায্য এই ব্যাপারে আমার কাছ থেকে আশা করছেন।

মিস মারপল একটু চুপ করে থেকে বললেন, –'আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। যেহেতু সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, তাই সরাসরি পুলিসের দ্বারা অনুসন্ধান চালান সম্ভব নয়। অথচ আপনি যদি অনুসন্ধান চালান তবে আপনার কাজে পুলিস নাক গলাতে আসবে না, উপরন্তু পুলিসের তরফ থেকে ইনস্পেকটর ড্রেউইট অথবা মেলচেটের পূর্ণ সহযোগিতা আপনি পাবেন। আপনাকে সাথে পেলে ওরা বর্তে যাবে বলেই তো মনে হয়।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুরো ব্যাপারটা আর একবার ভাবলাম। তারপর মিস মারপলকে বললাম, –'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল রোজ মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে বলে আপনার বিশ্বাস এবং কে খুন করেছে সেটাও আপনি জানেন। এখন আপনি আমাকে বলছেন পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সেই খুনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে। এই তো! কিন্তু প্রাথমিকভাবে তদন্ত সুরু করার আগে কিছু তথ্যের দরকার হয়। সে ব্যাপারে আপনি কী আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারেন?

মিস মারপল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'আমি খুব একটা তথ্য আপনাকে দিতে পারছি না। আমি যা ভেবেছি তা হল—একখণ্ড কাগজে আমি যাকে খুনী বলে মনে করছি, তার নাম লিখে আপনাকে দিচ্ছি। আপনি যদি অনুসন্ধান করে দেখেন যে সেই ব্যক্তি নিরপরাধ

তাহলে পুরো ব্যাপারটা আপনি ভুলে যাবেন। আমিও তাহলে ধরে নেব যে আমার অনুমান ভ্রান্ত।' তিনি এরপর একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর প্রায় অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বললেন,—'একজন নিরপরাধ লোকের ফাঁসি হবে এটা ভাবতেও আমার শরীর শিউরে উঠছে, খুবই মর্মান্তিক ব্যাপার হবে সেটা।'

আমি বললাম,—আপনি ঠিক কী যে বলতে চাইছেন……

মিস মারপল আমার দিকে মুখ ফেরালেন। তার মুখ দেখে স্পষ্টতই বোঝা গেল মনে মনে তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে খুবই বিচলিত।

তিনি আবার বললেন,—'আমার বুঝতে ভুল হতে পারে হয়ত, কিন্তু দেখুন স্যার হেনরী, মিঃ ড্রেউইট যদিও একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তবুও কোন ভুল সূত্র তাকে বিপথে চালিত করতে পারে। পুলিসী বাঁধাধরা পথে ওরা সাধারণত তদন্ত পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যতটা বুদ্ধি খরচ করলে বা পরিশ্রম করলে নানা সূত্রের ভেতর থেকে আসলটি বের করা যায় সেটা মিঃ ড্রেউইট করবেন কিনা সন্দেহ। সময় সময় এইসব ব্যাপার খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।'

তাঁর কথার মর্ম বুঝতে আমার কয়েক সেকেণ্ড লাগল। বুঝলাম, মিঃ ড্রেউইটের তদন্তের উপর তিনি খুব আস্থা রাখতে পারছেন না। ভয় করছেন মিঃ ড্রেউইট হয়ত ভুলপথে চালিত হয়ে কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করবে।

ইতিমধ্যে মিস মারপল তার হাতব্যাগ থেকে একটা নোটবই বের করেছেন। ওখান থেকে সযত্নে একটি পাতা ছিঁড়ে পেনসিল দিয়ে একটা নাম লিখলেন তাতে, তারপর সেটি দু'ভাঁজ করে আমার হাতে দিলেন।

আমি কাগজটি খুলে নামটি পড়লাম। যার নাম লেখা আছে তাকে আমি চিনিনা, নামও শুনিনি। আমি আবার দু'ভাঁজ করে কাগজটি পকেটে রাখলাম। পুরো ব্যাপারটিই আমার কাছে খুবই রহস্যময় লাগছিল। আমি মিস মারপলকে বললাম,—দেখুন ম্যাডাম, এই

ধরনের কোন তদন্ত আমি আমার পুলিশ জীবনে করিনি। কিন্তু আপনার বিবেচনাকে, অনুমানকে আমি উড়িয়ে দিতে পারছি না। অতএব আমি এই তদন্তের ভার নিলাম।

পরদিন সকালে আমি স্থানীয় থানায় গেলাম। সেখানে তখন ডিটেক্টিভ ইনসপেকটার মিঃ ড্রেউইট ও ওই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ মেলচেট উপস্থিত ছিলেন। মিঃ মেলচেট খুবই যোগ্য অফিসার, তার চাল চলন ঠিক কোন ফৌজি অফিসারের মত, আর ইনসপেকটর ড্রেউইট খুব বড়সড় চেহারার লোক। ওকে আমি আগে থেকেই চিনতাম, খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তার খুব সতর্ক দৃষ্টি। আমাকে দেখে ওরা দুজন খুবই খুশী হলেন। আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাকে বসালেন আমি ওদের আমার আসার কারণটি জানালাম। ওঁরা দুজনেই আমার কথা শুনে একটু যেন হকচকিয়ে গেল। আমি ওদের বিব্রত অবস্থা দেখে বললাম,—বুঝতে পারছি আপনাদের স্থানীয় ব্যাপারে আমি নাক গলাচ্ছি। কিন্তু ঘটনাটা এমন জায়গায় এসেছে যে আমি নাক না গলিয়েও পারছি না, যদিও নিজেও ঠিক জানিনা কেন আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম।

মিঃ ড্রেউইট তখন বললেন,—'আপনার মত একজন গুণী লোকের সাহায্য পাব এতো খুব ভাল কথা স্যার হেনরী, আমরা সত্যিই খুব আনন্দিত হব।'

আমি কিন্তু দেখলাম মিঃ মেলচেট একটু চিন্তান্বিত। ঘটনাটা যেন তখনও তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। আমি ওকে সংশয়মুক্ত করার জন্য বললাম,—আসলে কী জানেন মিঃ মেলচেট, ব্যানট্রিদের বাড়ীতে খেয়ে বসে আর সময় কাটতে চাইছিল না। তাই একটু সময় কাটাবার

জন্যই আর কি···আপনারা যখন তদন্তে যাবেন আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুবব,···আমার সময়টাও বেশ ব্যস্ততার মধ্যেই কাটবে। এই আর কি!

ড্রেউইট বলল,—'কিন্তু স্যার এটা তো একটা জলের মত পরিষ্কার ঘটনা। আমার দুঃখ হচ্ছে ইংলণ্ডের সবচেয়ে দামী মস্তিষ্ক এরকম একটা সাধারণ অপরাধের অনুসন্ধানে ব্যয় হবে।'

মেলচেট ড্রেউইটেব কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল,—'স্যার হেনরী, ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক বটে কিন্তু জলের মত পরিষ্কার। মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় খুবই ঝামেলায় পড়েছিল। পুলিশ সার্জন ডাক্তার হেডক যিনি মৃতদেহটি পরীক্ষা করেছিলেন, তিনি মেয়েটিব দু'বাহুতে জোরে চাপ দেওয়ার চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। তাঁর ধারণা কেউ মেয়েটির হাত দুটি জোরে চেপে ধরে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল!'

আমি প্রশ্ন করলাম,—আচ্ছা মেয়েটির চেহারা কেমন ছিল? ওকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য খুব একটা জোরের দরকার হয়েছিল কী!

'আমার তো তা মনে হয় না। মেয়েটি আচমকাই আক্রান্ত হয়েছিল। আর সাঁকোটি হল কাঠের তৈরি, কাঠগুলি ছিল খুব পিছল। তাছাড়া সাঁকোটির দু'পাশে কোন রেলিং নেই। মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলার জন্য খুব একটা শক্তির দরকার হয়নি।'—মেলচেট বললো।

—মেয়েটিকে ঠিক সাঁকো থেকেই ফেলা হয়েছিল বলে কি আপনি নিশ্চিত? আমার প্রশ্ন।

—'হ্যাঁ, এব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পেয়েছি আমরা। জিমি ব্রাউন নামে বছর বারোর একটি ছেলে—এই গ্রামেরই ছেলে, তখন নদীর অপরপারে ছিল। ও সাঁকোটি ওপর থেকে একজনের আর্তনাদ শুনতে পায়, তারপরেই ঝপাস করে নদীতে কিছু পড়ার শব্দ কানে আসে তার। ও তাকিয়ে দেখে সাদা মতন কী

যেন একটা নদীতে ভেসে যাচ্ছে। ছেলেটি তখন দৌড়ে গ্রামে চলে আসে সাহায্যের জন্য। গ্রাম থেকে কয়েকজন তখনই ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে নদী থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু তখন সব শেষ।'—মেলচেট ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বললেন।

আমি মেলচেটকে প্রশ্ন করি,—ছেলেটি কি তখন সাঁকোর ওপর কাউকে দেখেছিল?

মেলচেট সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো,—'না, ছেলেটি কাউকে দেখেনি। প্রথমত জায়গাটা বেশ নির্জন, তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে কুয়াসায় খুব ভালভাবে কিছু একটা দেখাও সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম। ছেলেটির অবশ্য ধারণা মেয়েটি নিজেই ঝাঁপ দিয়েছিল নদীতে। গ্রামের লোকেরাও এটাই বিশ্বাস্য বলে ধরে নিয়েছে।'

এই সময় ড্রেউইট বলে উঠল,—'আমরা কিন্তু মেয়েটির পোষাকের পকেট থেকে এক টুকরো লেখা কাগজ উদ্ধার করেছি।'

আমি মেলচেটের দিকে তাকাতেই সে বলে উঠল,—'হ্যাঁ, একখণ্ড কাগজ পেয়েছি। তাতে শিল্পীরা যে ধরনের স্কেচ পেন ব্যবহার করে তা দিয়ে কিছু কথা লেখা রয়েছে। যদিও কাগজটা ভিজে গিয়েছিল তবুও লেখার পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি অবশ্য আমরা।'

—কী লেখা আছে তাতে? আমার প্রশ্ন।

—'হস্তাক্ষরটি স্যানডফোরডের বলেই মনে হয়। ওতে লেখা ছিল: আমি ঠিক সাড়ে আটটায় সাঁকোতে তোমার সঙ্গে দেখা করব,—আর. এস। আর এস হল স্যানডফোরডের নামের আদ্যক্ষর। আর ঘটনাটা ঘটেও ঠিক সাড়ে আটটায়। জিমি ব্রাউন ওই সময়েই আর্তনাদ আর নদীতে পড়ার শব্দ শুনেছিল।'—মেলচেটের উত্তর।

—আচ্ছা, স্যানডফোরড সম্পর্কে কিছু বলুন তো! আমি অনুরোধ করি।

মেলচেট বলল,—'আপনি স্যানডফোরডকে দেখেননি বোধ হয়। ছেলেটি কয়েক মাস হল এই গ্রামে এসেছে। ও নিজেকে একজন স্থপতি বলে পরিচয় দেয়। এ গ্রামেরই আর্লিংটনদের একটা বাড়ী তৈরী করছে। ঐ আজকালকার সব আধুনিক স্থাপত্য আর কি। যত্তসব! কী যে আছে ওতে! এদিক সরুতো, ওদিক চওড়া, একোনা বেঁকানো—আমি তো ওর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। আর ছেলেটিও সেরকম। সভ্যতা ভদ্রতার বালাই নেই। আজকালকার আধুনিক ছেলেরা যেমন হয়ে থাকে আর কি! মেয়েটিকে তো ওই খারাপ করেছে।'

আমি মৃদু হেসে বললাম,—কোন মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বা খুঁসলিয়ে নষ্ট করাটা অপরাধ তো নিশ্চয়ই, কিন্তু খুনের অভিযোগ আর বলাৎকারের অভিযোগের মধ্যে বিস্তর ফারাক,—মিঃ মেলচেট।

মেলচেট আমার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বললেন,—'হ্যা, তা তো নিশ্চয়ই স্যার।'

ড্রেউইট এতক্ষণ আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল,—'আমি যা তদন্ত করে জেনেছি স্যার, সেটা আপনাকে বলছি। প্রথমদিকে স্যানডফোরড ছেলেটি রোজের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে এবং ওর দুর্বলতার সুযোগ পুরোপুরি নেয়। রোজ শেষ পর্যন্ত অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। ওদিকে লণ্ডনে আবার একটি মেয়েকে স্যানডফোরড বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে রেখেছে। ওরা বাকদত্তও হয়েছিল। রোজের এই অবস্থায় স্যানডফোরড ঘাবড়ে যায়, রোজ নিশ্চয়ই স্যানডফোরডকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করবে। ওর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যই স্যানডফোরড চিঠি পাঠিয়ে ওকে নদীর তীরে দেখা করতে বলে, তারপর সুযোগ বুঝে ওকে নদীতে ফেলে দেয়। মোটামুটি ঘটনাটি সম্বন্ধে এই আমার ধারণা এবং ধারণাটি সঠিক বলেই আমি মনে করি।'

আমি চুপচাপ সব শুনলাম। স্যানডফোরড-ই যে খুনী সে বিষয়ে এরা নিঃসন্দেহ। আমার মনে হল স্যানডফোরডের মত একজন নব্য শহুরে যুবক এই গ্রামে খুব জনপ্রিয় নয়। শহুরে ছেলেদের প্রতি গ্রামের সেই সনাতন অবিশ্বাস এক্ষেত্রেও বেশ ভাল কাজ করেছে। আমি জিগ্যেস করলাম,—আচ্ছা, রোজের অন্তসত্বা হওয়ার কারণ যে স্যানডফোরডই—এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই নিশ্চিত ?

ড্রেউইট তৎক্ষণাৎ জবাব দিল,—'হ্যাঁ স্যার, স্যানডফোরড-এর বাচ্চার মা হতে যাচ্ছে বলে রোজ তার বাবার কাছে স্বীকার করেছিল। আরও বলেছিল স্যানডফোরড নাকি ওকে বিয়ে করবে বলে নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছে।'

মনে মনে ভাবলাম এ একেবারে নাটকের মত ব্যাপার। গ্রামের অবুঝ তরুণী, শহুরে নব্য প্রণয়ী, দৃঢ় চরিত্রের পিতা। সবই ঠিক ঠিক আছে। এখন এই নাটকে শুধু দরকার একজন বিশ্বস্ত গ্রাম্য প্রেমিক। আমি ড্রেউইটকে জিজ্ঞেস করলাম,—আচ্ছা, এই গ্রামের কোন ছেলে কি মেয়েটির প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিল ?

ড্রেউইট বলল,—'ওঃ, আপনি নিশ্চয়ই জো এলিসের কথা ভাবছেন। জো কিন্তু অত্যন্ত ভাল ছেলে। ছুতোরের কাজ করে সে। রোজ যদি সত্যিসত্যিই জোকে ভালবাসত তবে তো খুবই ভাল হত। জো রোজকে খুবই ভালবাসত, কিন্তু মেয়েটা ওর মত একটা ভাল ছেলেকে ছেড়ে কিনা ওই বাজে ছেলেটার পিছনে···'

মেলচেটও দেখলাম ড্রেউইটের কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। আমি বললাম,—আচ্ছা, জো এই আত্মহত্যার ব্যাপারটিকে কীভাবে নিয়েছে ?

—'সেটা ঠিক বলতে পারব না স্যার। জো অত্যন্ত ধীর স্থির প্রকৃতির ছেলে। রোজ যখন ওকে ছেড়ে স্যানডফোরডের দিকে ঝুঁকল তখনও সে কোন হৈচৈ করে নি। সে মনে হয় বিশ্বাস করে একদিন না

একদিন রোজ ওর কাছে ফিরে আসবেই। রোজ-এর প্রতি এক অন্ধ ভালবাসা ও আনুগত্য ছিল ওর। ওর চোখে রোজ-এর কোন কাজই দোষের ছিল না।'

আমি বললাম,—জো ছেলেটিকে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারলে ভাল হত।

মেলচেট উত্তর দিল,—'হ্যাঁ, আমরা ওকেও জিজ্ঞাসাবাদ করব।'

কোন ত্রুটি রাখব না আমাদের তদন্তে। প্রথমে রোজ-এর বাবা, তারপর স্যানডফোরড এবং সবশেষে জো-কে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব। আশা করি এভাবে এগোলে আপনার আপত্তি হবে না?'

আমি জানালাম নিয়মমত এভাবে এগোন-ই আমার পছন্দসই। আমরা তিনজন তখন গ্রামের সরাইখানা ব্লু বোরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ওখানেই রোজ-এর বাবা টম এমটের সাক্ষাৎ পাব। টম সরাইখানাতেই ছিল। মধ্যবয়স্ক টমের বিশাল চেহারা, সন্দেহপ্রবণ চোখ আর ওর দৃঢ়সংবদ্ধ চোয়াল দুটি দেখে মনে হল বেশ বদমেজাজি প্রকৃতির লোক সে। আমাদের দেখে সে এগিয়ে এল। জোরে জোরে বলল—'আসুন, আসুন মহাশয়রা, খুবই আনন্দ হচ্ছে আপনাদের দেখে চলুন ভেতরে গিয়ে বসি। ওখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না। আপনারা কি কিছু খাবার খাবেন বা কোনো পানীয়? কিছুই না? বেশ বেশ।'

আমরা ভিতরের ঘরে গিয়ে বসতেই টম বলল,—'আপনারা নিশ্চয়ই আমার মেয়ের ব্যাপারে এসেছেন।' একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল,—'খুবই ভাল মেয়ে ছিল রোজ। বাধ্য শান্ত মেয়ে। কিন্তু ওই হারামজাদা স্যানডফোরডের সঙ্গে মিশেই মেয়েটা আমার একেবারে নষ্ট হয়ে গেল স্যার। হারামজাদাটা ওকে বিয়ে করবে বলে ওর সর্বনাশ করে দিল। ওর জন্যই বেচারা মেয়েটা আমার প্রাণ দিল। হ্যাঁ, ওই শয়তানই আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী। ওকে

আমি ছাড়ব না। আমার পরিবারে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে শুয়োরটা।'

ওকে থামিয়ে মেলচেট একটু বাঁকাভাবে প্রশ্ন করল টমকে,—'আচ্ছা, মিঃ এমট, আপনার মেয়ে কি পরিষ্কারভাবে স্যানডফোর্ডকেই দায়ী করেছিল তার নিজের ওই অবস্থার জন্য ?'

টম এমট উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল,—'নিশ্চয়ই স্যার, ঠিক এই ঘরে বসেই রোজ আমাকে সব খুলে বলেছিল।'

আমি জিগ্যেস করলাম,—মেয়ের ওই অবস্থা জানার পর আপনি তাকে কী বলেছিলেন ?

'কী বলেছিলাম ?'—একটু যেন থতমত খেয়ে যায় টম।

—হ্যাঁ, রোজ যখন সব খুলে বলেছিল তখন আপনার মনের কী অবস্থা হয়েছিল ? সে সময় ওর প্রতি আপনি কী রকম ব্যবহার করেছিলেন ? ওকে কি বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন ?' স্পষ্টত বুঝলাম আমার এই ধরনের প্রশ্নের জন্য টম ঠিক প্রস্তুত ছিল না।

তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই থতমত ভাবটা কাটিয়ে সে বলল,—'আমি ঘটনাটা জেনে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা আমার কাছে এতই আচমকা ছিল যে পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে আমার মন চাইছিল না। সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই নয় কি স্যার ? তবে তাকে আমি খুব বকাবকি করেছিলাম, আর মেয়েটাও তো এক নম্বর বোকা। রাগলে স্যার আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। রাগের মাথায় ওকে বলেছিলাম,—তোর মুখ আমি আর দেখতে চাইনা, তোর মরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু সে তো আমার মনের কথা নয়, বেচারার মা নেই, আমি সত্যি সত্যিই তো আর ওকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলিনি। আর মেয়ে যতই অপরাধ করুক তাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলব কেন ?'

তারপর বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে জোরের সঙ্গে বলল,—'এসব ব্যাপারে আইন টাইন তো আছে, নাকি ? ছেলেটার উচিত সাজা হওয়া উচিত।

কঠোর শাস্তি দিতে হবে ওকে।' উত্তেজনায় টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মারল টম।

মেলচেট প্রশ্ন করল,—'আপনার মেয়েকে কখন আপনি শেষ দেখেন ?'

—'গতপরশু, বিকেলে চা খাওয়ার সময়।' টমের উত্তর।

—'সে সময় ওর হাবভাব কীরকম ছিল ?' মেলচেট প্রশ্ন করল।

—'হাবভাব মানে, কথাটথা তো স্বাভাবিক ভাবেই বলছিল। আমি অস্বাভাবিক কিছু ওর আচরণে লক্ষ্য করিনি স্যার। তখন যদি জানতাম যে ও……।' টমের গলা যেন খানিকটা ভারী হয়ে উঠল।

'ঠিকই, আপনি তো আর জানতেন না।'—মেলচেট উঠতে উঠতে একটু শুকনো কণ্ঠে কথাটা বলল।

তারপর আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে মেলচেট বলল,—'খুবই রেগে গেছে টম। স্যানডফোরডকে সুযোগ পেলে একেবারে তুলোধোনা করে ছাড়বে।'

আমি বললাম,—কিন্তু টমের কথাবার্তায় তো মেয়ের জন্য খুব একটা শোক দেখলাম না। খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার!

টমের ওখান থেকে সোজা আমরা হাজির হলাম স্যানডফোরডের বাড়ীতে। মেলচেট ও ড্রেউইটের বর্ণনা শুনে স্যানডফোরডের একটা চেহারা কল্পনা করে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওকে দেখে ভুল ভাঙল। মেলচেট যে রকম বলেছিল ছেলেটা অভদ্র বাউণ্ডুলে প্রকৃতির, দেখে কিন্তু তার উল্টোটাই মনে হল। বেশ লম্বা চেহারা, বয়স এই চব্বিশ-পঁচিশ হবে, চোখ দুটি নীল স্বপ্নালু, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের ওপর নেমে এসেছে, গলার স্বরটিও খুব মোলায়েম, প্রায় মেয়েদের মত। কোন তরুণীর পক্ষে এই ধরনের যুবকের প্রেমে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।

মেলচেট নিজের পরিচয় দিয়ে আমাদের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিল। সরাসরি আমাদের আসার কারণ স্যানডফোরডকে জানাল মেলচেট। গতপরশু সন্ধ্যায় ওর গতিবিধি সম্পর্কে একটা

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে বলল। মেলচেটের হাবেভাবে একেবারে পুলিশের কড়া মনোভাব প্রকট হচ্ছিল। স্যানডফোরড কিছু বলার আগেই সে স্যানডফোরডকে বলল,—'তবে তোমাকে প্রথমেই জানিয়ে রাখি, তুমি ইচ্ছা করলে এইরকম বিবৃতি না-ও দিতে পার। না দেওয়ার অধিকার তোমার আইনত আছে। আর তুমি এখন যা বলবে তা তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করার অধিকারও আমাদের আছে। তোমাকে আইনগত দিকটাও জানানো আমাদের কর্তব্য।'

স্যানডফোরড মেলচেটের কথা শুনে বেশ হকচকিয়ে গেল। সে আমতা-আমতা করে বলল,—'আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার, আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন।'

মেলচেট বলল,—'তুমি কী জান রোজ এমট্ নামে একটি মেয়ে গত পরশু রাত্রে জলে ডুবে মারা গেছে?'

স্যানডফোরড এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে বলল,—'হ্যাঁ, আমি জানি। খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। জানেন, ঐ দুর্ঘটনাটা শোনার পর, কাল রাত্রে একটুও ঘুমোতে পারিনি আমি। আজও কোন কাজে মন বসছে না আমার। সত্যি বলতে কি, রোজের ওই পরিণতির জন্য আমি নিজেকেই দোষারোপ করছি, দায়ী করছি।'—বলতে বলতে স্যানডফোরড তার একরাশ চুলে হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিচ্ছিল। ও মাথার চুল দুহাতে আঁকড়েধরে ধরা ধরা গলায় বলল,—'ওর কোন ক্ষতি হোক এটা আমি কখনো চাইনি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি রোজ শেষ পর্যন্ত এই পথ বেছে নেবে।' টেবিলের ওপর দু'হাতে মাথা রেখে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটু পরেই ও অবশ্য মাথা তুলে দুহাতে চোখ মুছে আমাদের দিকে তাকাল।

মেলচেট ধীর কণ্ঠে বলল,—'তাহলে কি ধরে নেব, গতপরশু রাত্রে তোমার গতিবিধি কী ছিল সে সম্পর্কে কোন বিবৃতি দিতে তুমি ইচ্ছুক নও?'

—'না, না, বলব না কেন স্যার? আমি পরশু রাত্রে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।' স্যানডফোরডের গলায় স্বাভাবিক স্বর অনেকটা ফিরে এসেছে।

—'তুমি কি রোজ এমটের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়েছিলে?' মেলচেট প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

—'না, আমি একাই বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। নদীর ধার দিয়ে বনের ভিতর অনেকটা চলে গিয়েছিলাম।' স্যানডফোরড উত্তর দেয়।

এই সময় ড্রেউইট তার কোটের পকেট থেকে একটা আধ-ভেজা কাগজ বের করে স্যানডফোরডের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে,—'তাহলে এই চিঠিটা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী? চিঠিটা মৃতা রোজের পকেট থেকে পাওয়া গেছে।'

তারপর চিঠিটা ধীরে ধীরে পড়ে শোনায় স্যানডফোরডকে, পড়া হলে ড্রেউইট বলে,—'আপনি কি অস্বীকার করছেন যে চিঠিটা আপনি লেখেননি?'

স্যানডফোরড চিঠিটা দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে ওঠে,—'না, না, আপনি ঠিকই বলছেন, চিঠিটা আমিই লিখেছিলাম। রোজ আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। খুবই পীড়াপীড়ি করছিল সে। আমি তখন ওই চিঠিটা তাকে লিখেছিলাম।'

—'বেশ, বেশ, তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি গত পরশু রাত সাড়ে আটটায় নদীর সাঁকোর ওপর রোজকে দেখা করার জন্য আসতে লিখেছিলেন।' ড্রেউইটের কণ্ঠে সন্তুষ্টির ভাব।

স্যানডফোরড বুঝতে পারল চিঠিটা লিখে একটা গোলমালে সে জড়িয়ে পড়েছে। সে বলল,—'কিন্তু স্যার, আমি তো ওখানে ওর সাথে দেখা করতে যাইনি। না যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল হবে বলে মনে করেছিলাম। আগামীকালই আমার লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার কথা, তাই

ভেবেছিলাম যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে দেখা করে ওকে আর কষ্ট দেব না। লণ্ডনে পৌঁছে বরং চিঠিতে ওকে সব কথা খুলে লিখব, ওর ওই অবস্থার ব্যাপারে কী করা যায় সে সম্পর্কেও একটা ব্যবস্থা করব।'

মেলচেট এসময় গম্ভীর গলায় বলল,—'তাহলে তুমি জানতে যে মেয়েটি মা হতে চলেছে, এবং তার ওই পরিণতির জন্য সে যে তোমাকেই দায়ী করেছে সেটাও নিশ্চয়ই জানতে?'

স্যানডফোরডের চোখে তখন আবার জল এসে গেছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সে।

মেলচেট আবার বলল,—'আমি যা বললাম সেটা তাহলে সত্যি বলেই ধরে নেব?'

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্যানডফোরড উত্তর দিল,—'হ্যাঁ স্যার, আমিই হয়ত দায়ী।'

স্যাণ্ডফোরডের এই স্বীকারোক্তিতে ড্রেউইট বেশ খুশী হয়েছে বলে বোধ হল। ক্রমশই স্যানডফোরডের ওপর জাল গুটিয়ে আনতে পারছে ওরা।

ড্রেউইট হালকা গলায় স্যানডফোরডকে জিগ্যেস করল,—'আচ্ছা, কাল রাত্রে আপনি যখন বেড়াতে বেরোন, তখন কি কেউ আপনাকে দেখেছিল বা আপনি কারও সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন?'

—'কেউ আমাকে দেখেছে কিনা আমি ঠিক বলতে পারব না। যতদূর মনে পড়ছে বেড়াতে বেড়াতে কারও সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।'—স্যানডফোরড উত্তর দেয়।

—'খুবই দুঃখের, খুবই দুঃখের।' মেলচেটের গলায় কিন্তু সন্তুষ্টির সুর।

স্যানডফোরড একটু ঘাবড়ে গেল যেন। অবাক চোখে ও মেলচেটের দিকে তাকাল। সবিস্ময়ে বলল,—'আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন স্যার আমি বুঝতে পারছি না! আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম কি বেরোয়নি তার সঙ্গে রোজ-এর মৃত্যুর কী সম্পর্ক? আমার বেড়াতে

যাওয়া না-যাওয়ায় কী এসে যায়? রোজ তো নদীতে পড়ে গিয়ে ডুবে……।' কথাটা অসমাপ্ত রেখেই স্যানডফোরড চুপ করে যায়।

ইনসপেকটর ড্রেউইট কয়েক মুহূর্ত স্যানডফোরডের চোখে চোখ রাখলেন, তারপর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন,—'জলে ডুবে রোজ মারা যায়নি, ওকে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ নদীতে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। ঘটনাটা একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড।'

কথাটা শুনেই, লক্ষ্য করলাম, স্যানডফোরড যেন বজ্রাহত হয়ে গেল। ড্রেউইটের কথা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। রুদ্ধকণ্ঠে সে আর্তনাদ করে উঠল,—'হা ভগবান! তাহলে…'

তারপর ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল। সবাই চুপ। স্যানডফোরড টেবিলের ওপর মাথা রেখে ফোঁপাচ্ছিল। মেলচেট আমাদের ইশারা করল বেরিয়ে আসার জন্য। অবশ্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে সে স্যানডফোরডের উদ্দেশ্যে বলল,—'বুঝতেই পারছ স্যানডফোরড, এ অবস্থায় তোমার কালকে লণ্ডনে যাওয়ার কোন কথাই ওঠে না। আমাদের অগোচরে তুমি এ অঞ্চল ছেড়ে যেও না, গেলে বিপদে পড়বে।'

আমরা তিনজনে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তায় পা দিয়েই ড্রেউইট বলল,—'আর তদন্তের কী দরকার আছে? আমরা যা প্রমাণ চেয়েছিলাম তা তো…'

মেলচেট ড্রেউইটকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল,—'হ্যাঁ, আমাদের যা দরকার তা পেয়ে গেছি। স্যানডফোরডের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা বের করে এখনই ওকে গ্রেফতার কর।'

আমি বুঝতে পারলাম, এই মুহূর্তে আমার কিছু করার দরকার। মেলচেট ও ড্রেউইটের আচরণ দেখে বোঝাই যাচ্ছে স্যানডফোরডই যে অপরাধী সেবিষয়ে ওরা নিঃসন্দেহ। আমার কিন্তু কতকগুলো বিষয়ে খটকা লাগছিল। একবার একান্তে স্যানডফোরডের সাথে কথা বলতে

পারলে ভাল হয়। আমি মেলচেটকে বললাম,—আমি আমার গ্লাভসজুটো স্যানডফোরডের টেবিলে ফেলে এসেছি। আপনারা এগোন, আমি ওটা নিয়ে এক্ষুনি আসছি।

ঘরে ঢুকে দেখি, স্যানডফোরড সেই অবস্থাতে বসে আছে। চোখের শূন্য দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। আমাকে দেখে তার যেন কোন ভাবান্তরই হল না। সময় নষ্ট না করে ওকে সরাসরি বললাম,—দেখ স্যানডফোরড, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই তুমি একটা খুব জটিল অবস্থার মধ্যে পড়েছ। আমি অবশ্য পুলিশের সঙ্গে একমত নই। কেন নই সেটা তোমার না জানলেও চলবে, আসল কথা তোমাকে আমি সাহায্য করতে চাই। কিন্তু রোজের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক এবং তোমাদের মধ্যে ঠিক কী কী ঘটেছিল সেটা সংক্ষেপে আমাকে খুলে বল। নইলে আমার পক্ষে তোমাকে সাহায্য করা সম্ভব হবে না।

স্যানডফোরড স্তব্ধ হয়ে আমার কথা শুনল। ওর মুখ দেখে বুঝলাম আমার কথা ও বিশ্বাস করেছে। একটু নড়েচড়ে বসে ও বলতে শুরু করল,—'এখানে আসার কয়েকদিন পরেই রোজের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। রোজ খুবই সুন্দরী এবং ভাল মেয়ে ছিল। আমার এখানে আসার প্রথম থেকেই ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ওর হাবভাব, আচার-আচরণে আমি বুঝতে পারছিলাম যে ও আমার প্রেমে পড়েছে। এত সহজসরল মেয়ে ছিল রোজ যে ওকে আমি দূরে সরিয়ে রাখতে পারিনি। একেই তো এখানে আমি আগন্তুক। এখানকার লোকেরা আমার সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করত না। এই নির্জনবাসে রোজ-এর মত একজন সুন্দরীর সাহচর্য আমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল। কখনও সে আমাকে চোখের আড়াল করত না। ছায়ার মত পেছনে পেছনে ঘুরত। আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। লণ্ডনে একটি মেয়ের সঙ্গে আমি বাকদত্ত আছি। যদি ও জানতে পারে তাহলে আমার ভবিষ্যৎ একেবারে শেষ। কিছু

রোজ এসব কিছুতেই শুনতে চাইত না। ওর মত একটি প্রাণোচ্ছল মেয়ের সঙ্গও আমাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। একদিন, না না দুদিন ও রাত্রিবেলা আমার কাছে এই বাড়ীতে এসে থেকেছিল। আমি অনেক বারণ করেছি। কিন্তু কিছুতেই ও শুনত না। আমাকে এখানে আটকে রাখতে চাইতো, শহরে যেতে দিতে চাইতো না। হ্যাঁ সেইসময় কোনো দুর্বল মুহূর্ত্তে আমাদের শারীরিক মিলনের ফলে হয়ত বা ও অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে।' একটু দম নিয়ে আবার বলতে থাকে,

—'হ্যাঁ, আমি যে অনেকটা দায়ী ওর ওই অবস্থার জন্য সেটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু রোজ যখন জানাল যে সে মা হতে চলেছে তখনই বুঝলাম ব্যাপারটা আর ছেলেখেলার পর্যায়ে নেই। ও এইভাবে আমাকে আটকাতে চাইছে। তখন থেকেই ওর সঙ্গে দেখাশোনা আমি কমিয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম লণ্ডন ফিরে, কোন উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করে টাকাপয়সা যা লাগে তার ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি রোজ শেষ পর্যন্ত এই পথ বেছে নেবে।'

একটু চুপ করে থেকে স্যানডফোরড আবার বলল,—'পুলিশ সন্দেহ করছে আমি ওকে হত্যা করেছি। কিন্তু তারা ভুল করছে স্যার, আমার সাথে কাল তো ওর দেখাই হয় নি। মনে হয় রোজ আত্মহত্যাই করেছে।'

আমি প্রশ্ন করলাম,—রোজ কি কখনও আত্মহত্যা করবে বলে তোমাকে ভয় দেখিয়েছিল ?

স্যানডফোরড মাথা নেড়ে বলল,—'না স্যার। ও এই ধরনের কোন কথা তো আমাকে কোনদিন বলেনি। আত্মহত্যা করার মত মেয়ে তো ও ছিল না।'

—আচ্ছা, তুমি কি জো এলিস বলে কোন ছেলেকে চেন ?

—'হ্যাঁ, চিনি। এই গ্রামেরই ছেলে। ভাল ছেলে। তবে একটু বোকা ধরনের। রোজের জন্য ও পাগল ছিল, রোজের সাথে একটু কথা

বলার জন্য, একটু অনুগ্রহের জন্য ও রোজের পিছনে পিছনে ঘুরত, কিন্তু রোজ ওকে একদম পাত্তা দিত না।'

—জো-র পক্ষে তো তাহলে ঈর্ষান্বিত হওয়ার কথা। হিংসার বশে হয়ত ও রোজের ক্ষতিও করতে পারে।

—'হ্যাঁ, ওর হিংসা হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কিছু ক্ষতি করার মত ছেলে বলে আমার ওকে কখনও মনে হয় নি।'

এরপর আমি স্যানডফোরডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। বেশী দেরী করলে মেলচেটরা অন্য কিছু সন্দেহ করতে পারে। ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছিল। আমি দ্রুত পা চালিয়ে ওদের ধরলাম। মেলচেট আমাকে জিজ্ঞাসা করল,—'স্যানডফোরডকে তাহলে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা যাক, আপনি কী বলেন?'

আমি বললাম,—দেখ মেলচেট, খুব তাড়াহুড়ো করে কিছু করা বোধ হয় ঠিক হবে না। জো এলিস সম্পর্কে আমাদের একটু খোঁজখবর নেওয়া উচিত। তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা নেওয়া অনুচিত। যদি স্যানডফোরডকে এখন গ্রেফতার কর এবং পরে তদন্ত করে দেখা যায় স্যানডফোরড নিরপরাধ তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক পর্যায়ে দাঁড়াবে।

একটু অবাক হয়েই যেন মেলচেট আমার দিকে তাকাল। আমার মনে হল স্যানডফোরড সম্পর্কে এদের তিক্ত ধারণা পালটাবার এই-ই সময়। যে করেই হোক এদের দৃষ্টি অন্য সূত্রগুলোর দিকে সরাতে হবে। কেননা সব দেখেশুনে আমার মনে হচ্ছে স্যানডফোরড নিরপরাধ। আমি মেলচেটকে বললাম,—জো এলিসকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাইরে রাখা বোধ হয় ঠিক হবে না। ও রোজকে ভালবাসত, বিয়ে করতে চাইত কিন্তু রোজ ওকে পাত্তা দিত না, প্রত্যাখান করেছিল আর স্যানডফোরডকে ভালবাসত, তাই ঈর্ষা বা হিংসার বশবর্তী হয়ে কিছু করাও জো'র পক্ষে অসম্ভব নয়। আপনারা তো

জানেনই খুন করার পেছনে হিংসাও একটা অন্যতম কারণ হিসাবে কাজ করে।'

ইনসপেকটর ড্রেউইট আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল,—'আপনার বক্তব্যকে স্যার অস্বীকার করছি না কিন্তু জো এলিস সে ধরনের ছেলেই নয়। ও খুবই নিরীহ স্বভাবের। একটা মাছিও প্রাণে ধরে মারতে পারবে না। এ গ্রামের কেউ ওকে কোনদিন রাগতে পর্যন্ত দেখেনি। যাহোক আপনি যখন বলছেন তখন জো এলিসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে।'

তারপর মেলচেটের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল ড্রেইউট,—'আপনি কী বলেন স্যার?'

মেলচেটকে একটু দ্বিধান্বিত দেখালেও আমার বক্তব্যকে উড়িয়েও দিতে পারছিল না। একটু ভেবে নিয়ে সে বলল,—'ঠিক আছে, গতরাত্রে আটটা সাড়ে আটটায় সে কোথায় ছিল সে সম্পর্কে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে।'

আমি প্রশ্ন করলাম,—জো থাকে কোথায়?

ড্রেউইট জানাল জো থাকে মিসেস বারটলেটের বাড়ীতে।

—মিসেস বারটলেট মহিলাটি কী রকম?

—'খুবই ভালমানুষ উনি, বিধবা। একাই থাকেন। একটা ধোবীখানার মালিক তিনি, গ্রামের একমাত্র ধোবীখানা, জো ওঁর কাছে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকে।'

পরদিন সকালে আমরা মিসেস বারটলেটের ওখানে হাজির হলাম। খুব ছোটখাটো ধরনের বাড়ী। সামনের উঠোন ও বাড়ীর সিঁড়ি ঝকঝকে তকতকে। বোঝাই যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে মহিলার বিশেষ নজর। করাঘাত করতেই দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন মধ্যবয়সী বেশ শক্তসমর্থ সুশ্রী চেহারার এক মহিলা। চোখ দুটি ঘন নীল। মুখে আলগা লাবণ্যের ছাপ। হাসিমুখে তিনি

আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ড্রেউইট মিসেস বারটলেটকে সুপ্রভাত জানিয়ে জিগ্যেস করল—'জো এলিস কি বাড়ীতে আছে?'

'এই তো মিনিট দশেক হল ফিরেছে জো। আপনারা অনুগ্রহ করে ভিতরে আসুন স্যার।' —হাসিমুখে তিনি আমাদের ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সামনেই বৈঠকখানা। কয়েকটি চেয়ার ও একটি টেবিল রয়েছে। এদিক ওদিক ছড়ানো আরও কিছু আসবাবপত্র। মিসেস বারটলেট ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাদের বসার জন্য চেয়ারটেয়ারগুলো ঠিকঠাক করে দিলেন। আমরা আসন গ্রহণ করলাম।

মিসেস বারটলেট ভিতরের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে জোরে বলে উঠলেন,—'জো, তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিন ভদ্রলোক এসেছেন। তাড়াতাড়ি এসো।'

ভিতর থেকে জো-র গলা পাওয়া গেল,—'এক্ষুনি হাতমুখ ধুয়েই আসছি।'

মিসেস বারটলেট স্মিতমুখে আমাদের দিকে তাকালেন। মেলচেট বললেন,—'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, মিসেস বারটলেট—বসুননা।'

যেন নদীতে ঝাঁপ দিতে বলা হচ্ছে ওকে, এমন ভাবে তিনি আঁতকে উঠে বললেন,—'আমি আপনাদের সঙ্গে বসব স্যার? তাও কি কখনও হয়!' বলে খুব জড়োসড়ো হয়ে তিনি একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মেলচেট নিস্পৃহ গলায় প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, মিসেস বারটলেট, জো পেয়িং গেস্ট হিসাবে কেমন? আপনার অসুবিধাজনক কোন কিছু…'

মেলচেটকে থামিয়ে মিসেস বারটলেট বলে উঠলেন,—'জো খুব ভাল ছেলে, স্যার। আজকাল এরকম ছেলে দেখাই যায় না। কোনরকম নেশাভাঙ করে না পর্যন্ত। ভীষণ কাজ পাগল। আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে ও। এবাড়ীর সব কাজ ও নিজে হাতে করে। এই যে চেয়ারগুলো দেখছেন, সব জোর নিজের হাতে তৈরী। কিছুদিন

ধরে রান্নাঘরে একটা তাক তৈরী করছে। এবাড়ীকে ও নিজের বলেই মনে করে। শুধু একটু বলার অপেক্ষা, সঙ্গে সঙ্গেই তা করে দেয় জো। ও না থাকলে আমি যে কী করতাম ; জো-র মত এরকম ছেলে পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা স্যার…'

ওঁকে থামিয়ে না দিলে বোধ হয় আমাদের সারাদিনই জো-র প্রশংসা শুনেই কাটাতে হত। মেলচেট ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল,—'জো-কে স্বামী হিসেবে যে মেয়ে পাবে সে খুবই ভাগ্যবতী হবে দেখছি। আচ্ছা, রোজ এম্‌ট-কে জো ভালবাসত বোধ হয়, তাই না ?'

মিসেস বারটলেট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,—'আর বলবেন না স্যার, জো-র জন্য আমার সত্যিই খুব দুঃখ হয়। মেয়েটার জন্য জো একেবারে পাগল ছিল, আর মেয়েটা ওকে মোটে পাত্তাই দিত না, আঙুলের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত। বেচারা জো !'

—'আচ্ছা, গত পরশুর আগের রাত্রে মানে শুক্রবার রাত্রে আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ জো কোথায় ছিল বলতে পারেন ?'—মেলচেটের প্রশ্ন।

—'কেন, বাড়ীতেই ছিল। ও তো সন্ধ্যের সময় বাড়ীতেই থাকে। ওই দিন সন্ধ্যায় তো কী একটা কাজ যেন করছিল। রাত্রে পড়াশোনাও করে জো। ডাক মারফত বুককীপিং শেখে।' মিসেস বারটলেটের ত্বরিত উত্তর।

—'আপনি তাহলে বলছেন ওই দিন রাত্রে ও বাড়ীতেই ছিল !'

—'হ্যাঁ স্যার !'

একটু কি দ্বিধার ভাব শোনা গেল ভদ্রমহিলার কণ্ঠে। ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি ওকে জিগ্যেস না করে পারলাম না,—আপনি তাহলে নিশ্চিত যে জো বাড়ীতেই ছিল ?

মিসেস বারটলেট আমার দিকে চোখ ফেরালেন, স্থিরদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে বললেন, —'আমি একেবারে নিশ্চিত স্যার।'

মিসেস বারটলেটের কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের সুর। আমি আরো নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম,—হ্যাঁ আপনি শুক্রবার রাত্রে ওকে বাড়ীতে দেখেছেন ঠিকই, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ ও বাড়ী থেকে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে ছিল, আপনি টের পাননি ?

'না, না,'—মিসেস বারটলেট হেসে উঠলেন। 'আমার এখন মনে পড়েছে, সন্ধ্যে থেকে প্রায় ন'টা দশটা পর্যন্ত ও রান্নাঘরের তাকটা লাগাচ্ছিল। আমিও সেখানেই ছিলাম। ওকে এটা ওটা দিয়ে সাহায্য করছিলাম।'

আমি ভদ্রমহিলার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালাম। ওঁর মুখে তখনও হাসি লেগে আছে, গলায় নিশ্চিন্ততার সুর। ওকে দেখে মনেই হোল না যে উনি মিথ্যে কথা বলছেন। তাহলে কি আমার অনুমান ভ্রান্ত ? অন্ধ মরীচিকার পিছনে ছুটছি আমি ? সন্দেহটা লেগে রইল আমার মনে।

সেই সময়ই জো এলিস ঘরে ঢুকল। খুব লম্বা, বলিষ্ঠ চেহারা। একটা গ্রাম্য সৌন্দর্য আছে ছেলেটার চোখে মুখে। নীল চোখ দুটিতে লাজুক হাসি মাখানো। সব মিলিয়ে ওকে দেখলে একজন সরল ভদ্র শান্ত যুবক বলেই মনে হয়। জো আমাদের সুপ্রভাত জানিয়ে মেলচেটের পাশের চেয়ারে বসল।

মিসেস বারটলেট বললেন,—'আপনারা কথা বলুন, আমি আপনাদের জন্য কফি তৈরী করে নিয়ে আসি।' উনি রান্নাঘরে চলে গেলেন।

মেলচেট জোর দিকে তাকিয়ে বলল,—'শুনেছ নিশ্চয় রোজ এমট্ জলে ডুবে মারা গেছে ? তুমি তো মেয়েটিকে ভালই চিনতে, না ? ওর মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করতেই আমাদের এখানে আসা।'

জো এলিস একটু বোকা-বোকা চোখে মেলচেটের দিকে তাকাল।

একটু ইতস্তত করে প্রায় স্বগতোক্তির মত জো বলল,—'হ্যাঁ, স্যার আমি ওকে চিনতাম। ওকে বিয়ে করব বলে ভেবেছিলাম। এখন আর সত্যিই বলতে বাধা নেই, আমি ওকে ভালবাসতাম্—বেচারা রোজ!'

—'তুমি কী জানতে মৃত্যুর সময় ও গর্ভবতী ছিল?'

কথাটা শুনেই দপ করে জ্বলে উঠল জো। ওর চোখে ফুটে উঠল ক্রোধের ছাপ। রাগত স্বরে বলে উঠল,—'ওই স্যানডফোরড, ও-ইতো রোজ-এর এই সর্বনাশের জন্য দায়ী। তবে একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। স্যানডফোরডকে বিয়ে করলে ও সুখী হত ভাবছেন? মোটেই না! ওই অবস্থার পর স্যানডফোরডের কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে রোজ যদি আমার কাছে ফিরে আসতো তাহলেও আমি ওকে ফেলতাম না। আমি ওকে সব সময়ই গ্রহণ করতে রাজী ছিলাম।'

—'ওই অবস্থাতেও তুমি ওকে বিয়ে করতে?' মেলচেট জানতে চাইল।

—'কেন করব না? ওর তো কোন দোষ ছিল না! আমি ওকে ছোটবেলা থেকেই চিনি। ও তো আগে এরকম ছিল না। ঐ শহুরে বাবু স্যানডফোরডই নানান লোভ দেখিয়েছিল ওকে। ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর সর্বনাশ করেছিল। রোজ আমাকে সব বলেছিল। কিন্তু ও আত্মহত্যা করল কেন বলতে পারেন? ওরকম একটা জঘন্য ছেলের জন্য নিজের প্রাণটা দিল!'—জো-র গলায় আন্তরিক আক্ষেপের সুর বেজে উঠল।

আমি প্রশ্ন করলাম,—আচ্ছা জো, গত শুক্রবার রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ তুমি কোথায় ছিলে?

প্রশ্নটা শেষ হওয়ার আগেই জো উত্তর দিল,—'কেন আমি তো বাড়ীতেই ছিলাম। রান্নাঘরে একটা তাক বানাচ্ছিলাম। মিসেস বারটলেটকে জিগ্যেস করুন। উনিও তখন সেখানেই ছিলেন।'

আমার কেন জানি মনে হল উত্তরটা যেন জো আগে ভাগে তৈরী

করে রেখেছিল। প্রশ্নটা শুনেই কোন কিছু না ভেবেই ও উত্তর দিয়ে দিল। না কি আমারই ভুল হচ্ছে! আমার অনুমান আরোপ করে দিতে চাইছি! ব্যাপারটা একটা ধাঁধার মত মনের মধ্যে ঘুরঘুর করতে থাকল। জো সম্পর্কে যা শুনেছি এবং কথাটথা বলে যা বুঝছি তাতে ওকে খুব বুদ্ধিমান বলে আমারও মনে হচ্ছে না। তাই অত সাজিয়ে মাপা উত্তর ওর মুখে শুনে একটু অবাকই হলাম। আর উত্তরটা যেন ওর ঠোঁটে তৈরীই ছিল। জো-র চোখের দিকে তাকালাম আমি। ও চোখ সরিয়ে নিল।

মেলচেট জো-কে আরও দু একটি প্রশ্ন করল। মামুলি ধরনের প্রশ্ন। এই সময় মিসেস বারটলেট কফির সরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করলেন। কফি পানের পর মেলচেট আমাকে বলল,—'চলুন স্যার হেনরী। আমাকে আবার আর একটা তদন্তে যেতে হবে। ফুটিটের কুকুরটা গাড়ী চাপা পড়েছে। খুব দামী কুকুর। দেখি যদি ড্রাইভারটাকে ধরতে পারি, তাহলে কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কুকুরটা হারিয়ে ফুটিট্ খুব মনমরা হয়ে পড়েছে।'

মেলচেটের কথা শুনে মনে হল, রোজ-এর মৃত্যুর ব্যাপারে ওর তদন্ত শেষ হয়ে গেছে। এ নিয়ে ও আর মাথা ঘামাতে চায় না। আমি বললাম,—'আপনারা এগোন। আমি মিসেস বারটলেটের সঙ্গে একটু গল্পগাছা করে যাই, সময়ও আছে।'

ওরা চলে যেতেই আমি ভদ্রমহিলাকে বললাম,—'চলুন, আপনার রান্নাঘরটা দেখে আসি।'

—'রান্নাঘর দেখবেন? বেশ চলুন।' মিসেস বারটলেট আমাকে নিয়ে রান্নাঘরে এলেন। জো-ও আমাদের সঙ্গে এলো। রান্নাঘরটিও বেশ ঝকঝকে। একপাশে বিরাট একটা স্টোভ। এক দিকের দেয়ালে কয়েকটি তাক লাগানো হচ্ছে। সবটা লাগানো হয় নি। দেয়ালের পাশেই কয়েকটি যন্ত্রপাতি ও কাঠের টুকরো পড়ে আছে।

আমি সেটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—'এটাই বুঝি জো ওই দিন রাত্রে বানাচ্ছিল ?'

—'হ্যাঁ স্যার, কী সুন্দর তাকগুলি দেখুন। সত্যিই জো-র হাতের কাজের তুলনা নেই! তাই না।' হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চাইল ভদ্র মহিলা।

জো-ও আমার দিকে তাকিয়েছিল। ওর দৃষ্টিতে একটু চঞ্চলতা। না কি আমার অনুমান। আমার মনে হল ওকে একটু ভাল করে চেপে ধরলে হয়ত নতুন কিছু তথ্য জানা যেতেও পারে। রান্নাঘর থেকে বেরোতে গিয়ে হঠাৎ যেন কীসে ধাক্কা খেলাম। তাকিয়ে দেখি একটা পেরামবুলেটর। এ বাড়ীতে আবার বাচ্চা আছে নাকি! জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই মিসেস বারটলেট হেসে উঠে বললেন,—'এটা কোন বাচ্চার নয়। এটাতে করে আমি কাপড় চোপড় বিলি করি।'

—ওঃ, আচ্ছা মিসেস বারটলেট, আপনি তো রোজ এম্‌টকে চিনতেন। ও কী ধরনের মেয়ে বলে আপনার ধারণা ?

মহিলা আমার দিকে একটু কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকালেন। বেশ ভেবে চিন্তেই বললেন,—'তা স্যার সত্যি কথা বলতে কী, মেয়েটা একটু উড়ুক্কু ধরনের ছিল, স্বভাব চরিত্র তেমন ভাল ছিল না। তা এখন আর বলে কী হবে ? ও তো আর বেঁচে নেই। মৃত লোকদের সম্পর্কে কিছু না বলাই ভালো।'

—কিন্তু আমার জানাটা খুব দরকারী, মিসেস বারটলেট। একটা জরুরী ব্যাপার আছে এর পিছনে। আমি বেশ জোর দিয়েই কথাটা বললাম। কথা বলতে বলতে আমরা বাইরের ঘরে চলেএলাম। জো রান্নাঘরেই রয়ে গেল।

মিসেস বারটলেট অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। সতর্ক মনোযোগী দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখে নিলেন। কোন একটা ব্যাপারে তিনি যেন মনস্থির করে নিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল তাঁর। শান্ত

গলায় তিনি বললেন,—'মেয়েটি খুব খারাপ ধরনের ছিল, ঐ ছেলেদের গায়ে পড়া, স্যাণ্ডফোরডের সাথে কিনা করেছে—ছি, ছি, জো-র সামনে আমি আগে আপনাকে বলিনি। শুনলে জো খুব দুঃখ পেত। ওর চোখে রোজ তো একেবারে শুচিশুভ্র মেয়ে, রোজের কোনও দোষই ও দেখতে পেত না। খুবই কষ্ট পেয়েছে জো রোজ-এর মৃত্যুর খবর পেয়ে।'

আমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে একমত হলাম। জো-র মত ছেলেরা যাকে বিশ্বাস করে বা ভালবাসে তাকে একেবারে অন্ধের মতই ভালবাসে। সুতরাং এরা যখন আঘাত পায়, সে আঘাত খুবই মর্মান্তিক হয় তখন। আরও কিছু কথাবার্তার পর মিসেস বারটলেটের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পুরো ব্যাপারটি জটিল হয়েই রইল। তদন্ত সুরু করার পর বিশেষ কিছু এগোন গেল না। রহস্যের মেঘ রয়ে গেল একই রকম। তবে একটা ব্যাপারে আমি প্রায় নিশ্চিত। স্যানডফোরড রোজ-এর মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়। তাহলে বাকী রইল জো এলিস। খুন করার পিছনে যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও কোন প্রমাণ মিলছে না ওর বিপক্ষে। সেদিন রাত আটটা সাড়ে আটটায়—যখন রোজ-এর মৃত্যু ঘটে, তখন জো বাড়ীতে কাজ করছিল। মিসেস বারটলেট স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বড় জটিল রহস্য। একটাই রূপোলী রেখা দেখা যাচ্ছে। জো-র কথাবার্তায় কিছু একটা গোপন করার প্রয়াস আমার চোখ এড়ায়নি। শুধু এইটুকুমাত্র সূত্র নিয়ে কতদূর এগোন যাবে? যাহোক সোজা থানায় যাওয়াই মনস্থ করলাম। মেলচেটদের সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা বলা দরকার।

মেলচেট ও ড্রেউইট দুজনেই হাজির ছিল। আমি যাওয়ামাত্রই আবার রোজ এমটের বিষয়টি উঠল। মেলচেট আমাকে সহাস্যে বলল,—'জো যে এ ব্যাপারে ছিল না তার অকাট্য প্রমাণ তো পেলেন, স্যার হেনরী?'

ড্রেউইট খেই ধরে বলল,—'স্যানডফোরডই খুন করেছে স্যার।

একটু ভাবলেই ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার ধারণা, রোজ আর ওর বাবা স্যানফোরডকে বোধ হয় ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছিল। ছেলেটার টাকা পয়সাও বেশী নেই। আবার লণ্ডনে ওর ভাবী বধুর কাছে রোজ-এর ব্যাপারটা পৌছলে স্যানডফোরডের অবস্থা খুবই করুণ হত। এই উভয়সঙ্কটে পড়েই স্যানডফোরড রোজ-কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতলব আঁটে। আপনি কী বলেন, স্যার ?'—আমাকে উদ্দেশ্য করে ড্রেউইট প্রশ্ন করল।

ড্রেউইটের ব্যাখ্যা যুক্তিসিদ্ধ এবং স্যাণ্ডফোরডের বিরুদ্ধে প্রমাণও তাদের হাতে আছে। তাই আমি বললাম,—হ্যাঁ, আপাতদৃষ্টিতে সেরকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি স্যানডফোরডকে কিছুতেই খুনীর আসনে বসাতে পারছি না।

কথাটা বললাম বটে কিন্তু মনে মনে বুঝলাম যে আমার যুক্তি মোটেই ধোপে টেঁকার মত নয়। নিজেও বেশ দ্বিধায় পড়ে গেলাম। অনেক সময় দেখা যায় খুব নিরীহ প্রকৃতির লোকও কোণঠাসা হয়ে পড়লে বেশ হিংস্র হয়ে ওঠে। হঠাৎ-ই আমার সেই বাচ্চা ছেলেটির কথা মনে পড়ে গেল। মেলচেটকে বললাম,—আচ্ছা, আপনি যে বাচ্চা ছেলেটার কথা বলেছিলেন, যে সাঁকোর ওপর রোজ-এর আর্তনাদ শুনেছিল, তার সঙ্গে একবার কথা বলব বলে ভাবছি।

ড্রেউইট তখনই ছেলেটির সন্ধানে লোক পাঠাল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে এল। নাম জিমি ব্রাউন। দেখলেই বোঝা যায় বেশ চালাক চতুর। বয়সের তুলনায় ছোট্টখাট্টো চেহারা। ও যে বেশ বিখ্যাত হয়ে পড়েছে ওর হাবেভাবে তা প্রকাশ পাচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যার ঘটনাটা পুরো শুনিয়ে গেল জিমি। বলতে বলতে তার চোখমুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল।

—তাহলে তুমি বলছ যে ওই ঘটনার সময় তুমি নদীর এপারেই

ছিলে। তা আগে যখন তুমি সাঁকো পেরিয়ে বনের দিকে যাচ্ছিলে তখন কি কাউকে কোথাও দেখেছিলে?—আমি জিমির কাছে জানতে চাইলাম।

—'হ্যাঁ স্যর, মনে হচ্ছে স্যানডফোরডকে দেখেছিলাম, ওই যে সহুরে লোকটা উল্টোপাল্টা রকমের বাড়ী তৈরী করে। স্যানডফোরডকে তখন নদীর ওপারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমি হাঁটতে দেখেছিলাম।'

মেলচেট আর ড্রেউইট পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণভাবে দৃষ্টি বিনিময় করল।

—আচ্ছা, তখন কি তুমি রোজকে সাঁকোর উপর বা আশপাশে কোথাও দেখেছিলে?

—'না স্যর, আমি তখন রোজের দেখা পাই নি।'

—তুমি যখন গ্রামের দিকে ফিরবার সময় রোজ-এর আর্তনাদ শুনলে, তার ঠিক কতক্ষণ আগে তুমি স্যানডফোরডকে বনের মধ্যে দেখেছিলে, তোমার মনে আছে কি?

—'হ্যাঁ, প্রায় মিনিট দশেক আগে হবে স্যার।' একটু ভেবে নিয়ে জিমি উত্তর দেয়।

—তুমি তখন গ্রামের দিকে নদীর পারে কি কাউকে দেখেছিলে?

—'আমি কাউকে ঠিক দেখতে পাইনি তবে—হ্যাঁ, কেউ একজন নদীর পার ধরে তখন যাচ্ছিল। খুব আস্তে আস্তে শিষ দিতে দিতে যাচ্ছিল লোকটা, মনে হয় জো এলিসই হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ড্রেউইট জিমিকে তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল,—'তুমি ওই অন্ধকারে কী করে বুঝলে যে লোকটি জো এলিস? ওরকম কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে দূর থেকে কি কাউকে চেনা সম্ভব?'

—'ওই শিষটা শুনে স্যার। জো ওই একটা গানেরই সুর জানে। সেটাই ও শিষ দিয়ে সব সময় গায়।' জিমিও চটপট জবাব দেয়।

মেলচেট মাথা নেড়ে বলে,—'শিষ তো যে কেউই দিতে পারে।

জো-ই যে দিয়েছে এটা তো জোর করে বলা যায় না। তা যে শিষ দিচ্ছিল সে কি সাঁকোর দিকে যাচ্ছিল?'

—'না, শিষ দিতে দিতে সে গ্রামের দিকে ফিরে যাচ্ছিল।' জিমির উত্তর।

মেলচেট তখন আমার দিকে ফিরে বলল,—'তাহলে তো লোকটিকে —সে যে-ই হোক না কেন—বাদ দেওয়া যেতে পারে।'

তারপর জিমির উদ্দেশে বলল,—'কিছুক্ষণ পরে তুমি যখন আবার গ্রামের দিকে ফিরে আসছিলে তখন একটা তীব্র চিৎকার শুনে সাঁকোর দিকে দৌড়ে যাও এবং দেখ নদীতে সাদা মতন কী যেন একটা ভেসে যাচ্ছে। তোমার মনে হল কেউ সাঁকো থেকে পড়ে গেছে। তুমি ওটাকে ধরার জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে দৌড়ে গ্রামের দিকে ছুটে যাও সাহায্যের জন্য। ওই সময় কি তুমি সাঁকোর আসেপাশে কাউকে দেখেছিলে বা যখন তুমি গ্রামের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলে তখনও কি কাউকেই তোমার চোখে পড়েনি?'

জিমি ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে বলল,—'আমি তখন সাঁকোর আসেপাশে কাউকে দেখিনি, কিন্তু যখন গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম তখন একটু দূরে দুজন লোককে একটা ছোট্ট ঠেলা গাড়ীর মতন কিছু ঠেলে নিয়ে যেতে দেখেছিলাম। তবে ওরা বেশ কিছুটা দূরে ছিল বলে আমি কাছেই মিঃ জিলের বাড়ীতে খবরটা দিতে যাই।'

মেলচেট জিমির পিঠ চাপড়ে বলে উঠল,—'সাবাস, তুমি খুব উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ, এবং সাহসের কাজ করেছ। তুমি একজন স্কাউট, তাই না?'

জিমি একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে বলল,—'হ্যাঁ, স্যর।' মেলচেট আবার ওর পিঠ চাপড়ে দেয়।

জিমির সাক্ষ্যও তাহলে স্যানডাফারডের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। ও স্যানড-ফোরডকে স্পষ্ট দেখেছিল, কিন্তু জো এলিসকে যে দেখেছিল তা স্পষ্ট

নয়। শুধু গানের শিষ শুনে একজনকে সনাক্ত করা মোটেই আইন সিদ্ধ নয়। আমি কোটের পকেট থেকে মিস মারপলের দেওয়া সেই কাগজটা বের করে নামটা পড়লাম। অসম্ভব—যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ মিলেছে, তাতে কাগজে-লেখা নামধারীকে কিছুতেই অভিযুক্ত করা যাচ্ছে না। আমি মিস মারপলের কাছে যাওয়াই শেষ পর্য্যন্ত স্থির করলাম।

স্যার হেনরী গল্প বলা থামিয়ে সবার মুখের দিকে একবার তাকালেন। উৎসুক মুখে সবাই স্যার হেনরীর মুখের দিকে তাকিয়ে, শুধু মিস্ মারপলের মুখে মৃদু হাসির রেখা।

আবার গল্প শুরু করলেন স্যার হেনরী,—মিস মারপল তখন এই বৈঠকখানায় ঠিক এই রকম চুল্লীর পাশে আরামকেদারায় বসে উল বুনছিলেন। আমি আসতেই সাগ্রহে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। ওঁর মুখ চোখ দেখে বুঝলাম রোজ এমটের তদন্তের ব্যাপারে কতদূর আমি এগোতে পারলাম, তা জানার জন্য তিনি খুবই উৎসুক হয়ে আছেন। কিন্তু হায়, ওকে খুশী করার মত কোন খবরই আমি আনতে পারিনি।

—আমি খুবই দুঃখিত মিস মারপল, আপনার অনুমান মত অপরাধীর বিপক্ষে কোন প্রমাণই আমি জোগাড় করতে পারিনি। পুলিশ স্যানডফোরডকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছে। ওর বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণও পুলিশের কাছে আছে। তাই আমার পক্ষে স্যানডফোরডকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে না।

আমার কণ্ঠে আশাভঙ্গের সুর নিশ্চয়ই মিস মারপলের কান এড়ায়নি।

মিস মারপল বেশ একটু বিস্মিত, আশাহত গলায় বললেন,—'আমার অনুমানের পক্ষে কোন প্রমাণই তাহলে জোগাড় করতে পারা গেল না বলছেন ?' একটু উদ্বিগ্নই দেখাল তাকে। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন,—'হয়ত আমারই ভুল হয়েছে স্যার হেনরী নাহলে আপনার মত একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ পুলিশ অফিসারের চোখে কিছু না কিছু পড়তোই! কোন না কোন সূত্র নিশ্চয়ই আপনি পেতেন।'

আমি বললাম,—জো এলিস সে রাত্রে ওই সময় রান্নাঘরে তাক বানাচ্ছিল এবং মিসেস বারটলেটও সারাক্ষণ সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। ওরা ঘটনাস্থলের কাছাকাছিই ছিল না। ওদের নির্দোষিতার এই অকাট্য প্রমাণ কীভাবে খণ্ডন করা যায় বলুন ?

আমার কথা শুনেই মিস মারপল যেন চমকে উঠলেন। সাগ্রহে তিনি আমার দিকে ঝুঁকে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে বললেন,—'কিন্তু তা তো হতে পারে না! সেদিন তো শুক্রবার ছিল!'

—শুক্রবার ছিল! তাতে কি আসে যায়, শুক্রবারের সঙ্গে এই ঘটনার কী সম্পর্ক ?—আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।'

মিস মারপল উত্তেজিত ভাবে বললেন,—'মিসেস বারটলেট শুক্রবার সন্ধ্যারাত্রে বাড়ীতে থাকতেই পারেন না। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় উনি বাড়ী বাড়ী কাপড় বিলি করতে বেরোন।'

এবার পুরো ব্যাপারটা বোঝা গেল। মিসেস বারটলেট তাহলে আমাদের আছে মিথ্যা কথা বলেছেন, তিনি সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ছিলেন না, তাহলে জো এলিসেরও সে সময় বাড়ী থাকার কথা তাহলে মিথ্যে। জিমি ব্রাউন নদীর পারে শিষ দেওয়া যে লোকটির কথা বলছিল সে-ই তাহলে জো এলিস। দুজনের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য একটা সম্পর্ক আছে। দুজনেই মিথ্যে কথা বলে পরস্পরকে সাহায্য করছে। পুরো ঘটনাটা নিয়ে আমি চিন্তা করতে থাকলাম। কতকগুলো

ব্যাপার মিলিয়ে নিতেই পুরো রহস্যটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে মিস মারপলের করমর্দন করে বললাম,—এবার বুঝেছি। ওরা মিথ্যা কথা বলে আমাদের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এবার আমার চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হবে।

ঠিক পাঁচ মিনিট লাগল আমার মিসেস বারটলেটের বাড়ী পৌঁছতে। বৈঠকখানায়ই জো এলিসকে পেলাম। কোন ভনিতা না করে জো-কে একটু তিক্ত কণ্ঠেই বললাম,—জো, তুমি আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছ কেন? সেদিন রাত্রে তুমি তো রান্নাঘরে তাক বানাচ্ছিলে না, সন্ধ্যা আটটা-সাড়েআটটায় তুমি নদীর পাড় ধরে শিষ দিতে দিতে যাচ্ছিলে। একথা কি অস্বীকার করতে পারবে তুমি?

জো-র বোকা বোকা মুখ বিস্ময়ে—আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল। যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তার। বজ্রাহতের মত সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বলল,—'রোজকে কিন্তু আমি খুন করিনি স্যর, আমি জানতামই না যে রোজ সাঁকোর ওখানে আছে, আর আমি ত ওর ধারে কাছেও যাইনি। ও নদীতে মনে হয় ইচ্ছা করেই ঝাঁপ দিয়েছে। আত্মহত্যা না করে ওর ত আর উপায় ছিল না। আমি কিন্তু রোজকে সত্যিই ভালবাসতাম, স্যর। ওর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার কল্পনারও বাইরে।'

আমি তীক্ষ্ণ-স্বরে প্রশ্ন করলাম,—তাহলে তুমি আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বললে কেন?

জো ভীতচকিত ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর মাথানীচু করে ধরা গলায় বলল,—'আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলাম, স্যর। নদীর পাড়ে বেড়ানোর সময় মিসেস বারটলেট আমাকে দেখেছিলেন। পরদিন যখন শুনলাম রোজ-কে নদীতে ঠেলে ফেলে কেউ খুন করেছে,

তখন মিসেস বারটলেট আমাকে বললেন, পুলিশের সন্দেহ আমার ওপর পড়তে পারে। যে সময় রোজ জলে পড়ে যায় ঠিক সেসময়ই আমি নদীর পাড় ধরে আসছিলাম। পুলিশের কানে এখবর পৌছলে ওরা আমাকে ছাড়বে না। মিসেস বারটলেট আমাকে এসব বলেছিলেন। তারপর রান্নাঘরে তাক বানানোর ফন্দীটা ওঁর মাথাতেই আসে। আমরা দুজনে মিলে ঠিক করলাম পুলিশ জেরা করলে আমরা রান্নাঘরে তাক বানানোর কথা বলব। মিসেস বারটলেটও আমার পক্ষে সাফাই দেবেন। খুবই দয়ালু মহিলা উনি। আমার বিপদ বুঝে স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলার ঝুঁকি উনি ঘাড়ে নিয়েছিলেন। আমার ওপর বিশেষ স্নেহ-ভালবাসার জন্যই উনি এতবড় ঝুঁকি নিয়েছেন স্যর।'

আমি জিগ্যেস করলাম,—মিসেস বারটলেট কোথায় ?

—'উনি রান্নাঘরে স্যর।' জো উদ্বিগ্নমুখে জবাব দেয়।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালাম। এবার আমার আসল পরীক্ষা। আমার কাছে এখন পুরো ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার। মিসেস্ বারট্লেট ও জোয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারার পর থেকেই, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমার কাছে ছবির মতো ফুটে উঠছে। অবশ্য আমার সমগ্র পুলিশ জীবনে 'এরকম ঝুঁকি আমি কখনও নেইনি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার আত্মপ্রত্যয় এখন আল্পসের মত অটল। আমি মিসেস বারটলেটের মুখোমুখি হলাম। উনি ধীরস্থির শান্তদৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। অ্যাপ্রনে হাত মুছে মৃদু হেসে বললেন,—'কি ব্যাপার স্যর হেনরী! আমাকে কিছু বলবেন কি ?'

—আমি সবকিছু জানতে পেরেছি মিসেস বারটলেট।

—'কি জানতে পেরেছেন ? আপনি কী বলতে চাইছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না স্যর ?'

ওর মুখ দেখে বুঝলাম খুব কষ্ট করে উনি উত্তেজনা দমন করে রয়েছেন। আমি আর সময় নষ্ট করলাম না। মোক্ষম অস্ত্রটি হানলাম।

তার চোখের উপর চোখ রেখে বললাম,—আপনি খুব ভাল করেই জানেন জো এলিস কোন অপরাধ করেনি। আপনি কী চান তার ফাঁসি হোক!

জো-র নামোল্লেখ করা মাত্র মিসেস বারটলেটের মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। বুঝলাম ঠিক জায়গাটিতেই আঘাত হানতে পেরেছি। এক মুহূর্ত আমার চোখে চোখ রেখে উনি মাথা নীচু করলেন। প্রায় অস্পষ্টভাবে বললেন,—'বলুন আপনি কী জানতে পেরেছেন?'

আমি রান্নাঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, একটা টুল টেনে নিয়ে বসে বললাম,—আপনি তাহলে আমার মুখ থেকেই সব শুনতে চান! বেশ তাহলে মিলিয়ে নিন, ঘটনাটা মনে হয় এই রকমই ঘটেছিল—

আপনি কাপড় জামা বিলি করে যখন নদীর ধার দিয়ে ফিরছিলেন তখন সাঁকোর ওপর রোজ এমট্‌কে দেখতে পান। রোজ স্যানডফোরডের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল। আপনি এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে স্যানডফোরড রোজ-কে বিয়ে করবে না, এই গ্রামের বাস তুলে দিয়ে, কিছুদিনের মধ্যেই সে লণ্ডনে চলে যাবে। আর রোজ তখন উপায়ন্তর না দেখে জো-র কাছে আশ্রয় চাইবে। যেহেতু জো রোজের একজন অনুগত প্রেমিক, রোজ-কে সে তাড়িয়ে দেবে না, হয়ত বিয়ে করবে। অথচ জো-কে আমার মনে হয় আপনি স্বয়ং ভালবাসেন। গত চার বছরে জো-কে আপনি স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা দিয়ে একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছেন, ধীরে ধীরে নিজের প্রেমিকের আসনে বসিয়েছেন, জোকে ছাড়া থাকার কথা আপনি এখন চিন্তাও করতে পারেন না। রোজ এসে জো-কে কেড়ে নিয়ে যাবে—এটা আপনার সহ্যের অতীত। আর ওই মেয়েটিকে আপনি হালকা চরিত্রের জন্য মনেপ্রাণে ঘৃণাও করতেন।

ওইদিন রাত্রির অন্ধকারে নির্জন সাঁকোর ওপর রোজ-কে হঠাৎ দেখে আপনি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। ওকে সরিয়ে

দিতে পারলে জো আপনার একারই থাকবে। আপনি নিঃশব্দে সাঁকোর ওপর উঠে রোজ্-এর কাঁধ দুটো ধরে ওকে নদীতে ঠেলে ফেলে দিলেন। তীব্র স্রোতে সাঁতার-না-জানা মেয়েটি মৃত্যুর মুখে ভেসে গেল।

আমি দম নেওয়ার জন্য একটু থামলাম। ভাবলেশহীন মুখে মিসেস বারটলেট একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বলে চললাম,—ফেরার পথে আপনার সঙ্গে নদীর পারে রাস্তায় জো এলিসের দেখা হয়। শিষ দিতে দিতে সে নদীর পাড় ধরে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। তারপর আপনারা দুজনে যখন পেরামবুলেটরটা ঠেলে গ্রামের দিকে আসছিলেন তখন জিমি ব্রাউন দূর থেকে আপনাদের দেখে। ও ভেবেছিল দুজন লোক ছোট্ট একটা ঠেলাগাড়ী ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে অন্ধকারে ও আপনাদের চিনতে পারেনি।

যাইহোক, রোজকে নদীতে ফেলে দেওয়ার পর আপনার চিন্তা হয়, পুলিশ জো-কে খুনের ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারে কারণ জো ঐ সময় নদীর পাড় দিয়ে আসছিলো, কেউ হয়ত তাকে দেখে চিনতে পারে। জো-এর গায়ে যাতে কোন আঁচড় না লাগে, ওকে কোনক্রমেই কেউ সন্দেহ না করতে পারে, সেজন্য ওই রাত্রে রান্নাঘরে ডাক বানাবার ফন্দীটা ওর মাথায় ঢোকান। ওকে বোঝান যে তা নাহলে জো-কেই পুলিশ খুনের সন্দেহে গ্রেফতার করবে। আসলে ডাক বানানোর গল্পটা জো-কে বাঁচানোর জন্য নয়, আপনি নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ হিসাবেই ওটিকে খাড়া করেছিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি আস্তে আস্তে বললাম,—আমি যা বললাম এগুলি সবই ঠিক তাই না মিসেস বারটলেট ?

মিসেস বারটলেটের ভাবলেশহীন মুখচোখে শূন্য দৃষ্টি, মনে কিন্তু গভীর আলোড়ন চলছিল, সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম। তার অপরাধের ঘটনাটির বিবরণ আমার মুখ থেকে যে তিনি শুনবেন সেটা

তার কল্পনার বাইরে ছিল। সব অস্বীকার করার মত মানসিক জোর তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। বেশ কিছু সময় নিঃশব্দে বয়ে গেল।

তারপর নৈঃশব্দ্য ভরকরে অ্যাপ্রণে হাত মুছতে মুছতে রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন,—'হ্যাঁ স্যর, আপনি যা যা বলেছেন সবই সত্যি। ওই অভিশপ্ত রাত্রে আমার ওপর যেন শয়তান ভর করেছিল। কেন যে ঐ মুহূর্তে ওই কাজ করলাম পরে নিজেও বুঝতে পারিনি। তবে ওই মুহূর্তে একটা চিন্তা আমার মাথায় চেপে বসেছিল যে ওই মেয়েটা জো-কে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। সেটা আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। জো-কে যে আমি ভালবাসি, স্যর হেনরী। মিসেস মিসেস্ বারটলোটের দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে, চোখ মুছতে মুছতে উনি বলতে থাকেন,—'আমার এতকালের নিসঙ্গ একাকিত্ব থেকে জো আমাকে মুক্তি দিয়েছিল। কুমারী বয়স থেকে যে স্নেহ ভালবাসার কাঙাল ছিলাম আমি, তা আমি জো-র কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল আমার, কিন্তু আমার স্বামী বিয়ের পর-পরই পঙ্গু হয়ে যায়, তারপর অল্পদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। কোনদিন একফোঁটা ভালবাসা পাইনি আমি তার কাছ থেকে।'

বলতে বলতে গলা ধরে এল তার। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, অ্যাপ্রনে তিনি চোখ মুছলেন। একটু শান্ত হয়ে আবার তিনি বলতে শুরু করলেন,—'আমাকে দেখে যতটা বয়স্কা মনে হয় তত বয়স আমার নয়। একা একা জীবন-যাপনের নানা যন্ত্রণায় মাথার চুল পাকলেও আমার বয়স তিরিশের ওপর নয়। প্রেমভালবাসার আকাঙ্ক্ষা আমার মন থেকে এখনও মুছে যায়নি। একা একা থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম আমি, এই সময় এই অদ্ভুত সরল যুবক জো এল আমার জীবনে। জো-কে পেয়ে আমার হৃদয় ভরে উঠেছিল। কিন্তু জোকে আমি আমার এই ভালবাসার কথা কোনদিন জানাইনি।'

আপন মনে একটু হেসে মিসেস বারটলেট বললেন,—'ওর বয়স হলে কী হবে স্যার, জানেন ও একেবারে বাচ্চা ছেলের মত। আমি সবকিছু হাতে ধরে করে না দিলে ওর চলে না। খুব শান্ত, ঠাণ্ডা, আর আমার ওপর ওর অগাধ বিশ্বাস। ও একান্তভাবে আমার, আমার, আমার'—বলতে বলতে তার গাল ছাপিয়ে নেমে এল অশ্রু-বন্যা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

আমার তখন হতবিহ্বল অবস্থা। চোখের সামনে এক নারী, যে স্নেহ প্রীতি ভালবাসার আকাঙ্ক্ষায়, নিজের দয়িতকে হারাবার আশঙ্কায়, পৃথিবীর ঘৃণ্যতম কাজটি করেছে। কিন্তু আইনের কঠোর শাসন কোন ভাবাবেগকেই প্রশ্রয় দেয় না, আইনের রক্ষক হিসেবে আমার হাত-পা-ও বাঁধা, যদিও সেমুহূর্তে ওই মহিলার আবেগাপ্লুত জীবন-কাহিনী আমাকেও চঞ্চল করেছিল।

বেশ খানিকক্ষণ পর মিসেস বারটলেট প্রকৃতিস্থ হলেন। শান্ত চোখ দুটি মেলে তিনি প্রশ্ন করলেন,—'কিন্তু স্যার আপনি এতসব জানলেন কী করে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমার এই পাপ কোনদিনই লোকচক্ষে প্রকাশ পাবে না।'

আমি আস্তে আমার কোটের পকেট থেকে সেই কাগজটি বের করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম, যাতে নিস মারপল দুদিন আগে লিখে রেখেছিলেন—

'রোজ-কে নদীতে ফেলে খুন করেছে মিসেস বারটলেট—যার বাড়ীতে জো-এলিস থাকে।'

মিসেস বারটলেট হতভম্ভ হয়ে কাগজটার দিকে চেয়ে রইলেন।

স্যার হেনরী তার গল্প শেষ করলেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন তিনি। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলার জন্য একটু ক্লান্তও বোধ করছেন।

সবাই চুপচাপ। ঘরের ভিতর নিঃশব্দ। মাঝে মাঝে বাগান থেকে

কি একটা পাখীর শিষ শোনা যাচ্ছে। সবাই এই অদ্ভুত প্রেমের আশ্চর্য্য পরিণতি এবং তার রহস্য উদ্ঘাটনের চাতুর্যে মুগ্ধ।

ডঃ পেনডার মৃদু স্বরে বললেন,—'খুবই আশ্চর্য্য গল্প আমাদের শোনালেন, মিঃ হেনরী, সত্যিই মানুষের মনের অতলে যে কি থাকে, তা কেউই বলতে পারে না, মানুষ ঈশ্বরের কি যে এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি। কিন্তু আমি খুবই বিস্ময় বোধ করছি, কেমন করে মিস মারপল আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, যে মিসেস বারলেটই খুনি! সত্যি কথা বলতে কি, এ ব্যাপারে আমায় যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

রেমণ্ড দাঁড়িয়ে উঠে বললো,—'আজ আমাদের সান্ধ্য বৈঠকের প্রথম পর্বের শেষ বৈঠক, আমি সবাইকে আরেকবার কফি পান করবার অনুরোধ জানাচ্ছি। জয়েস তুমি অনুগ্রহ করে যদি একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর, তবে ভাল হয়। জেনপিসী আজ না হয় একটু রাত্রি করেই আমাদের বৈঠক শেষ করা যাক।'

মিস মারপল মৃদু হেসে ঘাড় নাড়িয়ে অনুমতি দিলেন।

মিঃ পেথেরিক একটু কেসে নিয়ে বললেন,—'আশ্চর্য্যের ব্যাপার, মিসেস বারটলেট হত্যাপরাধী প্রমাণিত হওয়া সত্বেও, তাঁর প্রতি আমাদের মনে একটা করুণার ভাব আসছে। মনের কোনে তার জন্য কেমন যেন একটা দুঃখ বোধ জাগছে।'

রেমণ্ড বলে উঠলো,—হ্যাঁ, গল্পটি শুনে মনে হচ্ছে, আমরা যেন একজন সাহিত্যিকের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প পড়লাম। সত্যিই আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি, বাস্তব ঘটনা এবং তার সাথে কল্পনার রং মিশিয়ে যে সব চরিত্র আমরা সাহিত্যিকরা সৃষ্টি করি, অনেক সময়ই আসল ঘটনা তার বাস্তবতা নিয়ে তাকে অতিক্রম করে যায়। মানুষ যা কখনও কল্পনাও করতে পারে না, সেটাই মাঝে মাঝে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। মিসেস বারটলেট একই সঙ্গে একজনকে তীব্র ভালবাসছেন,

অন্যজনকে তীব্র ঘৃণা, হিংসায় হত্যা করতে দ্বিধা করছেন না। অন্তর্গত ভালবাসার জন্যই এই হত্যা। সত্যিই মানব মনের এ এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি। রক্তের মধ্যে ভালবাসা ঘৃণা একই সঙ্গে খেলা করে। ঈর্ষা, লোভ, স্নেহ, মায়া পাশাপাশি বাস করে।

জয়েস পরিচারিকার সাথে কফির সরঞ্জাম ও হালকা খাবার নিয়ে প্রবেশ করল। সবাইকে খাবার ও কফি পরিবেশন করে জয়েস কফিতে চুমুক দিয়ে বলল,—'সত্যি জেনপিসী, আপনি খুন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন করে ঘরে বসে বলতে পারলেন যে মিসেস বারটলেটই খুনী। গল্পটা আপনি বলেননি, কিন্তু এটা আপনাকে বলতেই হবে।'

জয়েসের অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেও ঐ একই অনুরোধ মিস মারপলকে করলেন।

রেমণ্ড বললেন, —'হ্যাঁ, জেনপিসী, তুমি ব্যাপারটা আমাদের একটু বুঝিয়ে বলো।'

মিস মারপল মৃদু হেসে, বললেন—'আমিতো আগেই আপনাদের বলেছি, মানবচরিত্রের সাধারণ ব্যতিক্রম এবং অসংগতির দিকে খুব গভীরভাবে নজর রাখলে, পরবর্তী ঘটনাচক্র বুঝতে মনে হয় কোনো অসুবিধা হয় না। এখানেও একই ব্যাপার। আর স্যার হেনরীও পরবর্ত্তী পর্যায়ে সেইভাবেই ঘটনাটিকে বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তারপর রহস্য উদ্ঘাটন করতে তার আর বিন্দুমাত্র দেরী হয় নি।

আমিও ঠিক সেইভাবেই প্রায় অঙ্কের নিয়মেই বুঝতে পেরেছিলাম, স্যানফোরড রোজকে বিয়ে করবে না, রোজ তার ঐ অবস্থায় উপায়ন্তর না দেখে জোর কাছে আশ্রয় চাইবে, জো তাকে কোনক্রমেই ফেরাবে না, বিয়ে করতে রাজী হবে। এদিকে মিসেস্ বারটলেট প্রথম জীবনে দুঃখকষ্ট পাওয়ার পর, জোকে নিয়ে গোপনে যে সুখের ঘর আস্তে আস্তে গড়ে তুলেছেন, সেটা এত সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে দেবেন না। সেই কারনেই আমি ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে বুঝতে পেরেছিলাম,

একটা কিছু ঘটতে পারে। রোজের উপর একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। অবশ্য এই হত্যা নাও হতে পারত। বিশেষ করে এইভাবে। কিন্তু ব্যাপারটা যেভাবেই হোক একটা জটিল মোড় নিতোই। যখনই শুক্রবার ঐ সময় রোজের জলে পড়ে যাওয়ার সংবাদ শুনি, সেই মুহূর্তেই আমি এর কারণ এবং কে হত্যা করতে পারে তা অনুমান, —না নিশ্চিতই বুঝতে পেরেছিলাম। মিসেস্ বারটলেটের মনে ওই মুহূর্তে যে কোন হত্যাভিলাস্ আগে থেকেই ছিল, এমন নয়। কিন্তু হঠাৎ ঐ কুয়াসাভরা জনমানবহীন রাস্তায় রেলিং ছাড়া পুলের উপর রোজকে দেখতে পেয়ে মিসেস্ বারটলেটের মনে একটা তাৎক্ষনিক হত্যাভিলাস্ জেগে ওঠে। এত সহজ সুযোগ তিনি আর নষ্ট করতে চাইলেন না। চারপাশে তাকিয়ে যখন দেখলেন কেউ নেই, আস্তে আস্তে সাঁকোর উপর উঠে গিয়ে চিন্তাতে তন্ময় রোজের কাঁধ ধরে একটা ধাক্কা। তারপরেই দৌড়ে এসে আবার পেরামবুলেটর ঠেলতে ঠেলতে বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর দেখেন জো নদীর পাড় ধরে শিষ দিতে দিতে আস্তে আস্তে হাঁটছে। উনি ওকে ডেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চললেন। এই অবস্থাতেই ওদের দূর থেকে জিমি ব্রাউন দেখেছিল। মিসেস্ বারটলেটের বাড়ী ফিরে এসে একমাত্র ভয়, জোই শুধু তাকে দেখেছে। একমাত্র সাক্ষী, কাজেই জোকে ঐ সময় ওখানে উপস্থিত থাকার ভয় দেখিয়ে, রান্নাঘরে থাক তৈরী করার গল্প বলতে রাজী করালেন। তুজনেরই নির্দোষিতার ইস্পাত দৃঢ় একটা অকাট্য প্রমাণ খাড়া হলো। যাই হোক আমি এই ব্যাপারটায় স্যার হেনরীর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। উনি আমার অনুরোধে যেভাবে পরিশ্রম করে ঘটনাটির অনুদঘাটিত রহস্য উন্মোচন করেছিলেন, তার জন্য আমি ওকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

এই বলে মিস্ মারপল মৃদু হেসে স্যার হেনরীর দিকে তাকিয়ে

তার বক্তব্য শেষ করলেন।

রেমণ্ড বললো,—'জেন পিসী তোমাকে ধন্যবাদ, তাহলে আমাদের মঙ্গলবারের সান্ধ্যবৈঠকের, ষষ্ঠ ও শেষ অধিবেশন সমাপ্ত হল। আপনারা যদি ইচ্ছুক হন তবে অবশ্য আমাদের সান্ধ্যবৈঠক আমরা চালিয়ে যেতে পারি। তবে কি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে, সেটা অবশ্য ঠিক করতে হবে।'

স্যার হেনরী বললেন,—'আজ অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, রেমণ্ড আমরা তো তোমার মতো নব্য যুবক নই, অনেকটা পথ যেতে হবে। বরং আমরা পরের মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৈঠকে বসে, আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করব। আজকের মতো তবে ওঠা যাক।'

মিঃ পেথেরিক এবং ডঃ পেনডারও এই বিষয়ে একমত হলেন।

জয়েস অবশ্য বললো, তার বিষয় বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে একটা চমৎকার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু যখন সবাই পরের দিনের কথা বলছে, সেদিন না হয় বলা যাবে।

মিস্ জেন মারপল এবং রেমণ্ড সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানালেন।

● আমাদের প্রকাশিত বই ●

॥ গোলাম কুদ্দুস ॥

মরিয়ম

বাঁদী

॥ ম্যাক্সিম গোর্কী ॥

মা (চতুর্থ সংস্করণ)

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

॥ বসুধা চক্রবর্ত্তি ॥

মানবতাবাদ

। গেব্রিয়েল পেরী ॥

রাত-প্রভাতের গান (লুই আরাগঁর সম্পূর্ণ ভূমিকা সহ)

॥ Gabriel Peri ॥

TOWARDS SINGING TOMORROW

(with a Preface of Louis Aragon)

প্রকাশের অপেক্ষায়

● **গ্রাম বাংলার গল্প**

চল্লিশ দশকের প্রথমভাগ থেকে পঞ্চম দশকের শেষভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সময়ে গ্রাম বাংলার জীবন ও সংগ্রামের উপর প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল লেখকদের এক অনন্য গল্প সংগ্রহ।

● **ইরানের বিপ্লবী গল্প সংগ্রহ**

ইরানের বিপ্লবী গল্পকারদের গল্পের সংগ্রহ।

● **এডগার এলান পোর শ্রেষ্ঠ গল্প**